মাসিক

# আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web : www.at-tahreek.com

২৪ তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী ২০২১

আল্লাহ বলেন, 'পুরুষ হোক নারী হোক যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তারা যা কিছু করেছে তদপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة دينيـــة علميـــة و أدبيـــة

جلد : ٢٤، عدد : ٥، جُمادى الآخرة ورجب ١٤٤٢ه/ فبراير ٢٠٢١م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

**প্রচ্ছদ পরিচিতি :** হাসান দ্বিতীয় গ্র্যান্ড মসজিদ, মরক্কো। অনিন্দ্যসুন্দর এই ভাসমান মসজিদটি আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে মরক্কোর কাসাব্লাংকা শহরে অবস্থিত। ১৯৯৩ সালে নির্মিত এই মসজিদটিতে ১ লক্ষ ৫ হাযার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারেন। এর এক-তৃতীয়াংশ মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। আড়াই হাযার পিলারের উপরে বিশেষ পদ্ধতিতে বসানো ছাদটি প্রতি তিন মিনিট অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যায়। প্রায় ৫ হাযার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত উক্ত মসজিদের মিনারটির উচ্চতা ৬৯০ ফুট।

## دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**

**Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**

**Editor :** Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

**Published by :** Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

**Mailing Address :** Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154.

Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

**Monthly AT-TAHREEK** has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

ST মেসার্স সুমন ট্রেডার্স

প্রোঃ মোঃ জনাব আলী

M ০১৭১৫-৬৫১৭৫৭
G ০১৯১৯-৯৩৫৯৮৪
S ০১৭১১-৯৩৫৯৮৪

এখানে খেজুর, কিসমিস, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেসতা বাদাম দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা, এলাচ, ধইনা, মহরী, কালোজিরা, মেথি আমলা, তেজপাতা প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দোকান নং ৩৯-৪০, আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

# মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
জুমাঃ আখেরাহ-রজব ১৪৪২ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৭ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং

**সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি**
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

**সম্পাদক**
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

**সহকারী সম্পাদক**
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

**সার্কুলেশন ম্যানেজার**
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

**সার্বিক যোগাযোগ**
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

**হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র**

| বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা | সাধারণ ডাক | রেজিঃ ডাক |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | (ষাণ্মাসিক ২০০/-) | ৪০০/- |
| সার্কভুক্ত দেশসমূহ | ৮৬০/- | ২১০০/- |
| এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ | ১২০০/- | ২৪৫০/- |
| ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ | ১৫০০/- | ২৭৫০/- |
| আমেরিকা মহাদেশ | ১৮৬০/- | ৩১০০/- |

## সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দরসে কুরআন :
♦ ইসলামে বাক স্বাধীনতা *(২য় কিস্তি)* ০৩
*-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

◈ প্রবন্ধ :
♦ আহলেহাদীছ মসজিদে হামলা : ইসলামী লেবাসে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ০৯
*-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*
♦ হকের পথে বাধা : মুমিনের করণীয় *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ১২
*-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*
♦ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনীর আয়নায় নিজেকে দেখ ১৯
*-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*
♦ ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান *(শেষ কিস্তি)* ২২
*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*
♦ রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আয় শামিল হওয়ার উপায় ৩০
*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ :
♦ পার্বত্য শান্তিচুক্তির হাল-অবস্থা ৩৫
*-মেহেদী হাসান পলাশ*
♦ ককেশীয় গ্রেট গেমে তুর্কি সুলতান ৩৮
*-ফারুক ওয়াসিফ*

◈ হকের দিশা পেলাম যেভাবে :
♦ দলীল-টলিল বুঝি না, তোর মসজিদেই আসার দরকার নেই ৩৯

◈ অমরবাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৪১

◈ কবিতা : ৪২
♦ করোনার ভয় ♦ অহংকার
♦ মসজিদের পথ ♦ সূরা হুমাযাহ

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪৩

◈ মুসলিম জাহান ৪৪

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৬

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৪তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০২১

# আন্তঃধর্ম শান্তি সম্মেলন

পৃথিবীতে বর্তমানে আনুমানিক ৬শো কোটি মানুষের মধ্যে ধর্মের সংখ্যা কত? এর সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারবে না। ছোট্ট এই বাংলাদেশে কত ধর্মের লোক বসবাস করে? একটি ধর্মের মধ্যে কতগুলি ফের্কা ও তরীকা রয়েছে, তার হিসাব কেউ বলতে পারবে কি? তবুও মানুষ ধর্মের কাছেই শেষ আশ্রয় খোঁজে। ফলে সব দেশেই ধর্মীয় স্বাধীনতা অনুমোদিত। ধর্ম অর্থ যা ধারণ করা হয়। যা ধারণ করে মানুষ বেঁচে থাকে। এরপরেও ধর্মের নামে সহিংসতা হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। শত শত মানুষ হতাহত হয়। আর তাই মাঝে-মধ্যে আন্তঃধর্মীয় শান্তি সম্মেলনের প্রস্তাব আসে। যার মূল সূর হয় 'সব ধর্মই সঠিক'। কিন্তু এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবে কে? শান্তি -অশান্তির বিষয়টি হ'ল আপেক্ষিক। কেবল ধর্ম নয়, যেকোন কারণে কেউ হিংসাত্মক আচরণ করলে পাল্টা অনুরূপ আচরণ হবেই। তাই শান্তির জন্য প্রয়োজন পরমত সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। মূলতঃ ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত ভীতু ব্যক্তিরাই এরূপ প্রস্তাব দিয়ে থাকে। তাছাড়া ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধের নামে ইউরোপীয় খৃষ্টানরা দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর (১০৯৫-১২৯১ খৃ.) ধরে মুসলমানদের জান-মাল লুট করেছে। তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ বরং মহাদেশ তুরস্কের ওছমানী খেলাফত ধ্বংসকারী (১৯২৪), ফিলিস্তীনের শতকরা ৯৩ ভাগ আরব মুসলিমকে হটিয়ে সেখানে ইহূদী পুনর্বাসনকারী, ১ম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), ২য় মহাযুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫), ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৩), ইরাক-ইরান যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮৮) এবং ইরাক-আফগান যুদ্ধ সহ বিশ্বের মুসলিম দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পরিচালনাকারী, সেই সাথে ইসলামকে জঙ্গী ধর্ম ও মুসলমানকে জঙ্গী প্রমাণ করার জন্য যাদের মিডিয়াগুলি দিন-রাত অপপ্রচার চালাচ্ছে, তাদের বা তাদের দোসরদের মুখে আন্তঃধর্ম শান্তি সম্মেলনের কথা একেবারেই বেমানান।

মানুষ জন্মগতভাবে অজ্ঞ ও ভীরু। সে নিজের সম্পর্কে কিছুই জানেনা। সে খুশীতে আত্মহারা হয় ও বিপদে দিশাহারা হয়। এছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব বিবেক ও ঝোঁক প্রবণতা রয়েছে। তার নিকটে চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড বলে কিছু নেই। সেকারণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সৃষ্টির সূচনাতেই আদমকে বলে দিয়েছেন, 'তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'। 'আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*। যুগে যুগে তিনি নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আর তাদের রেখে যাওয়া শিক্ষার ছিঁটে-ফোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে যেখানে যতটুকু অবশিষ্ট আছে, অতটুকু ধারণ করেই মানুষ বেঁচে আছে। চাই তা অক্ষতভাবে থাকুক বা না থাকুক। কোন নবী মৃত্যুবরণ করার পর তার শিক্ষা কিছু দিন অক্ষুণ্ণ থাকলেও পরে তা নানাভাবে বিকৃত হ'তে থাকে। আবার নতুন নবী আসেন ও ধর্মের সংস্কার সাধন করেন। তিনি মারা গেলে আবার পূর্বের মত অবস্থা সৃষ্টি হয় *(মারিয়াম ১৯/৫৯)*।

আখেরী যামানায় ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে পূর্ণাঙ্গ শরী'আত নিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রেরিত হ'লেন শেষনবী রূপে *(আহযাব ৩৩/৪০)*। তিনি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করলেন *(শূরা ৪২/৭)*। ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক কারণে আরব ভূখণ্ড তখন ছিল বিশ্বকেন্দ্র। ইতিপূর্বে সকল নবী ছিলেন গোত্রীয় নবী। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রেরিত হ'লেন বিশ্বনবী হিসাবে *(সাবা ৩৪/২৮; আ'রাফ ৭/১৫৮)*। অতি অল্প সময়ে তাঁর দাওয়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। শিরক অধ্যুষিত পৃথিবী তাওহীদের আহ্বানে শিহরিত হ'ল। নিঃস্বার্থ জ্ঞানী সমাজ তাঁর দাওয়াত লুফে নিল। কিন্তু স্বার্থপররা বিরোধিতা করল। তারা তাদের মনগড়া বিধি-বিধানগুলিকেই বাপ-দাদার ধর্ম অভিহিত করে তাকেই আঁকড়ে রইল এবং রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। তাঁর সাথী ছাহাবীগণের উপরে তারা অকথ্য নির্যাতন শুরু করল। ফলে সৃষ্টি হয় ঈমান ও কুফরের দ্বন্দ্ব। অবশেষে মক্কার ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা একটি আপোষ প্রস্তাব নিয়ে এলেন। তারা বললেন, 'হে ভাতিজা! তোমার এই নতুন দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্য যদি সম্পদ উপার্জন হয়, তাহ'লে তুমি বললে আমরা তোমাকে সেরা ধনী বানিয়ে দেব। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব লাভ হয়, তাহ'লে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দেব। আর যদি আরবের বাদশাহ হ'তে চাও, তাহ'লে আমরা তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেব'। তারা আরও বললেন, 'এসো আমরা ইবাদত করি যার তুমি ইবাদত কর এবং তুমি ইবাদত কর যাকে আমরা ইবাদত করি। আমরা এবং তুমি পরস্পরে সকল কাজে শরীক হই'। তখন জিব্রীল সূরা কাফেরূন নিয়ে আগমন করেন এবং তারা নিরাশ হয়ে যায় *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৬৫-৬৬ পৃ.)*। যেখানে আল্লাহ বলেন, (১) তুমি বল! হে অবিশ্বাসীগণ! (২) আমি ইবাদত করিনা তোমরা যাদের ইবাদত কর (৩) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৪) আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যাদের ইবাদত কর (৫) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন' *(কাফেরূন ১০৯/১-৬)*। এর অর্থ 'তোমাদের কর্মফল তোমাদের এবং আমার কর্মফল আমার' *(কুরতুবী)*। অথবা 'তোমাদের জন্য তোমাদের শিরক এবং আমার জন্য আমার তাওহীদ' *(তানতাভী)*। প্রথম ৫টি আয়াতে মুশরিক সম্প্রদায়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করিনা। অতঃপর শেষ আয়াতে শিরকের সাথে পরিষ্কারভাবে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'কুরআনে এই সূরাটির চাইতে ইবলীসের জন্য অধিক ক্রোধ উদ্দীপক সূরা আর নেই। কেননা এটি শিরক মুক্তির সূরা' *(কুরতুবী)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সূরা কাফেরূন কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান' *(ছহীহাহ হা/৫৮৬)*।

বস্তুতঃ কুফর ও শিরক কোন দ্বীন নয়, বরং ধর্মের নামে প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস মাত্র। আল্লাহ বলেন, তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং যা তাদের মনে আসে তাই করে। অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের হেদায়াত এসে গেছে *(নজম ৫৩/২৩)*। তিনি স্বীয় নবীকে বলেন, তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে? *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*।

*[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]*

সূচীপত্র



# ইসলামে বাক স্বাধীনতা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

(৫) ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) খুওয়াইলাহ (খাওলা) বিনতে ছা'লাবাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র কসম! আমার ও (আমার স্বামী) আউস বিন ছামেতের ব্যাপারে আল্লাহ সূরা মুজাদালাহ্র প্রথম দিকের আয়াতগুলি নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, আমার অতি বৃদ্ধ স্বামী আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ও ক্রোধবশে বলেন, 'তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত'। একথা বলে তিনি বাইরে চলে যান। পরে আমার নিকট ফিরে এলে আমি তাকে বললাম, যার হাতে খুওয়াইলার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি তুমি আমার নিকট আসবেনা, যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের ব্যাপারে কোন নির্দেশ প্রদান করেন। ...অতঃপর আমি প্রতিবেশী এক মহিলার কাছ থেকে বড় চাদর ধার করে নিয়ে পরিধান করি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করি। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, -يَا خُوَيْلَةُ، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَاتَّقِي اللهَ فِيهِ 'হে খুওয়াইলাহ! তোমার চাচাতো ভাই অতি বৃদ্ধ। তার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর'। কিন্তু আমি কুরআন নাযিল না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগ করতেই থাকি। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেহুঁশের মত হয়ে গেলেন, যেমনটি অহি নাযিলের সময় হয়ে থাকে। অতঃপর সেটি কেটে গেল। তখন তিনি বললেন, يَا خُوَيْلَةُ، قَدْ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ، 'হে খুওয়াইলাহ! তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন'। অতঃপর তিনি আমার নিকট মুজাদালাহ ১ থেকে ৪ আয়াত পর্যন্ত চারটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, حَتَّى نَزَلَ فِيَّ الْقُرْآنُ، 'যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ব্যাপারে কুরআন নাযিল করেন' *(আহমাদ হা/২৭৩৬০ সনদ যঈফ)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) মহিলাকে বলেন,يَا خُوَيْلَةُ مَا أُمِرْنَا فِى أَمْرِكِ بِشَيْءٍ، 'হে খুওয়াইলাহ! তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু আদেশ করা হয়নি'। কিছুক্ষণ পর অহি নাযিল হ'ল। তখন তিনি তাকে বলেন, يَا خُوَيْلَةُ أَبْشِرِي، 'হে খুওয়াইলাহ! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর! অতঃপর তিনি তাকে সূরা মুজাদালাহ ২-৪ আয়াত ৩টি শুনিয়ে দিলেন।[২] অতঃপর বললেন, তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও এবং যিহারের কাফফারা আদায় কর।[৩]

আবুল আলিয়াহ্র বর্ণনায় এসেছে, তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন (ضَرِيرَ الْبَصَرِ) এবং ফকীর ও বদস্বভাবের মানুষ। তিনি উক্ত কথা বলেন। কিন্তু তালাকের এরাদা করেননি (وَلَمْ يُرِدِ الطَّلاَقَ)। রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, مَا أَعْلَمُ إِلاَّ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ، 'তোমার ব্যাপারে আমি এটা ব্যতীত জানিনা যে, তুমি তার উপরে হারাম হয়ে গেছ'। তখন খাওলা বলল, أَشْتَكِي إِلَى اللهِ مَا نَزَلَ بِي وَبِصِبْيَتِي- 'আমি আল্লাহ্র নিকটে অভিযোগ পেশ করছি; দেখি তিনি কি নাযিল করেন আমার ব্যাপারে ও আমার সন্তানদের ব্যাপারে'। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তাতে আয়েশা তাকে সরিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে অহি নাযিল হ'ল। তখন তিনি আয়েশাকে বললেন, মহিলাটি কোথায়? তাকে ডাক। অতঃপর আয়েশা তাকে ডেকে আনেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি যাও তোমার স্বামীকে ডেকে আন। তখন মহিলাটি দ্রুত চলে গেল এবং স্বামীকে নিয়ে এল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট সূরা মুজাদালাহ্র আয়াত ৪টি শুনিয়ে দিলেন।[৪]

উক্ত স্বামীর নাম আওস বিন ছামেত আনছারী। যিনি উবাদাহ বিন ছামেত আনছারী (রাঃ)-এর ভাই ছিলেন *(আল-ইছাবাহ ১/১৫৬)*।

সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলেন, জাহেলী যুগে যিহার ও ঈলাকে তালাক হিসাবে গণ্য করা হ'ত। অতঃপর ইসলামী যুগে ঈলার মেয়াদ চার মাস নির্ধারণ করা হয় এবং যিহারের জন্য কাফফারা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয় *(ইবনু কাছীর)*। 'ঈলা' অর্থ কসম করা। জাহেলী আরবের লোকেরা স্ত্রী নির্যাতনের জন্য কসম করে বলত যে, তার সঙ্গে মিলিত হবেনা। এভাবে তারা এক বছর বা দু'বছর পার করে দিত। তখন তার মেয়াদ চার মাসে সীমিত করে সূরা বাক্বারাহ ২২৬ আয়াত নাযিল হয় *(কুরতুবী)*। অমনিভাবে তারা যদি স্ত্রীকে বলত, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত' তাহ'লে তার উপর স্ত্রী তালাক হয়ে যেত। 'যিহার' অর্থ পিঠ *(ঐ)*।

খাওলা বিনতে ছা'লাবাহ্র ঘটনাটি ছিল ইসলামী যুগে যিহারের প্রথম ঘটনা। যে প্রেক্ষিতে কাফফারার বিধান সহ সূরা মুজাদালাহ ২-৪ তিনটি আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা

---

১. *আবুদাঊদ হা/২২১৪ সনদ হাসান; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪২৭৯, হাদীছ ছহীহ; ইবনু কাছীর ৮/৩৮।*

২. *বায়হাক্বী হা/১৫৬৩৯, ৭/৩৮২ 'যিহারের আয়াত নাযিলের কারণ' অনুচ্ছেদ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মুজাদালাহ ২ আয়াত। তিনি এর সনদকে উত্তম ও শক্তিশালী বলেছেন; ইবনু জারীর ২৩/২২১। উক্ত মহিলার নাম বিভিন্নভাবে এসেছে। যেমন, খাওলা বিনতে ছা'লাবাহ, খাওলা বিনতে মালেক বিন ছা'লাবাহ, খুওয়াইলাহ বিনতে ছা'লাবাহ, খাওলাহ বিনতে দুলাইজ (বায়হাক্বী হা/১৫৬৫০ মুরসাল), জামীলাহ। তবে খাওলা বিনতে ছা'লাবাহ নামটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ (ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তী'আব ৫৯১ পৃ.; তাফসীর ইবনে কাছীর)।*

৩. *ইবনু কাছীর ৮/৩৮, ক্বাসেমী ৯/১৬৪, এটি গরীব সনদে উত্তম ও শক্তিশালী (وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ، وَسِيَاقٌ غَرِيبٌ); ইবনু জারীর, তাফসীর ত্বাবারী ২৩/২২১।*

৪. *বায়হাক্বী হা/১৫৬৫০, ৭/৩৮৪-৮৫ বায়হাক্বী বলেন, এর সনদ মুরসাল। তবে শাওয়াহেদ আছে; তাফসীর ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর।*



www.at-tahreek.com

হয় যে, যিহার করা মহাপাপ। কিন্তু এর ফলে স্ত্রী কখনো মা হয়ে যায়না।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, উক্ত মহিলা তার অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে। অথচ প্রার্থনা করে বলেছেন, –أَشْتَكِي إِلَى اللهِ مَا نَزَلَ بِي وَبِصِبْيَتِي ‘আমি আল্লাহ্র নিকটে অভিযোগ পেশ করছি; দেখি তিনি কি নাযিল করেন আমার ও আমার সন্তানদের ব্যাপারে’। এই প্রার্থনা তিনি ঘরে বসেও করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এসেছেন আল্লাহ্র রাসূলের নিকট। কারণ তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ জবাব পাঠাবেন এবং তাঁর মাধ্যমেই বিধান বাস্তবায়িত হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে ইমারত ও বায়‘আতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গঠনের প্রতি। যেখানে আমীর আল্লাহ্র বিধান মতে সিদ্ধান্ত দিবেন। তিনি শাসন ক্ষমতার মালিক হ’লে সরাসরি বিধান বাস্তবায়ন করবেন। আর সাংগঠনিক ক্ষমতার মালিক হ’লে আল্লাহ্র বিধান মতে উপদেশ দিবেন ও অন্যায় থেকে তওবা করার আহ্বান জানাবেন।

ইসলামী যুগে শাসকের সাথে শাসিতদের সম্পর্ক কেমন সহজ ও খোলামেলা ছিল, খাওলা বিনতে ছা‘লাবাহ্র উক্ত ঘটনা তার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যেমন একবার ওমর (রাঃ) দলবল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ঐ মহিলা রাস্তায় তাঁকে দাঁড়াতে বললে তিনি দাঁড়ালেন ও তার নিকটে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর যতক্ষণ না মহিলা তার কথা শেষ করলেন ও ফিরে গেলেন, ততক্ষণ ওমর তার সাথে কথা বললেন। এসময় একজন সাথী খলীফাকে বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি কুরায়েশের সম্মানী লোকদের এই বৃদ্ধার জন্য আটকে রাখলেন? জবাবে খলীফা বললেন, وَيْحَكَ! وَتَدْرِي مَنْ هَذِهِ؟ ‘তোমার ধ্বংস হৌক! তুমি কি জানো এই মহিলা কে?’ লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন, هَذِهِ امْرَأَةٌ سَمِعَ اللهُ شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، هَذِهِ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَاللهِ لَوْ لَمْ تَنْصَرِفْ عَنِّي إِلَى اللَّيْلِ مَا انْصَرَفْتُ عَنْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا إِلَى أَنْ تَحْضُرَ صَلاَةٌ فَأُصَلِّيَهَا ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا– ‘ইনি হ’লেন সেই মহিলা, সাত আসমানের উপর থেকে যার অভিযোগ আল্লাহ শ্রবণ করেছিলেন। ইনি হ’লেন খাওলা বিনতে ছা‘লাবাহ। আল্লাহ্র কসম! যদি তিনি কথা শেষ না হওয়ার জন্য রাত্রি পর্যন্ত ফিরে না যেতেন, তথাপি আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, কেবল ছালাতের জন্য ব্যতীত। আবার তার কাছে ফিরে আসতাম। যতক্ষণ না তার প্রয়োজন শেষ হ’ত’ *(আল-ইস্তী‘আব, কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(৬) ৯ম হিজরীতে প্রতিনিধি দল সমূহের আগমনের বছরে বনু তামীম প্রতিনিধি দল মুহাররম মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে। তারা এসে يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، اُخْرُجْ إِلَيْنَا– ‘হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! বেরিয়ে এসো’ বলে চিৎকার দিতে থাকে। এ সময় রাসূল (ছাঃ) দুপুরে খেয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে সূরা হুজুরাত ৪-৫ আয়াত দু’টি নাযিল হয়।[৫]

অতঃপর তাদের নেতা হিসাবে কাকে নির্বাচন করা হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলে আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে প্রস্তাব দিলেন ক্বা‘ক্বা‘ বিন মা‘বাদকে নেতা করা হৌক। কিন্তু ওমর (রাঃ) প্রস্তাব দিলেন আক্বরা‘ বিন হাবেসকে নেতা করা হৌক। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, مَا أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَفِي، ‘তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চাও’। জবাবে ওমর (রাঃ) বললেন, مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ، ‘আমি আপনার বিরোধিতা করতে চাই না’। এভাবে তাদের মধ্যে বিতর্ক হয়। যাতে তাদের কণ্ঠস্বর কিছুটা উঁচু হয়ে যায়। তখন ১-৩ আয়াত নাযিল হয়।[৬] এরপর থেকে তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে কথা বলতেন এমন নিম্নস্বরে যে, তা বুঝতে কষ্ট হ’ত।[৭]

(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক বেদুঈন সেখানে প্রবেশ করল। অতঃপর ছালাত আদায় করল এবং ছালাতে দাঁড়িয়ে দো‘আ করতে লাগল, اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا– ‘হে আল্লাহ! আমার ও মুহাম্মাদের প্রতি দয়া করো এবং আমাদের মধ্যে আর কারু প্রতি দয়া করো না’। সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا– ‘তুমি একটি প্রশস্ত বিষয়কে সংকুচিত করলে অর্থাৎ আল্লাহ্র সীমাহীন অনুগ্রহকে তুমি সংকীর্ণ করলে’ *(বুখারী হা/৬০১০)*।

কিছুক্ষণ পর লোকটি মসজিদেই পেশাব করতে শুরু করল। ফলে সবাই তাকে বাধা দিতে ছুটে গেলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন তোমরা ওখানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। এরপর বললেন, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে সহজ করার জন্য, কঠিন করার জন্য নয় *(তিরমিযী হা/১৪৭)*।

(৮) আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদল ইহূদী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বলল, ‘আস-সামু আলায়কা’ (তোমার মৃত্যু হোক)। রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَعَلَيْكُمْ ‘তোমাদেরও’। (আয়েশা বলেন) আমি বললাম, السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ– ‘তোমাদের উপর মৃত্যু, আল্লাহ্র লা‘নত ও গযব আপতিত হোক’। তখন রাসূল

*৫. কুরতুবী, তাফসীর সূরা হুজুরাত ৪ আয়াত; ইবনু হিশাম ১/৫৬২, ৫৬৭ পৃ.।*
*৬. বুখারী হা/৪৩৬৭ রাবী আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)।*
*৭. বুখারী হা/৪৮৪৫; তিরমিযী হা/৩২৬৬; তুহফা।*

مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ (ছাঃ) বললেন, وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ– ‘থাম, হে আয়েশা! তোমার দায়িত্ব হ’ল সদাচরণ করা। তুমি কঠোর ও অশ্লীল ভাষা হ’তে বিরত থাক। আয়েশা বললেন, আপনি কি শোনেননি ওরা কি বলেছে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি শোননি আমি তাদের জওয়াবে কি বলেছি? তাদের সম্পর্কে আমার দো‘আ কবুল হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের দো‘আ কবুল হবে না’।[৮]

(৯) একবার এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাকে বলেন, هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّى لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ– ‘স্থির হও! আমি কোন বাদশাহ নই। আমি একজন কুরায়েশ মহিলার সন্তান মাত্র। যিনি শুকনা গোশত ভক্ষণ করতেন’।[৯] উল্লেখ্য যে, আরবের গরীব লোকেরা শুকনা গোশত খেতেন। এ ঘটনায় বাস্তব জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ও নিরহংকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তিনি বলতেন, لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ– ‘তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা। যেমন বাড়াবাড়ি করেছিল নাছারারা মারিয়াম তনয় ঈসা-র ব্যাপারে। আমি আল্লাহ্র বান্দা মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে বলবে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল’।[১০]

(১০) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মুক্তদাসী বারীরাহ তার ক্রীতদাস স্বামী মুগীছ থেকে পৃথক হ’তে চায়। কিন্তু মুগীছ তাকে ছাড়তে চায়না। বারীরাকে পাওয়ার জন্য সে মদীনার অলিতে-গলিতে যাকে পায় তাকে ধরে কাঁদতে থাকে। তার এই দুঃখে ব্যথিত হয়ে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, لَوْ رَاجَعْتِه، যদি সে তার স্বামীকে ফিরিয়ে নিত! বারীরাহ একথা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِى؟ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন?’ তিনি বললেন, না। إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ، ‘আমি কেবল সুফারিশ করছি মাত্র’। জবাবে বারীরাহ বলল, لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ، তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই’।[১১]

উপরের ঘটনাগুলিতে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে ছাহাবীদের, মহিলাদের এমনকি ইহূদীদের বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা কেমন ছিল, তার নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের এরূপ অসংখ্য ঘটনা হাদীছে ও আছারে লিপিবদ্ধ আছে।

## খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বাক স্বাধীনতা

### ক. আবুবকর (রাঃ)-এর যুগে :

(১) খেলাফতে আসীন হওয়ার পর তিনি যে ভাষণ দেন, সেখানে তিনি বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، لاَ يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ خَذَلَهُمُ اللهُ بِالذُّلِّ وَلاَ تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلاَّ عَمَّهُمُ اللهُ بِالْبَلاَءِ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، قُومُوا إِلَى صَلاَتِكُمْ، يَرْحَمُكُمُ اللهُ–

‘হে লোক সকল! আমি তোমাদের উপরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। অথচ আমি তোমাদের চাইতে উত্তম নই। এক্ষণে যদি আমি কোন ভাল কাজ করি, তাহ’লে তোমরা আমাকে সাহায্য করো। আর যদি আমি ভুল করি, তাহ’লে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো। সত্য হ’ল আমানত, আর মিথ্যা হ’ল খেয়ানত। তোমাদের মধ্যেকার দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল, যতক্ষণ না আমি তার হক আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাকে ফিরিয়ে দেই। আর তোমাদের মধ্যেকার সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার নিকট হ’তে আল্লাহ্র ইচ্ছায় দুর্বলের হক আদায় করে দেই। আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যে সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটে, আল্লাহ তাদের উপর মহামারি ব্যাপক করে দেন। তোমরা আমার আনুগত্য কর, যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। আর যখন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করব, তখন আমার প্রতি তোমাদের কোন আনুগত্য নেই। তোমরা ছালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও, আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন!’[১২] উক্ত ভাষণে নাগরিকদের বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

### খ. ওমর (রাঃ)-এর যুগে :

(১) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলেন, وَأَعِينُونِى عَلَى نَفْسِى بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَإِحْضَارِ النَّصِيحَةِ فِيمَا وَلاَّنِى اللهُ مِنْ أُمُورِكُمْ–

*৮. বুখারী হা/৬৪০১; মুসলিম হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৪৬৩৮।*
*৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৩১২ রাবী আবু মাসঊদ (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৮৭৬।*
*১০. বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।*
*১১. বুখারী হা/৫২৮৩; মিশকাত হা/৩১৯৯ রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।*
*১২. সীরাতু ইবনে হিশাম ২/৬৬১; ইবনু কুতায়বাহ দীনাওয়ারী, উয়ূনুল আখবার ২২২ পৃ.; ইবনুল আছীর, আল-কামেল ফিত-তারীখ ১/৩৬১, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/২৪৮ ও ৬/৩০১ পৃ., সনদ ছহীহ।*

‘তোমরা আমাকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে সাহায্য করো। তোমাদের যে বিষয়ের উপর আল্লাহ আমাকে দায়িত্বশীল করেছেন, সে বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিয়ো’। তিনি প্রজাদের উদ্দেশ্যে বলেন, أَيَّتُهَا الرَّعِيَّةُ! إِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقًّا، اَلنَّصِيْحَةَ بِالْغَيْبِ، وَالْمُعَاوَنَةَ عَلَى الْخَيْرِ– ‘হে প্রজাগণ! নিশ্চয়ই আমাদের জন্য তোমাদের হক হ’ল দূর থেকে থেকে উপদেশ দেওয়া এবং কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করা’ (*তারীখে ত্বাবারী ৪/২২৪*)।

(২) একদা তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহকে বলেন,

كَيْفَ تَرَانِي يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: أَرَاكَ وَاللهِ كَمَا أُحِبُّ...أَرَاكَ قَوِيًّا عَلَى جَمْعِ الْمَالِ، عَادِلاً فِي قِسْمِهِ، وَلَوْ مِلْتَ عَدَلْنَاكَ كَمَا يَعْدِلُ السَّهْمُ فِي الثِّقَافِ، فَقَالَ عُمَرُ: اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَنِي فِي قَوْمٍ إِذَا مِلْتُ عَدَلُوْنِي–

‘হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে কেমন মনে কর? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম আমি আপনাকে তেমনটি মনে করি যেমনটি আমি চাই। ...আমি আপনাকে শক্তিশালী মনে করি মাল জমা করার ব্যাপারে এবং ন্যায়পরায়ণ মনে করি সেটির বণ্টনের ব্যাপারে। যদি আপনি অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েন, তাহ’লে আমরা আপনাকে সোজা করে দিব, যেমনটি তীর নিশানার দিকে সোজা করা হয়। তখন ওমর বললেন, আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে এমন একটি জাতির উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন, যারা আমি অন্যায় করলে আমাকে সোজা করে দেয়।[১৩] উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাঃ) ছিলেন, ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তাঁর হিসাব দফতরের প্রধান পরিদর্শক’।[১৪] এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, ওমরের অনুরূপ এক প্রশ্নে জনৈক ব্যক্তি তরবারি উঁচু করে বলে যে, এই তরবারি আপনাকে সোজা করে দিবে, কথাটির কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি পাওয়া যায় না।[১৫]

(৩) একদা ওমর (রাঃ)-এর সাথে জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাত হ’লে সে ওমর (রাঃ)-কে বলল, আলী ও যায়েদ বিন ছাবেত এই ফায়ছালা দিয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, আমি ফায়ছালা দিলে অন্যভাবে দিতাম। তিনি বললেন, তাহ’লে আপনি ফায়ছালা দিচ্ছেন না কেন? অথচ শাসন ক্ষমতার মালিক আপনি! জবাবে তিনি বললেন, যদি আমি কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দিতাম, তাহ’লে সেটাই করতাম। কিন্তু বিষয়টি আমি আমার নিজের রায়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আলী ও যায়েদের রায়ও শরীক আছে।[১৬] এভাবে তিনি ইজতিহাদী বিষয়ে ছাহাবীদের স্বাধীনভাবে রায় প্রদানের নিশ্চয়তা দেন। তিনি তাদের ইজতিহাদে নিষেধ করেননি এবং কারু রায়ের উপর নিজের রায় চাপিয়ে দেননি।

(৪) ওমর (রাঃ) বলেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَنْ رَفَعَ إِلَيَّ عُيُوبِي– ‘আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে আমার ত্রুটিগুলি আমার নিকট তুলে ধরে’।[১৭]

(৫) তিনি একবার লম্বা জামা পরিধান করে খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا وَأَطِيعُوْا ‘হে জনগণ! তোমরা আমার কথা শোন ও মান্য কর’। তখন খুৎবার মধ্যে তাঁর কথা কেটে দিয়ে এক ব্যক্তি বলল, لاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ يَا عُمَرُ ‘হে ওমর! আপনার কথা শুনব না, মানবও না’। তখন ওমর ধীর-স্থিরভাবে বললেন, কেন হে আল্লাহ্র বান্দা? লোকটি বলল, আমরা প্রত্যেকে একটি করে জামা পেয়েছি। অথচ আপনার দেহে দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া। ওমর বললেন, থাম। তখন তিনি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে ডাকলেন। তিনি বললেন, আমার আব্বার জামাটিকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য আমার অংশের জামাটি তাঁকে দিয়েছি’। তখন সবাই সন্তুষ্ট হ’ল। এবার ঐ লোকটি সম্মান ও বিনয়ের সাথে বলল, اَلْآنَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ– ‘এখন শুনব ও মানব হে আমীরুল মুমিনীন!’।[১৮]

(৬) একদিন তিনি খুৎবায় বলেন, তোমরা মহিলাদের মোহর ৪০০ দিরহামের বেশী দিয়োনা, যদিও সে ইয়াযীদ বিন হুছাইনের কন্যা হয় (ইনি ছিলেন ৬১ হিজরীতে কারবালায় ইমাম হোসায়নের সাথে শাহাদত বরণকারী মর্যাদাবান ব্যক্তি)। যদি কেউ বেশী ধার্য করে, তবে অতিরিক্তটা আমি বায়তুল মালে জমা করে নেব’। তখন কুরায়েশের জনৈকা মহিলা বলে উঠল আল্লাহ বলেছেন, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ‘আর যদি তোমরা স্ত্রীদের কাউকে অধিক ধন-সম্পদ দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরৎ নিয়ো না’ (*নিসা ৪/২০*)। আল্লাহ তুমি ক্ষমা কর’। তখন ওমর (রাঃ) মিম্বরে উঠে বললেন, আমি তোমাদেরকে ৪০০ দিরহামের বেশী মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার সম্পদ থেকে অধিক পরিমাণে মোহরানা দিতে চায়, সে দিতে পারবে’।[১৯] এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, ‘তখন

---

১৩. *তারীখু দিমাশক্ব ৫৫/২৭৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৩৭২ বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। কিন্তু সনদ মুনক্বাতে'। মূসা বিন আবু ঈসা বিশ্বস্ত ও মুসলিমের রাবী, তবে তিনি ওমর (রাঃ)-কে পাননি (মুহাক্কিক সিয়ার)।*

১৪. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৩৭০।*

১৫. *ইসলাম ওয়েব.নেট, ফৎওয়া ক্রমিক : ১৭৫০৩৭।*

১৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াককেঈন ১/৭০ পৃ.।*

১৭. *ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৩/২৯৩, বর্ণনাকারীগণ ইবনু সা'দের নিকট বিশ্বস্ত; বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ ১০/৩৪৬।*

১৮. *আলী ছাল্লাবী, আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ১/১৪৭ পৃ.; ইবনু কুতায়বাহ দীনাওয়ারী, উয়ূনুল আখবার ১/২৩, ৫৫; ইবনুল জাওযী, মানাক্বিব ১/১৪০; ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৫৩৫; ইবনুল মুবার্রাদ হাম্বলী, মাহযুছ ছাওয়াব ২/৫৭৯; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াককেঈন ২/১৮০।*

১৯. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নিসা ২০ আয়াত, ২/২৪৪, সনদ উত্তম ও শক্তিশালী (إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ); হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ*

ওমর বললেন, –امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ ‘মহিলা ঠিক বলেছে ও পুরুষ ভুল বলেছে’ এই অংশটি মুনক্বাতে‘ বা ছিন্নসূত্র।[২০]

**ওছমান (রাঃ)-এর যুগে বাক স্বাধীনতা :**

(১) ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি প্রাদেশিক গবর্ণরদের নিকট ফরমান জারি করেন, যেন তারা সকল নাগরিকের কথা শুনেন ও তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। কেননা তারা আল্লাহ্র পথের দাঈ ও হেদায়াতের দিকে আহ্বানকারী। তারা কেবল মাল জমাকারী নন’। একইভাবে যাকাত ও খাজনা আদায়কারীদের নিকট তিনি ফরমান জারি করেন, তারা যেন অবশ্যই আমানত রক্ষাকারী হন এবং মানুষের কথা শোনেন ও হকদারকে তার হক যথার্থভাবে প্রদান করেন। তিনি তাদের উপর যুলুম করা হ’তে সতর্ক করে দেন। আর এ বিষয়টি তিনি প্রজাসাধারণকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেন’।[২১]

(২) যখন আরব উপদ্বীপের বাহির থেকে এসে কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকে, তখন তিনি গবর্ণরদের মদীনায় ডাকেন এবং তাদেরকে বলেন, وَيْحَكُمْ! مَا هَذِهِ الشِّكَايَةُ؟ وَمَا هَذِهِ الْاَذَاعَةُ؟ وَمَا يُعْصَبُ هَذَا إِلاَّ بِي– ‘তোমাদের ধ্বংস হৌক, কি এসব অভিযোগ? কি এসব প্রচার? আমি মনে করি এগুলি সবই আমার বিরুদ্ধে জমায়েত মাত্র।[২২] গবর্ণরগণ তাঁকে বিদ্রোহী নেতাদের ধরে এনে হত্যা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি বলেন, فَالرِّفْقُ اَوْلَى وَالْمَغْفِرَةُ اَفْضَلُ ‘নম্রতা উত্তম এবং ক্ষমা করা শ্রেয়’। অতঃপর উক্ত মর্মে তিনি গবর্ণরদের প্রতি নির্দেশ দেন।[২৩]

**বিদ্রোহীদের সাথে সংলাপ :** ওছমান (রাঃ) বিদ্রোহী সাবাঈদের সন্দেহ দূরীকরণার্থে তাদের রাজধানীতে ডাকেন। ছাহাবায়ে কেরাম ও সাধারণ মুছল্লীদের উপস্থিতিতে এই বৈঠকটি মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হয়। তখন সাবাঈরা তাদের ধারণা অনুযায়ী ওছমান (রাঃ)-এর ভুলগুলি বলতে থাকে। তারপর ওছমান (রাঃ) দাঁড়িয়ে তাদের বদ্ধমূল ধারণাগুলির দলীল ভিত্তিক জবাব দেন এবং তারা তা স্বীকার করে নেয়।[২৪]

**ছাহাবীগণকে রক্তপাতে নিষেধাজ্ঞা :** বিদ্রোহীদের ঘেরাও করা সত্ত্বেও ওছমান (রাঃ)-এর শিথিলতার সুযোগে যখন তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও পর্যন্ত তিনি ছাহাবীগণকে রক্তপাতে নিষেধ করছিলেন। তার কারণ ছিল-

(ক) রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী কাজ করা। যা তিনি গৃহবন্দী অবস্থায় বর্ণনা করেন। ওছমান (রাঃ)-এর গোলাম আবু সাহলাহ বলেন আমি বললাম, হে খলীফা! আমরা কি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবনা? তিনি বললেন, না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং আমি সেই অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকব।[২৫] আর রাসূল (ছাঃ)-এর সেই অঙ্গীকারটি ছিল, হে ওছমান! সম্ভবতঃ আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। যদি লোকেরা তোমার নিকট থেকে তা খুলে নিতে চায়, তবে সেটি তুমি খুলে দিয়োনা’।[২৬] আরেকটি বিষয় ছিল যে, একদিন রাসূল (ছাঃ) আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) ওহোদ পাহাড়ে ওঠেন। ফলে পাহাড়টি কাঁপতে থাকে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে পদাঘাত করেন ও বলেন, স্থির হও হে ওহোদ! তোমার উপর আছেন একজন নবী, একজন ছিদ্দীক ও দু’জন শহীদ।[২৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, গৃহে অবরুদ্ধ থাকাকালে তিনি লোকদের বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক কা‘বার রবের কসম! আমি সেই শহীদ’ কথাটি তিনি ৩ বার বলেন।[২৮]

(খ) তিনি বলেন, فَلَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ خَلَفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أُمَّتِهِ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، ‘সুতরাং আমি রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে ওয়াদা খেলাফকারী হয়ে প্রথম রক্তপাতকারী হ’তে চাইনা’।[২৯] উপরের ঘটনাটিতে ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাক স্বাধীনতার উদাহরণ, বিরোধীদের সাথে সংলাপ, প্রজাসাধারণের হক প্রদান ও সত্য ও ন্যায়ের উপর দৃঢ় থাকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

**আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাক স্বাধীনতা :** আমীরুল মুমিনীন চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর বিখ্যাত কিছু উক্তি আছে, যেগুলিতে বাক স্বাধীনতায় তাঁর শ্রদ্ধাশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন, بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ –الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ ‘আল্লাহ্র বান্দাদের সাথে বিদ্বেষ করা পরকালের পাথেয় হিসাবে কতইনা নিকৃষ্ট’।[৩০] তাঁর এ উক্তি

---

৪/৫২১, হা/৭৫০২; বায়হাক্বী হা/১৪৭২৪, ৭/২৩৩ সনদ মুরসাল জাইয়েদ।

২০. মুহাক্কিক তাফসীর ইবনু কাছীর, নিসা ২০ আয়াত ২/২৪৪।

২১. ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আছ-ছাল্লাবী (বেনগাযী, লিবিয়া ১৯৬৩ খৃ.-বর্তমান), আল-হুর্রিইয়াত মিনাল কুরআনিল কারীম ৯৫ পৃ.; গৃহীত : ড. সালেম ভানসাভী, হুর্রিইয়াতুর রায় ৬৪ পৃ.।

২২. ইবনুল আছীর, আল-কামেল ফিত-তারীখ ২/৯; তারীখ ইবনে খালদূন ২/১৪৪; তারীখে ত্বাবারী ২/৬৪৮; আহমাদ যাকী ছাফওয়াত, জামহারাতু খুত্বাবিল আরব ১/২৭১; আলী ছাল্লাবী, সীরাতে ওছমান বিন আফফান (রাঃ) ১/৪৬৮।

২৩. ড. মুনীর মুহাম্মাদ গাযবান, আমর ইবনুল ‘আছ আমীরুল মুজাহিদ ৪৪৭ পৃ.; গৃহীত : ছাল্লাবী, আল-হুর্রিইয়াত ৯৬ পৃ.; সীরাতে ওছমান বিন আফফান ১/৪৬৮।

২৪. ইবনুল ‘আরাবী, আল-‘আওয়াছেম মিনাল ক্বাওয়াছেম ৬১-১১১; তারীখু ত্বাবারী ৫/৩৫৫-৫৬; খালেদী, খোলাফায়ে রাশেদীন ১৫৮; আহমাদ রাতেব উরমূশ, আল-ফিৎনা ১০-১৪ পৃ.; আলী ছাল্লাবী, সীরাতু ওছমান বিন আফফান (রাঃ) ১/৪৭৫ পৃ.।

২৫. তিরমিযী হা/৩৭১১; হাকেম হা/৪৫৪৩; ইবনু মাজাহ হা/১১৩; মিশকাত হা/৬০৭০, ৬০৭২।

২৬. তিরমিযী হা/৩৭০৫; ইবনু মাজাহ হা/১১১; মিশকাত হা/৬০৬৮।

২৭. বুখারী হা/৩৬৭৫; মিশকাত হা/৬০৭৪ রাবী আনাস (রাঃ)।

২৮. তিরমিযী হা/৩৭০৩; নাসাঈ হা/৩৬০৮; মিশকাত হা/৬০৬৭ রাবী মুর্রাহ বিন কা‘ব (রাঃ); ইরওয়া হা/১৫৯৪।

২৯. আহমাদ হা/৪৮১, মুনক্বাতে‘ হওয়ার কারণে যঈফ; হায়ছামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ৩/২৭০, বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের মুগীরা বিন শো‘বা (রাঃ) থেকে শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

৩০. তারীখু দিমাশক্ব ৪৮/৪২২; ইবনু হামদূন, তাযকিরাতুল হামদূনিইয়াহ ৩/৩৩২; ছাল্লাবী, আলী বিন আবু তালেব ১/৩৬৭।

থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সাথে শত্রুতা করা ছিল তার নিকট অতীব অপসন্দনীয়।

তিনি বলতেন, لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ– ‘ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন বিষয়ে ফায়ছালা করা ন্যায়সঙ্গত নয়’।[৩১]

এমনকি ছিফফীন যুদ্ধের পর বিদ্রোহী খারেজীদের কাউকে তিনি তার খেলাফত ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলপ্রয়োগ করেননি। বরং তিনি তাঁর কর্মচারীদেরকে তাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। যতক্ষণ না তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে কিংবা সীমালংঘন করে।[৩২] আলী (রাঃ) খারেজীদের জেলখানায় বন্দী করেননি, তাদের পিছনে গোয়েন্দা লাগাননি, তাদের স্বাধীনতা সংকুচিত করেননি, তাদের সাথে লড়াই করেননি, যতক্ষণ না তারা রাহাযানী করেছে ও অন্যায়ভাবে রক্তপাত করেছে।[৩৩]

**ফরমান জারি ও অছিয়তের মাধ্যমে বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা :** খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ফরমান জারি ও অছিয়তের মাধ্যমে বাক স্বাধীনতা রক্ষার অনেক নযীর পাওয়া যায়।

(১) আবুবকর (রাঃ) উসামা বিন যায়েদ ও তার সেনাবহিনীকে শামে রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণকালে বলেন, উপাসনার স্থান সমূহে যারা তাদের ধর্মীয় নিদর্শনগুলিকে পরিচর্যা করে, তাদের ক্ষতিসাধন করবে না। তিনি বলেন, সত্বর তোমরা এমন সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, যারা তাদের গীর্জাগুলিকে পরিত্যাগ করবে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিবে।[৩৪]

(২) ওমর (রাঃ)-এর সময়ে ইহূদী-নাছারাদের ধর্মীয় ও বাক স্বাধীনতা রক্ষার প্রমাণ রয়েছে তাঁর বিখ্যাত উক্তির মধ্যে। যেখানে তিনি বলেন, وَإِنَّمَا أَعْطَيْنَاهُمُ الْعَهْدَ عَلَى أَنْ نُخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَنَائِسِهِمْ يَقُوْلُوْنَ فِيْهَا مَا بَدَا لَهُمْ، وَأَنْ لاَ نَحْمِلَهُمْ مَا لاَ يُطِيْقُوْنَ، ‘আমরা তাদের গীর্জাসমূহে তাদের পসন্দমত আলোচনার স্বাধীনতা দিয়েছি। তাদের সাধ্যের বাইরে কিছুই আমরা তাদের উপর চাপিয়ে দেব না।[৩৫]

(৩) ওছমান (রাঃ) তার খাজনা আদায়কারী কর্মচারীদের বলেন, তোমরা তাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা পূর্ণ কর। আর তোমরা ইয়াতীম ও যিম্মীদের উপর যুলুম করোনা। কেননা আল্লাহ তাদের সাথে বিতর্ক করবেন, যারা যুলুম করে।[৩৬]

(৪) আলী (রাঃ) খেলাফতকালে মিসরের তৎকালীন গবর্ণর মালেক বিন আশতার নাখাঈ যখন তাঁর কাছে আসেন, তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি যিম্মীদের সাথে খেয়ানত করোনা। চুক্তিবদ্ধদের সাথে সীমালংঘন করোনা। কেননা অজ্ঞ ও দুর্ভাগারাই কেবল আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। আর আল্লাহ এই অঙ্গীকারকে তার বান্দাদের মধ্যে দেখতে চান।[৩৭]

(ক্রমশঃ)

---

৩১. *যামাখশারী, রবীউল আবরার ১/২৬৯; ছাল্লাবী, আলী ইবনে আবু তালেব ২২৯ পৃ.।*

৩২. *ছাল্লাবী, আলী বিন আবু তালেব ১/৩৬৯, ২/৩৪৪ পৃ.; তারীখু ত্বাবারী ৫/৬৮৮, মুনকাতে‘ সনদে, তবে উক্ত মর্মে আছার বিদ্যমান; ইরওয়া ৮/১৬৭; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১৫/৩২৬, ৩৯০৮৫; শাফেঈ, আল-উম্ম ৪/১৩৬; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৭৭৭১।*

৩৩. *ছাল্লাবী, আলী ইবনু আবি তালেব ৫৩৮ পৃ.; ড. মাহমূদ ইসমাঈল আম্মার, হুকূকুল ইনসান ৩১৪ পৃ.।*

৩৪. *ছাল্লাবী, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) ১৭২ পৃ.।*

৩৫. *হামাদ মুহাম্মাদ আছ-ছামাদ, নিযামুল হুকম ফী ‘আহদিল খুলাফাইর রাশেদীন ১৭৭ পৃ.।*

৩৬. *প্রাগুক্ত, ১৭৮ পৃ.।*

৩৭. *প্রাগুক্ত, ১৭৮ পৃ.।*


# ইয়াতীমখানার ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

**সম্মানিত দ্বীনী ভাই!** আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে লালিত-পালিত ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা ‘ইয়াতীমখানা ভবন’-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত কাজের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানানো যাচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

**অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর**

(১) পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা

(২) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড, হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

(৩) বিকাশ নং- ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯। (৪) ডাচ বাংলা রকেট নং- ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

**সার্বিক যোগাযোগ : ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪।**

# আহলেহাদীছ মসজিদে হামলা : ইসলামী লেবাসে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন

-*ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন**

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলামে কোন উগ্রতা ও চরমপন্থার স্থান নেই। ইসলাম মধ্যপন্থী এক অনন্য সহনশীল ধর্ম। ইসলামের মনোমুগ্ধকর সৌহার্দপূর্ণ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই বিগত দিনে লোকেরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল। ছালাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যে ইবাদত পারস্পরিক সম্প্রীতির এক যুগান্তকারী মাধ্যম। সম্পদশালী, সম্পদহীন, নেতা-কর্মী, রাজনীতিক ও সাধারণ ব্যক্তি সকলকে এক কাতারে দাঁড় করানোর মাধ্যমে নফসের ফখরকে চূর্ণ করে দেয়ার এক অতুল্য নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচী। যে ইবাদতের হিসাব হবে সর্বাগ্রে এবং এর উপর ভিত্তি করেই আখেরাত যিন্দেগীর পরবর্তী ধাপ সমূহ সহজ অথবা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে *(ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*। আর এই শ্রেষ্ঠ ইবাদতের শ্রেষ্ঠতম স্থান হচ্ছে মসজিদ। মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে বিস্তর নেকী। জান্নাতে গৃহ নির্মাণের ঘোষণাও রয়েছে মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৭)*। ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মসজিদ। সেকারণ মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু অধুনা একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী, হঠকারী, আক্বীদাভ্রষ্ট লোক আল্লাহর ঘর মসজিদের উপর হামলে পড়েছে। শুধুমাত্র নিজেদের আচরিত জগাখিচুড়ী ইসলামের বিপরীতে স্বচ্ছ-শুদ্ধ আক্বীদা ধারণ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলের কারণে ঐ সব মসজিদ দখল, ভাংচুর, ভস্ম, এমনকি মসজিদের মালামাল পর্যন্ত লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাঠকদের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘটে যাওয়া এ রকম উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা উল্লেখপূর্বক মসজিদ ভাঙ্গার পরিণতি, এর ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

**১. বালিয়াডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, নাটোর :** ২০১৩ সাল। নাটোর সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা গ্রাম। সে গ্রামেরই সন্তান নূর হোসাইন (পরিবর্তিত নাম যুবায়ের), মুহাম্মাদ আল-আমীন, মুহাম্মাদ জাহিদ হোসাইন, আব্দুল বারী ও রবিন। প্রথমে জাহিদ, অতঃপর বাকী চারজন ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করেন। গ্রামের মসজিদে প্রকাশ্যে রাফঊল ইয়াদায়েন ও সরবে আমীন বলার কারণে বিদ'আতীদের গা জ্বালা শুরু হয়। এদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য শুরু করেন খোদ মসজিদের ইমাম। খুৎবায় পর্যন্ত চলে মন্দচারী। উস্কে দেওয়া হয় আম-জনতাকে। এক পর্যায়ে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয় নূর হোসাইনকে। ফলে তারা পৃথক জায়গায় টিন দিয়ে একটি মসজিদ তৈরী করে বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায় শুরু করেন। এতে বিরোধীদের বিরোধিতা আরো তীব্র আকার ধারণ করে। অতঃপর একই বছর ১৭ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭-টায় আয়োজন করা হয় এক গ্রাম্য সালিশের। স্থানীয় এক সাবেক চেয়ারম্যান সহ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিশাল সালিশ। একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সালিশকারীরা নিজেরাই। এলাকায় ফিৎনা ছড়ানো, সামাজিক ঐক্যে ফাটল ধরানো ইত্যাদি নানাবিধ জাহেলী অভিযোগ আরোপ করে তাদেরকে হুমকি-ধমকির পাশাপাশি শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করা হয়। প্রচলিত হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামায পড়তে হবে, ইমাম আবু হানীফার কথা মত চলতে হবে, এর বাইরে কোন কিছু মানা যাবে না ইত্যাদি শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয় তাদের উপর। উপায়ান্তর না পেয়ে তারা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন বাণী إذا صح الحديث فهو مذهبي 'যেটা ছহীহ হাদীছ, সেটাই আমার মাযহাব' স্মরণ করে স্বীকারোক্তি দেন যে, আমরা ইমাম আবূ হানীফার কথাই মানব। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফার নির্দেশ অনুযায়ী ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করব। অতঃপর সালিশ থেকে তাদের মুক্তি মেলে।

এভাবে ভয়-ভীতির মধ্যেই মসজিদে ছালাত চলতে থাকে। কিন্তু না, এদের হিংস্রতা ও বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। ২০১৪ সালের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার এলাকাবাসী পুনরায় বৈঠকে বসে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও মাযহাবী আলেমদের বক্তব্যে এলাকাবাসী আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে ওঠে। অতঃপর রাত ১০-টায় উত্তেজিত জনতা সেই চেয়ারম্যান ও স্থানীয় মৌলভীদের নেতৃত্বে মসজিদটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমও রক্ষা পায়নি এদের নিষ্ঠুরতার ছোবল থেকে। বিষয়টি সে সময় জানাজানি হয় ব্যাপকভাবে। স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকেও এ বিষয়ে রিপোর্ট হয় *(যুগান্তর ১২ অক্টোবর-১৪, পৃ: ১৫; লালগোলাপ, ১ম পৃ.; আত-তাহরীক নভেম্বর-২০১৪ সংখ্যা)*। অবশেষে বেগতিক অবস্থা সামাল দিতে আয়োজন করা হয় মীমাংসা বৈঠকের। নাটোর সদর উপযেলা চেয়ারম্যান জনাব রমযান আলীর সভাকক্ষে ১২ই অক্টোবর রবিবার বেলা ১১-টায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিরোধী পক্ষ এই গর্হিত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। এভাবেই সাময়িকভাবে উত্তেজনা প্রশমনের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত বৈঠকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পক্ষে লেখক নিজে উপস্থিত ছিলেন।

**২. নলকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, জামালপুর :** যমুনা নদীর তীরবর্তী যেলা জামালপুর। এই যেলার মাদারগঞ্জ থানাধীন নলকা গ্রামে স্থানীয় কিছু নতুন আহলেহাদীছ ভাইয়ের নিজস্ব উদ্যোগে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ১০.০৭.২০১৬ইং তারিখে উদ্বোধনের পর ঐ মসজিদে ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায় চলছিল বেশ ভালভাবেই। কিন্তু একশ্রেণীর পেটপূজারী পীরপন্থী আলেম এটি মেনে নিতে পারেনি শুরু থেকেই। মসজিদের মূল উদ্যোক্তা জনাব মুযযাম্মিল হককে তারা নিদারুণভাবে শারীরিক নির্যাতন

করে। ফলে জামালপুর সরকারী হাসপাতালে তিনি প্রায় সপ্তাহাধিককাল চিকিৎসাধীন ছিলেন। অতঃপর মাত্র ৯ মাসের মাথায় ১০.০৪.২০১৭ইং তারিখে দেশের একজন স্বনামধন্য পীরের কিছু প্রভাবশালী মুরীদের নেতৃত্বে তারা জোর করে মসজিদটি দখল করে নেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি আইন-আদালত পর্যন্ত গড়ায়। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর গত ০৪.০৭.২০১৯ইং তারিখে আহলেহাদীছদের পক্ষে রায় হয়। অবশ্য রায় হওয়ার আগেই মসজিদটি পুনরায় দখলে চলে আসে। বর্তমানে মসজিদটি আহলেহদীছ ভাইদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায় হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

**৩. বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম :**

দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় স্টিলমিল বাযার সংলগ্ন মুন বেকারী গলিতে জনাব আব্দুশ শাকূর কর্তৃক দানকৃত জমিতে ২০১৩ সালে বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও ২০১৭ সালে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আশপাশের সকল মসজিদই মাযহাব ও পীর পন্থীদের দ্বারা পরিচালিত। সঙ্গত কারণেই তাদের একচ্ছত্র বিদ'আতী রাজত্বে ভাটা পড়ুক সেটা তারা কখনো কামনা করেনি। যেকোন মূল্যে ছহীহ আক্বীদার এই মারকায বন্ধ করাই যেন তাদের ব্রত। একের পর এক প্রতিবন্ধকতা চলতেই থাকে। অবশেষে ১৫ই অক্টোবর'১৭ পাঠের অনুপযোগী ছিন্ন কুরআন পানিতে ফেলাকে ইস্যু করে মাযহাব, পীর ও মাযারপন্থীরা একাট্টা হয়ে আহলেহাদীছ মসজিদ দখলের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। থানায় সালিশ বসলে সেখানে আহলেহাদীছ বিরোধী প্রায় দুই তিন হাযার লোক জড়ো করা হয়। একপ্রকার থানা ঘেরাও এর মত পরিস্থিতি। থানা কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে সালিশ বৈঠক থেকেই অন্যায়ভাবে মসজিদের জমিদাতা জনাব আব্দুশ শাকূর, মসজিদ কমিটির সভাপতি ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসান ও ইমাম মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে এবং পরদিন কোর্টের মাধ্যমে তাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। এতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আহলেহাদীছ বিরোধী ব্যানার, ফ্যাস্টুন টাঙ্গানো হয়। অতঃপর ২০শে অক্টোবর জুম'আর ছালাতের পর পীর ও মাযার পন্থীদের প্রায় পাঁচ হাযার লোক আহলেহাদীছ বিরোধী বিশাল মিছিলে অবতীর্ণ হয়। এ সময় আহলেহাদীছ বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, প্ল্যাকার্ড, ফ্যাস্টুন প্রদর্শন ছাড়াও হাযার হাযার লিফলেট বিতরণ করা হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত হয়। সরাসরি কেন্দ্রের নামে রেজিঃকৃত উক্ত জমিতে তারা দখলদারী কায়েম করতে ব্যর্থ হয়। সেই সাথে কারান্তরীণ দায়িত্বশীলগণও কিছুদিন পর মুক্তি লাভ করেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ। তবে এখনো সেখানে বিদ'আতী মৌলভীদের চাপে ও প্রশাসনের পরামর্শে মাইকে আযান দেওয়া বন্ধ আছে। আল্লাহ চাইলে এই প্রতিবন্ধকতাও দ্রুত কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ।

**৪. আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, লক্ষ্মীপুর খাঁ পাড়া জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা :** যেলার জীবননগর থানাধীন লক্ষ্মীপুর খাঁ পাড়ায় নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদটি ৩রা মার্চ ২০১৭ সালে উদ্বোধনের মাত্র তিন মাস পরেই মাযহাবপন্থীরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। ঘটনাটি ঘটে ২১শে জুন ২০১৭ রোজ শুক্রবার। তখন বেলা ১২-টা ৪০মিনিট। খুৎবা শেষে জামা'আতের জন্য ইক্বামত হয়েছে। আচমকা দুই তিন শত লোকের আগমন। ছালাতের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা। অতঃপর সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই আক্রমণ। কোন বাক্যব্যয় না করে এক এক করে মসজিদের চাল, বেড়া, দরজা, জানালা, গ্রিল সবকিছু খুলে নিয়ে যেতে লাগল তারা। ইতিহাসের ঘৃণ্যতম তাণ্ডব চালিয়ে চোখের পলকেই তছনছ করে ফেলল সবকিছু। এমনকি টিউবওয়েলের মাথাটিও রেহাই পেল না এদের ভাঙ্গচুর ও লুটপাট থেকে। এই সময় তাদের বক্তব্য ছিল এরা আগে আগে নামায পড়ে, আগে ইফতার করে, জোরে আমীন বলে, নামাযের মধ্যে বারবার হাত তুলে সমাজে ফিৎনা সৃষ্টি করছে। এরা জঙ্গী। জঙ্গীরাও জোরে আমীন বলে, রাফউল ইয়াদায়েন করে। এরাও তাই করে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে জনাব আমজাদ হোসাইন নামক জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম ছহীহ আক্বীদার সন্ধান পান এবং অনেক যাচাই-বাছাইয়ের পর আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করেন। তিনি ও তার সহযোগী দু'একজন গ্রামের জামে মসজিদেই ছালাত আদায় করতেন। যখন থেকে তিনি ছহীহ হাদীছের উপর আমল শুরু করলেন তথা সরবে আমীন বলা ও রাফউল ইয়াদায়েন শুরু করলেন তখন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে কানাঘুষা শুরু হয়। বাক-বিতণ্ডা হয় একাধিকবার। তাদেরকে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত *ছালাতুর রাছূল (ছাঃ)* বই দেখালে বলে, এইসব চটি বই আমরা মানি না। তখন আমজাদ ছাহেব বলেন, 'কোন একটি ছিন্ন পৃষ্ঠায় যদি কুরআনের আয়াত লেখা থাকে তাহ'লে কি তা মানবেন না?' তারা তখন লা জওয়াব হবে যায়। পর্যায়ক্রমে পরিস্থিতি ঘোলাটে হ'তে থাকে। মসজিদের খতীব ছাহেব দেশের একজন স্বনামধন্য পীরের অনুসারী ও যেলা ওলামা পরিষদের অন্যতম দায়িত্বশীল হয়েও খুৎবায় আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে চরমভাবে বিষোদ্গার করে সাধারণ মুছল্লীদের ক্ষেপিয়ে তোলেন। ফলে একপর্যায়ে তাকে হানাফী তরীকায় ছালাত আদায় না করলে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দেয়। বাধ্য হয়ে তিনি প্রায় এক বছর বাড়ীতে ওয়াক্তিয়া ছালাত আদায় করেন এবং চার কিলোমিটার দূরবর্তী এক মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সহযোগিতায় মসজিদের জন্য উক্ত জায়গাটি খরীদ করা হয়। অতঃপর ২০১৭ সালে টিনের চাল ও টিনের বেড়া দিয়ে মসজিদটি নির্মাণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে

ছালাত আদায় শুরু করেন। কিন্তু তিন মাসের মাথায়ই এই তাণ্ডব চালায় বিরোধীরা। প্রথমদিকে প্রশাসন নমনীয় থাকলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিক চাপে তারা পুনরায় মসজিদ নির্মাণ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করে। এভাবে মসজিদ বিহীন জায়গাটি পড়ে থাকে প্রায় দুই বছর। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় যারা মসজিদ ভেঙ্গেছিল তাদেরই দু'একজন যুবকের সম্বিত ফিরে আসে। তারা তাদের পূর্বকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন এবং ক্ষমা চান। তাদের মধ্যে হকের চেতনা জাগ্রত হয়। ফলে তারা উক্ত মসজিদটি পুনরায় নির্মাণের পরামর্শ দেন। স্থানীয় পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, যিনি এক সময় মসজিদ ভাঙ্গার পক্ষে ছিলেন, তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য আমজাদ ছাহেবকে ডেকে বলে দেন। এমনকি তারা আর্থিকভাবেও সহযোগিতা করেন। অবশেষে পুনরায় মসজিদটি নির্মাণ করা হয় এবং ২০১৯ সালের ২৭শে নভেম্বর মসজিদটি পুনরায় উদ্বোধন করা হয়। ফালিল্লাহিল হামদ।

**৫. আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, সিলেট :** ২০১৮ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সিলেট শহরের কুমাড়পাড়ায় আত-তাকওয়া জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার। সিলেট শহরে আহলেহাদীছ মানহাজের এটি একটি অন্যতম মসজিদ। এই মসজিদের মাধ্যমে বিশুদ্ধ দ্বীনের দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শিরক-বিদ'আতের জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর রাজপথে ফিরে আসতে থাকে। ফলে এটি বিদ'আতীদের চক্ষুশূল হয়ে যায়। শুরু হয় মসজিদ বন্ধের আন্দোলন। স্বার্থপর মৌলভীদের সাথে বুঝে না বুঝে যোগ দেয় একশ্রেণীর রাজনীতিকও। ২০১৮ সালের মে মাসে সিলেট শহরের রাজপথ গরম করা হয় আহলেহাদীছ মসজিদ উৎখাতের আন্দোলন দিয়ে। এমনকি সুরমা নদীতে নিক্ষেপেরও হুমকি দেওয়া হয়। অবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বিশেষ রহমতে মসজিদটি বিরোধীদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পায়।

**৬. মাকতাবাতুল ফোরক্বানিয়া জামে মসজিদ, ভোলা :** ২০১৯ সালের ১১ই জুলাই ভোলা সদরের ৫ নং বাপ্তা ইউনিয়নের মাকতাবাতুল ফোরক্বানিয়া জামে মসজিদ ভাঙচুর করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় ইসলামী লেবাসদারী জাহেলিয়াতের শিখণ্ডিরা। পীরবাদে বিশ্বাসীদের এই বর্বরতা প্রত্যক্ষ করে সারা বিশ্ব। মসজিদের গায়ে আগুন। জ্বলছে সামানা। জ্বলছে আল্লাহ্র পবিত্র কালাম। দগ্ধিভূত হচ্ছে মানুষের ঈমান। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে হকপন্থীদের হৃদয়। প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে পবিত্র ধর্ম ইসলাম। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। জাহেলিয়াতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেও পীর-মুরীদির ধ্বজাধারিরা নিরাপদ। হানাফিয়াতের হিংস্রতায় বাকরুদ্ধ বিবেকবান মুসলিম। অবশেষে মহান আল্লাহ্র গায়েবী মদদে পুনরায় সেখানে মসজিদ নির্মাণ চলছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

**৭. ফাতেমা (রাঃ) জামে মসজিদ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া:** যেলার সরাইল থানাধীন হাফিযটোলা গ্রাম। সেই গ্রামের জনৈক হারিছ মিয়ার তত্ত্বাবধানে ও নিজেদের অর্থায়নে ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফাতেমা (রাঃ) জামে মসজিদ। আহলেহাদীছ মানহাজের এই মসজিদটি বিদ'আতীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার একটি প্রভাবশালী হানাফী মাদ্রাসার মুফতীদের যে কোন ফৎওয়া অন্ধের মত মেনে নেওয়ার রেওয়ায সেখানকার অধিকাংশ লোকের। এক্ষেত্রেও ব্যত্যয় ঘটেনি। সাধারণ মুছল্লীদের উত্তেজিত করে পরিবেশ ঘোলাটে করে তারা। ফলে সংখ্যাধিক্যের পূজারী নেতারাও প্রাথমিক পর্যায়ে সমর্থন দিয়ে শেষতক এড়িয়ে যান। অতঃপর উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দফতরে গত ৬ই অক্টোবর২০ তারিখে আয়োজন করা হয় আহলেহাদীছ ও হানাফীদের মধ্যে বাহাছের। আহলেহাদীছদের পক্ষে ঢাকা থেকে বেশ কয়েকজন আলেম উপস্থিত হন। অপরদিকে মাযহাবীরা পরিকল্পিতভাবে কয়েক শত লোক জড়ো করে এবং আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার মূলক কথাবার্তা বলতে থাকে। এসময় তারা বিক্ষিপ্তভাবে আহলেহাদীছ বিরোধী শ্লোগানও দিতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কৌশলে বৈঠকটি বাতিল করেন।

অতঃপর একই তারিখ দিবাগত রাত দেড়টার দিকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপযেলা চেয়ারম্যান ও উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত মসজিদের ইমাম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইনের বাসায় গিয়ে তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে পরিবারসহ কুমিল্লা যেলার নিজ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন নিরাপত্তাহীনতার আশংকায়। এসময়ে তাকে জানানো হয় যে, তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে মর্মে সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে। সেকারণ এখানে থাকা নিরাপদ নয়। অতঃপর ভোর সাড়ে চারটায় তাকে সসম্মানে তার গ্রামের বাড়ী কুমিল্লা যেলার বুড়িচং থানাধীন জগতপুরে পৌঁছে দেওয়া হয়। এতেই প্রমাণিত হয় ছহীহ হাদীছের দুশমনদের হিংস্রতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

অবশেষে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হ'লে প্রশাসন উভয় পক্ষকে নিয়ে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন এবং সাময়িক একটি মীমাংসার ব্যবস্থা করেন। আহলেহাদীছ আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু শর্তসাপেক্ষে মসজিদটি আহলেহাদীছদের দায়িত্বেই ছেড়ে দেওয়া হয়। মসজিদ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার বৃহত্তর স্বার্থে দু'একটি শর্ত ছহীহ হাদীছ বিরোধী হ'লেও মেনে নিয়ে বর্তমানে আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে মসজিদটি পরিচালিত হচ্ছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

*(ক্রমশঃ)*

**প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম**

মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

# হকের পথে বাধা : মুমিনের করণীয়

*-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হক খুঁজে পাওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি হকের উপরে টিকে থাকাও সহজ নয়। হকের উপরে টিকে থাকার জন্য কতিপয় করণীয় রয়েছে। যেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

## ১. শারঈ ইলম অর্জন করা :

শারঈ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ যথার্থ মুত্তাক্বী হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ 'বস্ত্ততঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। সুতরাং আল্লাহভীরু মানুষ কখনো হকের পথে, আল্লাহ্র পথে মানুষকে বাধা দেয় না। তেমনি নিজেও হকের উপরে অটল থাকতে সচেষ্ট হয়। প্রকৃত আলেম সম্পর্কে তাই ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, الْعَالِمُ بِالرَّحْمَنِ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، وَحَفِظَ وَصِيَّتَهُ، وَأَيْقَنَ أَنَّهُ مُلَاقِيهِ وَمُحَاسَبٌ بِعَمَلِه. 'আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করেন না, তাঁর কৃত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম গণ্য করেন। যিনি তাঁর আদেশ সমূহের হেফাযত করেন এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁর নিকটে আমলের হিসাব দান বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন'।[1]

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, الْعَالِمُ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، وَرَغِبَ فِيْمَا رَغِبَ اللهُ فِيْهِ، وَزَهِدَ فِيْمَا سَخط اللهُ فِيْهِ، ثُمَّ تَلَا الْحَسَنُ: إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ، 'আলেম তিনি যিনি না দেখে আল্লাহকে ভয় করেন। আল্লাহ যা ভালবাসেন, তিনিও তা ভালবাসেন। আল্লাহ যাতে ক্রুদ্ধ হন, তা থেকে তিনি বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি অত্র আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে'।[2]

অতএব শারঈ জ্ঞানে পারদর্শী কোন ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে তথা হকের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। এজন্য শারঈ জ্ঞান অর্জন করা যরূরী।

## ২. ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করা :

ধৈর্য-সহিষ্ণুতা মানুষকে মহৎ হ'তে শেখায়। এর মাধ্যমে হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপণে মনোযোগী হওয়া যায়। এ গুণের অধিকারী মানুষ কোন বিপদে মুষড়ে পড়ে না। সর্বদা তারা আল্লাহ্র উপরে ভরসা রাখে। কোন মানুষের দেওয়া দুঃখ-কষ্টেও তারা ভেঙ্গে পড়ে না। আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ، 'তুমি ধৈর্যধারণ কর। আর তোমার ধৈর্যধারণ হবে কেবল আল্লাহ্র সাহায্যে। তাদের উপর দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না' *(নাহল ১৬/১২৭)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا، 'আর কাফের-মুশরিকরা যেসব কথা বলে, তাতে তুমি ছবর কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিহার করে চল' *(মুয্যাম্মিল ৭৩/১০)*। অর্থাৎ মানুষের দেওয়া কোন কথায় ব্যথিত হয়ে ধৈর্যশীল মানুষ কখনো হকের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। বরং তারা মানুষের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، 'যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে সে এমন মুমিন ব্যক্তির তুলনায় অধিক ছওয়াবের অধিকারী হয়, যে জনগণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে না'।[3] অনুরূপ সহনশীল মানুষ কখনো হকের পথ থেকে বাধা দেয় না। বরং তারা হক পালনে মানুষের সহযোগী হয়।

## ৩. প্রবৃত্তির অনুসারী না হওয়া :

প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে দেয়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ، 'এ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ، 'অতঃপর যদি তারা তোমার কথায় সাড়া না দেয় তবে জানবে যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াত অগ্রাহ্য করে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

---

*১. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৬/৫৪৪ পৃঃ।*

*২. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৬/৫৪৫ পৃঃ।*

*৩. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২; ছহীহাহ হা/৯৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৫১।*

তিনি আরো বলেন, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ، ‘তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না’? *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*।

সুতরাং প্রবৃত্তির অনুসারীরা হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। ফলে তারা জাহান্নামে নিপতিত হয়। আল্লাহ বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ‘তাদের পরে এলো তাদের অপদার্থ উত্তরসূরিরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে’ *(মারিয়াম ১৯/৫৯)*।

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ، ‘মানুষের মনে ফিৎনা বা গোমরাহী এমনভাবে ঢেলে দেওয়া হয় যেমন করে খেজুরের মাদুর বা পাটি বুনতে একটা একটা করে পাতা ব্যবহার করা হয়। যে মনে ঐ ফিৎনা অনুপ্রবেশ করে তাতে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। আর যে মন তা প্রত্যাখ্যান করে তাতে একটা সাদা দাগ পড়ে। এভাবে মনগুলো দু’ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক. মসৃণ পাথরের মত সাদা মন, যাতে কোন ফিৎনা বা পাপাচার আসমান-যমীন বিদ্যমান থাকা অবধি কোনরূপ বিরূপ ক্রিয়া করতে পারবে না। দুই. কয়লার ন্যায় কালো মন, যা উপুড় করা পাত্রের মত, না সে কোন ন্যায়কে বোঝে, না অন্যায়কে স্বীকার করে। তার প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনা তাকে যেভাবে পরিচালনা করে সেভাবেই কেবল সে পরিচালিত হয়’।[৪]

মুহাম্মাদ ইবনু আবুল ওয়ার্দ বলেছেন, إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه وان أبطأ الصرعى نهضة يوم القيامة صريع الشهوة، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এমন একদিন আসবে যেদিনের ক্ষতি থেকে প্রবৃত্তির পূজারীরা রেহাই পাবে না। প্রবৃত্তির কাছে ধরাশায়ী ব্যক্তিরাই ক্বিয়ামতের দিন ভূপাতিতদের মধ্যে সবচেয়ে দেরিতে উত্থিতদের কাতারে থাকবে’।[৫]

আতা (রহঃ) বলেছেন, مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ عَقْلَهُ وَجَزْعَهُ صَبْرَهُ افْتُضِحَ، ‘প্রবৃত্তি যার বুদ্ধি-বিবেককে পরাস্ত করেছে এবং তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে, বিচার দিবসে তাকে অপদস্থ হ’তে হবে’।[৬]

আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন, إِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ‘অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশত নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা অন্যকে বিপথে চালিত করে’ *(আন‘আম ৬/১১৯)*। অর্থাৎ তারা অন্যদেরকে তাদের কুপ্রবৃত্তি দ্বারা পথভ্রষ্ট করে।

ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বীনের উপর চলতে চরিত্রের যে গুণটি সবচেয়ে বড় সহায়ক তাহ’ল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি বা নির্লোভ জীবন যাপন। আর যে দোষটি মানুষকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে টেনে নেয় তাহ’ল প্রবৃত্তির অনুসরণ। প্রবৃত্তির অনুসরণের একটি হ’ল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি। আর দুনিয়ার প্রতি আসক্তির মধ্যে রয়েছে সম্পদ ও সম্মানের প্রতি মোহ। আর সম্পদ ও সম্মানের মোহে মানুষ হারামকে হালাল করে নেয়। এভাবে যখন হারামকে হালাল করে নেওয়া হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। আর আল্লাহ্‌র ক্রোধ এমন রোগ, যার ঔষধ একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ। আল্লাহ্‌র সন্তোষ এমন ঔষধ, যে তা পেলে কোন রোগই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যে তার রবকে খুশি করতে চায় তার নিজের মনকে নাখোশ করতে হয়। কিন্তু যে নিজের মনকে নাখোশ করতে রাযী নয় সে তার রবকে খুশি করতে পারে না। কোন মানুষের উপর দ্বীনের কোন বিষয় ভারী মনে হ’লে সে যদি তা বর্জন করে তাহ’লে এমন একটা সময় আসবে যখন তার নিকট দ্বীনের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না’।[৭] সুতরাং প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহার করতে হবে। কেননা প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষ নিজে যেমন হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তেমনি সে অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে।

### ৪. পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী না হওয়া :

বাপ-দাদা বা পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করার কারণে মানুষ হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ، ‘যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপরে

---

*৪. মুসলিম হা/১৪৪, মিশকাত হা/৫৩৮০।*

*৫. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৩৯৫।*

*৬. ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৭।*

*৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫১৬৮।*

আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জ্ঞান রাখতো না এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না' *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*। তিনি আরো বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ، 'আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং রাসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে আমাদের জন্য তাই-ই যথেষ্ট, যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান রাখত না বা তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না' *(মায়েদাহ ৫/১০৪)*।

পূর্বপুরুষরা যে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সেটা ফুটে ওঠে পরকালে জাহান্নামীরা তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর কাছে যে স্বীকৃতি দিবে তার মধ্যে। তাদের বক্তব্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন, رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا، 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল' *(আহযাব ৩৩/৬৭)*।

পূর্ববর্তী বংশধরদের অন্ধ অনুসরণের কুফল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ، 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তেও ঢুকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে'।[৮]

সুতরাং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষ হক পথ থেকে দূরে সরে যায়। এজন্য পূর্বপুরুষসহ যে কোন মানুষের অন্ধ অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর হকের পথে অবিচল থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

### ৫. পরমত সহিষ্ণু হওয়া :

অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া মানুষের একটি মহৎ গুণ। অপরের গঠনমূলক পরামর্শ ও মতামত শ্রবণ করা এবং তা সাধ্যমত মেনে নেওয়া উচিত। যা মানুষকে হকের উপরে অবিচল থাকতে সাহায্য করে। গভীর ধৈর্য ও পরমতসহিষ্ণুতা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষের প্রতি মহব্বত, তাকে সাক্ষাৎ জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে আনার নিরন্তর প্রচেষ্টা তাঁকে করেছিল মহান। তিনি অলৌকিক ক্ষমতা হাতে পেয়েও তা প্রয়োগ করেননি তাঁর প্রাণঘাতি শত্রু মক্কা ও ত্বায়েফের ধুরন্ধর নেতাদের বিরুদ্ধে। পাহাড়ের নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতার আবেদনের জবাবে নির্যাতিত রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, ওদের পিষে মেরে ফেলার চাইতে بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، 'আমি বরং আশা করি আল্লাহ ওদের ঔরসে এমন সন্তান জন্ম দিবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[৯]

২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে তিনি ছাহাবীগণকে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ফলে ছাহাবীগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খাওয়ান।[১০] অথচ ঐ সময় মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল মূল্যবান খাদ্য'।[১১]

রাসূল (ছাঃ) অন্যের মতামত বা কথাকে গুরুত্ব দিতেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীছে এসেছে, আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক তরুণ যুবক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে যেনা করার অনুমতি দিন। একথা শুনে উপস্থিত লোকজন তার নিকটে এসে তাকে ধমক দিয়ে বলল, থাম! থাম! রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুব নিকটে এসে বসল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের জন্য এটা (অন্যের সাথে যেনা করা) পসন্দ করবে? সে বলল, না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! মানুষেরা এটা তাদের মায়েদের জন্য পসন্দ করবে না। তিনি বললেন, তোমার কন্যার জন্য কি তা পসন্দ করবে? সে বলল, না, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! কোন মানুষ এটা তাদের মেয়েদের জন্য পসন্দ করবে না। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য এটা পসন্দ করবে? সে বলল, না আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! কোন ব্যক্তিই এটা তাদের বোনদের জন্য পসন্দ করবে না। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমার ফুফুর জন্য কি এটা পসন্দ করবে? সে বলল, না আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! কোন পুরুষ এটা তাদের ফুফুদের জন্য পসন্দ করবে না। তিনি বললেন, তবে তোমার খালার জন্য কি এটা পসন্দ করবে? সে বলল, না আল্লাহর কসম। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! কোন মানুষ এটা তাদের খালাদের জন্য পসন্দ করবে না। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার উপর হাত রেখে দো'আ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তার গুনাহ ক্ষমা করে দাও, তার হৃদয় পবিত্র করে দাও এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাযত করো'। এরপর ঐ যুবক আর কারো (কোন মহিলার) প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি'।[১২] এভাবে রাসূল (ছাঃ) অন্যকে স্বাধীনভাবে মতামত পেশ করার সুযোগ দিতেন। আর মতামত ভুল হ'লে তিনি তা শুধরে দিতেন।

---

*৮. বুখারী হা/৩৪৫৬; মিশকাত হা/৫৩৬১।*

*৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৪৮।*

*১০. ইবনু হিশাম ১/৬৪৫।*

*১১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩/৩০৭; আবুল হাসান নদভী, সীরাতুন নবাবিয়াহ, ১/৩১৩; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬৪৫।*

*১২. আহমাদ হা/২২২৬৫; ছহীহাহ হা/৩৭০।*

ছাহাবায়ে কেরামও অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। যেমন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (১৩-২৩ হি.)-এর খিলাফতকালে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের প্রাক্কালে খ্রিষ্টান নেতারা শর্ত দিল যে, খলীফাকে রাজধানী ছেড়ে এখানে আসতে হবে। তখন খলীফা ওমর (রাঃ) হযরত ওছমান (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, এটা হীনকর শর্ত। অতএব তাদের উপর অবরোধ আরোপ করুন। যাতে তারা সন্ধিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-এর নিকট পরামর্শ নিলেন। তিনি বললেন, অবরোধে কালক্ষেপণ ও লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে। তারচেয়ে আপনার সেখানে যাওয়াটাই উত্তম হবে। খলীফা শেষোক্ত পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং আলী (রাঃ)-কে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে তিনি যেরুযালেম রওয়ানা হ'লেন।[১৩] সুতরাং অন্যের মতামত গ্রহণ করার মত মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। কেবল আমার কথাই অন্যরা মানবে; আমারটাই সঠিক, অন্যেরটা ভুল কিংবা আমি হকের উপরে ও অন্যরা বাতিলের উপরে আছে, এমন মানসিকতা ব্যক্তিকে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার দিকে ধাবিত করে। যাতে তার পক্ষে হকের উপরে দৃঢ় থাকা এবং অপরকে হকের উপরে থাকতে দেওয়া দুরূহ হয়ে পড়বে। তাই পরমতসহিষ্ণু হওয়া যরূরী।

### ৬. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব জোরদার করা :

মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সে হিসাবে পারস্পরিক সম্পর্ক হওয়া উচিত ভ্রাতৃত্বের, সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের। অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নয়, বরং ভাই হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যিনি কাজ করছেন তার দিকে নয়, বরং লক্ষ্য করা উচিত কী কাজ করছেন সেদিকে। আর ইসলাম ও মুসলমানের জন্য কল্যাণকর ও গঠনমূলক কাজের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছণীয়। কিন্তু যখন কাজের চেয়ে কর্তা অধিক গুরুত্ব পায়, প্রত্যেক কাজকে নিজের অবদান মনে করা হয় এবং খ্যাতি-যশের সুপ্ত বাসনা মনে জাগ্রত হয়, তখনই ঘটে বিপত্তি। বর্তমানে মানুষের অভ্যাস এরূপ হয়েছে যে, তাঁরা শুধু অন্যের দোষ-ত্রুটিই দেখে। অন্যের ভুলগুলি প্রকাশ করেই শান্তি পায়। তাদের রঙ্গীন চশমায় নিজের ভুল কিছুই ধরা পড়ে না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِى عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ 'তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের চোখের সামান্য খড়-কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের উটও দেখতে পায় না'।[১৪] ঐসব লোক নিজের মধ্যে হাযারো দোষ থাকার পরেও অন্যের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে আনন্দ পায়, সুখ অনুভব করে। তাদের ভাবখানা এমন যে, নিজেরটাই একমাত্র কাজ; অন্যেরটা কিছুই না। তাদের আচরণে প্রকাশ পায় যে, ইসলামের রক্ষক কেবল তারাই। তাদের উন্নতি-অগ্রগতির মাঝেই যেন ইসলামের অগ্রগতি নিহিত।

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে ইসলামের আদর্শ নেই। তাদের কাজগুলিও পূর্ণাঙ্গরূপে রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক হচ্ছে না। মিথ্যা অভিনয় করে অনেকে ইসলামের কৃত্রিম কাণ্ডারী বনে গিয়ে ইসলামী আদর্শকে কলুষিত করছে। ইসলামী লেবাসে তারা অনৈসলামী কর্মকাণ্ড করছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্যাতি ও নেতৃত্ব লাভ। কখনো নিজের দল ও মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য অর্জন। আবার কখনো নিজের জ্ঞান বা বুদ্ধির বিকাশ সাধন। এরপরও তারা নিজেদের ভাবছে পূত-পবিত্র। আর অন্যদেরকে মনে করছে ভ্রষ্ট ও অচ্ছুত! এটা সরাসরি ইসলামের সাথে প্রতারণা বৈকি? এটা নিছক ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে ইসলামের অপব্যবহার। এগুলি থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব জোরদার করা দরকার এবং মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা প্রয়োজন।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়' (*হুজুরাত ৪৯/১০*)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى، 'পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদেরকে একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর কারণে রাত্রি জাগরণ ও জ্বরের মাধ্যমে সেই ব্যথা অনুভব করে'।[১৫]

সুতরাং মুসলমান ভাইয়ের সম্মান হানি করা, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং কোন উপায়ে তার ক্ষতি সাধন করা বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ، وَعِرْضُهُ، وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ 'একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ, সম্মান ও জীবনে হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে'।[১৬]

মুসলমানদের সাথে ভ্রাতৃত্বের মযবূত সেতুবন্ধন তৈরী করাই ইসলামের নির্দেশ। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ 'মুমিন ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসে এবং অন্যের ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই যে অন্যকে ভালোবাসে না এবং প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। আর মানুষের উপকারে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই সর্বোৎকৃষ্ট'।[১৭] দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব মানুষকে অন্য ভাইয়ের

১৩. *হাকেম হা/২০৮; ছহীহাহ হা/৫১; আল-বিদায়াহ ৭/৫৫ পৃ.।*
১৪. *ছহীহ ইবনে হিববান হা/৫৭৬১; ছহীহাহ হা/৩৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৩১।*
১৫. *বুখারী হা/৬০১১; মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৪৯৫৩।*
১৬. *মুসলিম হা/২৫৬৪; আবুদাঊদ হা/৪৮৮২; মিশকাত হা/৪৯৫৯।*
১৭. *ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৮৭; ছহীহাহ হা/৪২৬।*

প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব দিতে এবং তাকে হকের পথে অবিচল থাকার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করে। কারণ ভাই কখনো ভাইয়ের ক্ষতি সাধন করবে না। তাকে হকের পথ থেকে ও কল্যাণকারিতা থেকে বাধাগ্রস্ত করবে না।

অপরদিকে অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে তাকে লজ্জিত করা, তার সাথে হিংসা-বিদ্বেষ করা এবং তার পিছনে লেগে থাকার পরিবর্তে পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلَا تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَنَاجَشُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، 'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না, গুপ্তচরবৃত্তি করো না, অপরের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করো না এবং পরস্পরকে প্রবঞ্চিত করো না। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও'।[১৮] আর পরস্পর ভাই ভাই হওয়ার মাধ্যমে হকের উপরে নিজে টিকে থাকা এবং অন্যকে টিকে থাকতে সাহায্য করাই মুমিনের কর্তব্য।

## ৭. কুরআন ও হাদীছের প্রকৃত অনুসারী হওয়া :

হকের উপরে টিকে থাকার জন্য কুরআন-হাদীছের যথার্থ অনুসারী হওয়া আবশ্যক। কেননা হক কেবল এ দু'টির মধ্যেই পাওয়া যায় *(কাহফ ১৮/২৯)*। আর ঐ হকের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ، 'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে যা নাযিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর এবং তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোন বন্ধুর অনুসরণ করো না। বাস্তবে তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৭/৩)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ، 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

তিনি আরো বলেন, قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ، 'বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তার দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তাহ'লে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। বস্তুতঃ রাসূলের উপর দায়িত্ব হ'ল কেবল সুস্পষ্টভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেওয়া' *(নূর ২৪/৫৪)*।

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، خَالِدِيْنَ فِيْهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، 'এভাবে আমরা পূর্বে যা ঘটেছে সেসব বিষয়ে তোমাকে বর্ণনা করি। বস্তুতঃ আমরা আমাদের নিকট থেকে তোমাকে দান করেছি কুরআন। এটা থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে ক্বিয়ামতের দিন (মহা পাপের) বোঝা বহন করবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর ক্বিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য কতই না মন্দ হবে' *(ত্ব-হা ২০/৯৯-১০১)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْماً خَطًّا ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَبِيْلُ اللهِ. ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطاً عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ. ثُمَّ تَلاَ (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ).

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি (সরল) রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহর পথ। এরপর তিনি এ রেখার ডানে ও বামে আরো কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলোও পথ। এই প্রত্যেক পথের উপর শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে। এরা (মানুষকে) তাদের পথের দিকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে'... *(আন'আম ৬/১৫৩)*।[১৯]

তিনি আরো বলেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، 'আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেবল তারা ব্যতীত, যারা অসম্মত হবে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, অসম্মত কারা? তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই হ'ল অসম্মত'।[২০]

সুতরাং কিতাব ও সুন্নাতের প্রকৃত অনুসারী হ'লে হকের উপরে টিকে থাকা সহজ হবে। অন্যথা হক থেকে বিচ্যুত

---

১৮. *মুসলিম হা/২৫৬৩।*

১৯. *ইবনু মাজাহ হা/১১; মিশকাত হা/১৬৬, সনদ হাসান।*
২০. *বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩।*

হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، 'আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ছেড়ে যাচ্ছি। (একে মেনে চললে) এর পরে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না'।[২১]

তিনি আরো বলেন, وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللهِ واسْتَمْسِكُوْا بِهِ، 'আমি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হ'ল আল্লাহ্র কিতাব। এতে হিদায়াত এবং নূর রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কিতাবকে ধারণ কর, একে শক্ত করে আঁকড়ে ধর'।[২২] তিনি আরো বলেন, كِتَابُ اللهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّوْرُ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ. 'আল্লাহ্র কিতাব, তাতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো, যে এটাকে ধরে রাখবে, হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে এটা ছেড়ে দেবে, সে পথ হারিয়ে ফেলবে'।[২৩]

অপরদিকে আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

সাম'আনী (রহঃ) বলেন, وأما أهل الحق، فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما،... فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، 'হকপন্থীরা কিতাব ও সুন্নাহকে তাদের সম্মুখে রাখে এবং এতদুভয়ের মাধ্যমে দ্বীন অনুসন্ধান করে। ... কেননা কিতাব ও সুন্নাহ কেবল হকের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর মানুষের সিদ্ধান্ত কখনও সঠিক হয়, কখনও বেঠিক হয়'।[২৪] অতএব হকের উপরে টিকে থাকতে কুরআন ও হাদীছের একনিষ্ঠ অনুসারী হ'তে হবে।

## ৮. উদার হওয়া :

উদারতা মানুষকে স্বীয় পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন ও অন্যের প্রতি উত্তম আচরণ করতে এবং বিনম্র হ'তে শেখায়। তাদের অধিকারের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখতে, আত্মসমালোচনা করতে এবং বিরোধীদের প্রতিও সহনশীল হ'তে দীক্ষা দেয়। যা ঈমানের পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْإِيْمَانُ: اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ 'ঈমান হ'ল সহিষ্ণুতা ও উদারতা'।[২৫]

রাসূল (ছাঃ)-এর উদারতা সম্পর্কে আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হাঁটছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একখানা গাঢ় পাড়যুক্ত নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে চাদর ধরে সজোরে টান দিল। আনাস বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে সেখানে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈন লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আল্লাহ্র দেওয়া যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার জন্য আদেশ কর। তখন নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন এবং তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন'।[২৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) এক জানাযায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবী ছিলেন। এমতাবস্থায় উক্ত বেদুঈন এসে উপরোক্ত দাবী করে এবং চাদর ধরে হেঁচকা টান মারে। তাতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওমর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে এমন বেআদবী করছ? যদি রাসূল (ছাঃ) এখানে না থাকতেন, তাহ'লে এই তরবারি দিয়ে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম! এ সময় রাসূল (ছাঃ) ধীরস্থিরভাবে ওমরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অতঃপর বলেন, হে ওমর! আমরা তোমার নিকট থেকে আশা করেছিলাম যে, তুমি আমাকে তার দাবীটি সত্বর পূরণের কথা বলবে এবং তাকে ভদ্র ব্যবহার শিক্ষা দিবে। তুমি যাও তার দাবী পূরণ কর এবং তাকে অন্যদের চাইতে ২০ ছা' খাদ্যবস্তু বেশী দাও'।[২৭] সুতরাং কারো আচরণে রুষ্ট না হয়ে তার প্রতি সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে তাকে হকের পথে ফিরিয়ে আনা ও হকের উপরে টিকে থাকতে সহায়তা করা উচিত। আর উদারতার মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ে স্থায়ী আসন তৈরী করা যায়। ফলে তাকে হকের পথে ফিরিয়ে আনা যায়। অনুরূপভাবে নিজেও অন্যের মাধ্যমে হক খুঁজে পেতে ও হকের উপরে টিকে থাকতে সচেষ্ট হওয়া।

## ৯. গোঁড়ামি পরিহার করা :

মানুষ নিজের বুঝের উপরে অটল থাকতে চায়। সে যা ভাল মনে করে, তাই করে। তার এই গোঁড়ামি তাকে হক গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করে। নবী করীম (ছাঃ) কোন বিষয়ে গোঁড়ামি তথা বাড়াবাড়ি পসন্দ করতেন না। তিনি বলেন, هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ 'অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে'।[২৮] এমনকি মহানবী (ছাঃ) তাঁর নিজের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لَا تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে

২১. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৬২৭২, সনদ ছহীহ।*
২২. *মুসলিম হা/২৪০৮; ছহীহুল জামে' হা/১৩৫১।*
২৩. *মুসলিম হা/২৪০৮; মিশকাত হা/৬১৩১।*
২৪. *ছাওনুল মানতিক, পৃঃ ১৬৬।*
২৫. *ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে হা/২৭৯৫।*

২৬. *বুখারী হা/৩১৪৯; মুসলিম হা/১০৫৭; মিশকাত হা/৫৮০৩।*
২৭. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৮৮; ত্বাবারাণী, কাবীর হা/৫১৪৭; যঈফাহ হা/১৩৪১।*
২৮. *মুসলিম হা/২৬৭০; ছহীহুল জামে হা/৭০৩৯।*

মারিয়ামকে নিয়ে করেছে। আমিতো আল্লাহ্‌র দাস মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র দাসও তাঁর রাসূলই বল’।[২৯]

তিনি আরো বলেন, صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُوْمٌ غَشُوْمٌ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، ‘আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক আমার সুফারিশ লাভ করতে পারবে না। অত্যাচারী রাষ্ট্রনেতা এবং প্রত্যেক বিপথগামী অতিরঞ্জনকারী’।[৩০] আর গোঁড়া ব্যক্তি কখনো পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হ’তে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গোঁড়ামি ঈমান-আমল ও দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। তাই সকলের উচিত গোঁড়ামি ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা। যাতে হকের উপরে অবিচল থাকা যায়।

### ১০. শরী‘আতের সঠিক বুঝ থাকা :

কুরআন-হাদীছ তথা শরী‘আতের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা ছাহাবী-তাবেঈ ও তাঁদের যথাযথ অনুসারীদের নিকট থেকে নিতে হবে। কারণ তাঁরা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ،

‘মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’ *(তওবা ৯/১০০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ‘আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা’।[৩১]

আর রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের অনুসারীরা মুক্তিপ্রাপ্ত। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ- فِيْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ،

‘বনু ইস্রাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। তারা বললেন, সেটি কোন দল হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে টিকে থাকবে’। আহমাদ ও আবুদাঊদের বর্ণনায় এসেছে যে, ৭২ দল জাহান্নামী হবে ও একটি দল জান্নাতী হবে। আর তারা হ’ল, আল-জামা‘আত’।[৩২]

সুতরাং হকের উপরে টিকে থাকতে শরী‘আতের ব্যাখ্যা সালাফে ছালেহীনের নিকট থেকে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথা বিভ্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ শরী‘আতের বিষয়ে ছাহাবীগণ সরাসরি রাসূল থেকে এবং তাবেঈগণ ছাহাবীগণের নিকট থেকে অবহিত হয়েছেন। অনুরূপভাবে তাদের সনিষ্ট অনুসারীগণও হকের উপরে ছিলেন। তাই কেবল তাদের নিকট থেকে কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলব, সঠিক দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা, তার উপরে যথাযথভাবে আমল করা ও কুরআন-হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমে হকের উপরে অবিচল থাকা যায়। সবাইকে একান্ত ভাবে সে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের উপরে তথা হকের উপরে অবিচল থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

২৯. *বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।*
৩০. *ত্বাবারানী, ছহীহুল জামে হা/৩৭৯৮।*
৩১. *বুখারী হা/২৬৫১; মুসলিম হা/২৫৩৫।*
৩২. *তিরমিযী হা/২৬৪১, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; আবূদাঊদ হা/৪৫৯৬-৯৭; মিশকাত হা/১৭১-১৭২; ছহীহাহ হা/১৩৪৮, ২০৩, ১৪৯২।*

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ‘পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন’ *(আলাক্ব ৯৬/১)*।

ইখলাছ স্টোর
বিশুদ্ধ ইসলামিক গ্রন্থের অনন্য প্রতিষ্ঠান

বিশ্বরোড মোড় (হোসেন পাম্পের পাশে) চাঁপাই নবাবগঞ্জ- ৬৩০০

০১৭৮৭-০৯০৭৪৭, ০১৮১৩-৮৪৫০৩৪

সময় : প্রতিদিন সকাল ৯-টা থেকে দুপুর ১-টা, বিকাল ৩-টা থেকে রাত ৯-টা
জুম‘আর দিন (বিকাল ৩-টা হতে রাত ৯-টা)

কুরিয়ার ও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

হাযারো ই-কমার্স কোম্পানির ভিড়ে ইখলাছ স্টোর আপনাকে সঠিক ও মানসম্মত হালাল পণ্য উপহার দিতে নিয়েছে এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ। মুমিন হিসাবে কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রোডাক্ট বা পণ্যের মান যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন, তেমনি প্রদানে ইখলাছ স্টোর বদ্ধপরিকর।

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রণীত সকল ইসলামী বইপত্র, শতভাগ বিশুদ্ধ মধু, কালোজিরার তেল, যয়তুনের তেল, উন্নত মানের দেশী-বিদেশী আতর, মহিলাদের খিমার সেট সহ অন্যান্য পণ্যসামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

অনলাইনে অর্ডার করুন : www.ikhlasstore.bd www.ikhlasstore.com

# রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনীর আয়নায় নিজেকে দেখ

*মূল : মাওলানা সাইয়িদ আহমাদ ওয়ামীয নদভী (হায়দ্রাবাদ)*
*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত উর্দূ পত্রিকা 'দৈনিক দুনিয়া'র বিখ্যাত সাংবাদিক ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদক মুহাম্মাদ ইযহারুল হক ১২ই রবীউল আউয়াল উপলক্ষে লেখা এক কলামে তার স্পেন সফর এবং সেখানকার 'আল-হামরা' প্রাসাদ দর্শনকালে সংঘটিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

তিনি আল-হামরার ইমারতগুলো দেখার এক পর্যায়ে 'আদালত চত্বর' ঘুরে দেখছিলেন। এসময় তার সামনে দণ্ডায়মান এক শ্বেতাঙ্গিনী ইংরেজ মহিলার সাথে তার এক বড়ই চিত্তাকর্ষক কথোপকথন হয়। কথার সূচনা ইংরেজ মহিলাই করেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন, ইসলামে প্রাণীর খোদাইকৃত ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি হারাম হওয়া সত্ত্বেও গ্রানাডার মুসলিম শাসক সুলতান ৫ম মুহাম্মাদের আদেশে আদালত চত্বরে প্রাণীর খোদাইকৃত ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মিত হয়েছে, তখন স্বভাবতই তার মাঝে এ আলোচনার ইচ্ছা জাগে। পুরো আলোচনার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে মুহাম্মাদ ইযহারুল হক লিখেছেন-

আদালত চত্বরের চার পাশে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল। সিংহের ভাস্কর্যগুলোর মুখ দিয়ে পানির ফোয়ারা উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল। গ্রানাডার সুলতান ৫ম মুহাম্মাদ এই আদালত চত্বর নির্মাণ করেছিলেন। শত শত বছর পেরিয়ে গেলেও আজ অবধি তা পূর্বের মতো অবিকৃত রয়েছে।

কিন্তু ইসলামে তো ভাস্কর্য ও মূর্তির কোন অনুমতি নেই, হঠাৎই আমার পাশে দাঁড়ানো শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা আমাকে সম্বোধন করে বলল, তারপরও মুসলিম বাদশাহরা এগুলো কেন বানিয়েছেন? এক মুহূর্তের জন্য মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। তারপর মার্ক্সিজমের ইতিহাস কাজ দিল। বললাম, এই বাদশাহ সংশোধনবাদী প্রগতিশীল ছিলেন!

সে হো হো করে হেসে উঠে ঠাট্টাচ্ছলে বলল, মুসলমান তো! তাই প্রত্যেক কথাতেই তোমাদের একটা না একটা যুৎসই উত্তর হাতের কাছে মজুদ থাকবেই! কিন্তু কথা এই যে, তোমাদের জীবনাচার তোমাদের রাসূলের বিধি-বিধানের ধার-কাছ দিয়েও চলছে না।

তার কথাটা কি চপেটাঘাত না দুঃখ প্রকাশ বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কথাটা তীরের মতো বুকে এসে বিঁধল। পাশেই একটা ক্যাফে ছিল। আমরা কাঠের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম।

'ম্যাডাম, আমাদের রাসূলের বিধি-বিধানই বা কী, আর তার ধারে-কাছে আমাদের জীবন চলছে কি না- আপনি তার কী জানেন'?

তিনি কয়েক বছর ধরে রাসূলের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করেছিলেন। মনে পড়ছে না যে, তিনি ফ্রান্সে ইংরেজীর প্রফেসর ছিলেন, না হল্যান্ডে। পাকিস্তানসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। শুধু ভ্রমণই নয়; বরং আমাদের জীবনধারার গভীরে পর্যন্ত তার যাতায়াত ঘটেছিল। তিনি বলতে লাগলেন, তোমাদের রাসূলকে আল্লাহ রাহমাতুল্লিল 'আলামীন বা সকল সৃষ্টির জন্য রহমত আখ্যা দিয়েছেন। তিনি সারা জাহানের জন্য, সারা বিশ্বের জন্য রহমত, শুধু মুসলিমদের জন্য নন। তোমরা কি কখনও এর রহস্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছ?

আমি মাথা দুলিয়ে বললাম, না। আসলে চিন্তা করলে তো কিছু বলতে পারব!

একটু হ'লেও ভেবে দেখো, আজকের বিশ্বে কোটি কোটি মুসলিম আমাদের অমুসলিমদের দেশে এসে বসবাস করছে। কোটি কোটি মুসলিম এখানে আসার জন্য চেষ্টা করছে। তার বিপরীতে পাশ্চাত্যের কতজন লোক মুসলিম দেশগুলোতে বসবাসের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে? আমাদের দেশগুলোকে জান্নাত মনে করা হয়। একটি মুসলিম দেশ থেকে যখন কোন নওজোয়ান আসে। তারপর সে তার ভাই-বোনদের নিয়ে আসে। খান্দানের পর খান্দান এভাবে স্থানান্তরিত হয়ে আসছে।

আমরা পাশ্চাত্যবাসীরা মুখে স্বীকার করি বা না করি, এসব কিছু আমাদের এজন্য অর্জিত হয়েছে যে, আমরা তোমাদের রাসূলের শিক্ষা আমাদের মাঝে বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের এ দাবী তোমাদের কাছে আজব মনে হ'তে পারে। কেননা আমরা না মুসলমান, না আমরা মুসলমান হওয়ার দাবী করি। কিন্তু যেসব বিধি-বিধান তোমাদের রাসূল তোমাদের দিয়েছেন, সেগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছি যে, মুসলমানরা আজ আমাদের দেশে ছুটে আসছে।

ইসলামের নবী বলেছেন, 'যার মাঝে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তৎপর নয় তার মধ্যে দ্বীন নেই'। আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি, আমানতের হেফাযত করি। আমাদের শাসকদের নিকট সরকারী কোষাগার আমানত হিসাবে গণ্য। আমরা জনগণ তাদের থেকে তা পাই পাই করে হিসাব নিয়ে থাকি।

ইসলামের নবীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, মুসলিম কি মিথ্যুক হ'তে পারে? তিনি বলেছিলেন, মিথ্যা বলার অভ্যাস ঈমানের সাথে যুক্ত হ'তে পারে না। আমরা মিথ্যা বলি না। আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে মিথ্যা বলার ধারণা চিন্তাও করা যায় না।

ইসলামের নবী অভাবী, নিঃস্ব ও দরিদ্রদের খোঁজ-খবর ও তত্ত্বতালাশ রাখার কথা বলেছেন। আমাদের দেশগুলোতে প্রত্যেক নিঃস্ব ও প্রত্যেক আয়-রোযগারহীনকে রাষ্ট্র আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে। জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকেই এসব কিছুর বন্দোবস্ত হয়। এমনকি রাষ্ট্র গৃহহীনদের গৃহও দিয়ে থাকে। আজ ব্রিটেন, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায়

* *ঝিনাইদহ।*

মুসলমানসহ কত লোক সরকার প্রদত্ত বাসা-বাড়িতে বাস করছে।

তোমাদের রাসূল উপদেশ দিয়েছেন, দুনিয়াতে যে লোক দেখানো ও খ্যাতির পোষাক পরবে ক্বিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনা ও অপমানকর পোষাক পরানো হবে। তোমাদের দেশের সাথে আমাদের দেশের তুলনা করে দেখ। আমাদের মন্ত্রী, অফিসার, বড় বড় কূটনীতিক, পার্লামেন্ট সদস্যরা খুব বিশেষ কোন অনুষ্ঠান না হ'লে সাদামাটা প্যান্ট, নিকার ও চপ্পল পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে থাকে। শীতের দিন তারা জ্যাকেট ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তোমাদের ওখানে এক এক জনের ডজন ডজন পোশাক রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদের লাইফ স্টাইল দেখো। তাদের বিলাসবহুল দামী গাড়ির মোকাবেলা আমাদের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিও করতে পারে না। আর তারা তা করতে চায়ও না। তোমাদের শাসকদের বাসভবনগুলোতে পানির ট্যাপ, দরজার হ্যাজবোল্ট ও তালা/অর্গল পর্যন্ত সোনা দিয়ে বানানো হয়ে থাকে।

তোমাদের রাসূল বলেছেন, 'নিজ হাতের মেহনতে উপার্জিত খাদ্য থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহ্র নবী দাঊদ নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'। প্রত্যেক মুসলমানের তো এ কথা স্মরণ আছে যে,... 'উপার্জনকারী আল্লাহ্র বন্ধু'। কিন্তু তোমাদের দেশে নিজ হাতে উপার্জনকারীকে ইতর ও ছোটলোক ভাবা হয়। আমাদের দেশে মালী, রাজমিস্ত্রী, ঝাড়ুদার, মুচী সেই সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে যা অন্যান্যরা ভোগ করে। ধুলিমাটির ঘরে বসবাসকারী দীন-হীনও পার্লামেন্ট সদস্যের পড়শী হয়ে থাকে। রেস্তোরাঁর ম্যাটস যে মোছে সে যে কাতারে দাঁড়িয়ে খাদ্য খরিদ করে আমাদের মন্ত্রীরাও সেই কাতারে দাঁড়িয়েই খাদ্য খরিদ করে।

তোমাদের রাসূল নিজের কাপড় নিজে ধুতেন, নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন। আমরাও এ কাজগুলো নিজেরা করি। আমাদের দেশে গৃহভৃত্য থাকে না। আমাদের দামী থেকে দামী লোকও নিজের জুতা নিজেই পালিশ করে, জামা-কাপড় নিজেই ইস্ত্রী করে, নিজের কামরা ও বাথরুম নিজেই পরিষ্কার করে।

তোমাদের রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ভেজাল দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়'। নিউজিল্যান্ড থেকে নিয়ে আটলান্টিকের পশ্চিম তীর পর্যন্ত যত দেশ আছে তার কোনটিতে কি তুমি ভেজাল খাদ্য বেচা-কেনা হ'তে দেখতে পাবে? না। এটা কেবল তোমাদের ওখানেই হয়ে থাকে।

তোমাদের রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে লোক কোন দোষযুক্ত জিনিস কারও কাছে বিক্রয় করল, কিন্তু ক্রেতাকে তার দোষ বলে দিল না, আল্লাহ্র ফেরেশতারা তাদের উপর হামেশা অভিশাপ দিতে থাকে'। তোমাদের ব্যবসায়ীদের এবং আমাদের ব্যবসায়ীদের তুলনা করো। আমাদের দেশে দোষযুক্ত জিনিসের দোষ না বলে বিক্রির কথা কেউ ভাবতেও পারে না। কেনা জিনিস ফিরিয়ে দিতে কিংবা বদলে নিতে চাইলে বিনা বাক্য ব্যয়ে তা করা যায়।

তোমাদের রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক'। তোমরা পরিচ্ছন্নতায় তোমাদের বাজারগুলোকে আমাদের বাজারগুলোর সাথে, তোমাদের রাজপথগুলোকে আমাদের রাজপথগুলোর সাথে, তোমাদের টয়লেটগুলোকে আমাদের টয়লেটগুলোর সাথে, তোমাদের পার্ক ও চলাফেরার জায়গাগুলোকে আমাদের পার্ক ও চলাফেরার জায়গাগুলোর সাথে তুলনা করে দেখ, কোনগুলো ছাফ-সুতরা আর কোনগুলো ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধে ভরা?

তোমাদের রাসূল (ছাঃ) বলে গেছেন, 'তোমরা তোমাদের বৃদ্ধ ও দুর্বলদের প্রতি খেয়াল রেখো। তাদের খাতিরেই তোমরা জীবিকা পেয়ে থাকো'। আমরা আমাদের প্রবীণদের ফ্রি চিকিৎসা দেই। বাসে-ট্রেনে তারা ফ্রি ভ্রমণ করে। নেহায়েত কম মূল্যে তাদের গৃহের ব্যবস্থা করি। আমাদের ওল্ড হোম বা বৃদ্ধাশ্রমগুলো ফাইভ স্টার হোটেলের মানের। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক সকাল-সন্ধ্যা তাদের বাড়ি গিয়ে তাদের কাজ করে দেয়।

তোমাদের দোকান ও কারখানার সামনে কালেমা ও দরূদ লেখা থাকে। কিন্তু সেগুলোর ভিতরে থাকে মিথ্যা কথন, ওয়াদাখেলাপী, ভেজাল মিশ্রণ ও ট্যাক্স ফাঁকির কারবার। তোমাদের বাড়ির গেটে লেখা থাকে 'হাযা মিন ফাযলি রব্বী' এ গৃহ আমার রবের অনুগ্রহ। অথচ গৃহের অভ্যন্তরে চলে চাকর-নফরদের উপর যুলুম-নির্যাতন। তোমাদের গাড়িতে ঝুলানো থাকে সূরা ইয়াসীন। কিন্তু তোমরা ট্রাফিকের সকল আইন-কানূন লঙ্ঘন করে থাক।

তোমরা ১২ই রবীউল আউয়াল পালনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় কর। অথচ রাসূলের শিক্ষাকে পুরো বছর পিছনে ফেলে রাখ। অথচ আমাদের প্রতিদিনই বারই রবীউল আউয়াল। আমরা যা কিছু হয়েছি তা এজন্য যে, আমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শিক্ষার উপর কঠিনভাবে আমল করি। যিনি এই জগতের জন্যও রহমত যে জগতে আমরা বসবাস করছি। আশা করি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের দৌলতও দান করবেন। তোমরা লক্ষ্য করো, আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়, তাদের মাঝে সেসব মন্দ কাজ ও গর্হিত আচরণ পাওয়া যায় না, যার মধ্যে তোমরা খান্দানী (বংশ পরম্পরায়) মুসলমানরা পা থেকে মাথা পর্যন্ত ডুবে আছ'।

এ সন্ধ্যায় আমি (ইযহারুল হক) কল্পনার বাসে বসে কর্ডোভা চলে গেলাম। জানা নেই যে, সে মুসলমান ছিল কি না। জোর ধারণা করি যে, সে মুসলমান ছিল অথবা কিছুকাল পরে মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু প্রতি বছর ১২ই রবীউল আউয়ালে আমি ভাবি, আমি কি মুসলমান পরিচয় দানের যোগ্য? নাকি নই?

সম্মানিত কলামিস্ট মুহাম্মাদ ইযহারুল হকের সাথে

শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা ইসলামী শিক্ষা ও রাসূলের সীরাত সম্পর্কে মুসলমানদের আচরণ নিয়ে যে মতামত তুলে ধরেছেন তা কি বর্তমান মুসলিম সমাজের প্রতিবিম্ব নয়? বাস্তবে কি রাসূলের সীরাতের সাথে আমাদের যোগ শুধুই বাগাড়ম্বর নয়? আমরা কি কিছু রসম-রেওয়াজ পালন করে তাকে রাসূলপ্রেম আখ্যা দিচ্ছি না?

মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী বলেছেন, যদি আমরা আজ সেই শ্রেষ্ঠতম আমানতদার রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতাম, তাহ'লে আমাদের মাঝে খেয়ানত ও অধার্মিকতা স্থান পেত না। যদি আমরা আজ হেরা গুহায় উপবেশনকারীর কদমের নকশাকে চোখের সুরমা বানাতাম, তাহ'লে আমাদের হৃদয়-কন্দরে কোন দুর্গন্ধ থাকত না। যদি আমরা আজ রহমাতুল্লিল 'আলামীনের বার্তাকে সাচ্চা দিলে বিশ্বাস করতাম, তাহ'লে আমাদেরই মতো অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের অনাত্মীয়তা ও বিরোধিতার জন্ম হ'ত না। যদি আমরা আজ সত্যবাদী ও সত্য আচরণকারী নবীর তরীকার উপর থাকতাম, তাহ'লে আমাদের মাঝে মিথ্যার লেশ মাত্র থাকত না। যদি আমরা আজ পবিত্র নাম আহমাদ-এর সম্মান করতাম, তাহ'লে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা থেকে আমরা এত বিমুখ হ'তাম না। যদি আমাদের আজ পবিত্র নাম মুহাম্মাদ-এর সাথে কার্যকর কোন সম্বন্ধ থাকত, তাহ'লে আমাদের বর্তমান অবনতি ও কুখ্যাতি থেকে আমরা বহু যোজন দূরে থাকতে পারতাম'।

শ্বেতাঙ্গিনী ইংরেজ মহিলা সত্যিই আমাদের মুসলমানদের নবী জীবনীর আয়না দেখিয়ে দিয়েছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব ঐ আয়নায় নিজেদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত দোষ-ত্রুটি কলুষ-কালিমা দেখে তা সংশোধনের চেষ্টা করা।

*[প্রিয় পাঠক! এই লেখাটি পড়ে একটু হ'লেও ভাবুন, কত দামী সম্পদ আল্লাহ আমাদের দিয়েছিলেন! কিন্তু আমরা তা পায়ে ঠেলে আজ দুনিয়াতে কি যিল্লতী ও অপমানের যিন্দেগী যাপন করছি! আখেরাতেও কি আমাদের বিরুদ্ধে মামলা উঠবে না? সময় ফুরিয়ে যায়নি। আমাদের বিপথগামিতার খণ্ডচিত্র শ্বেতাঙ্গিনী ইংরেজ অধ্যাপিকা তাঁর কথায় উল্লেখ করেছেন। আমরা রাসূলের শিক্ষা আরও যে কত উপেক্ষা করে চলেছি তার ইয়ত্তা নেই। আজ তাঁর শিক্ষা পশ্চিমারা মেনে যদি জাগতিক উন্নয়ন, শান্তি, নিরাপত্তা ও সুখ অর্জন করতে পারে, তবে আমরা প্রাচ্যের লোকেরা কেন তা পারব না? দরকার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তঃরাষ্ট্রের সীমা-পরিসীমায় রাসূলের শিক্ষা বাস্তবায়নের সদিচ্ছা নিয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসা। অন্তত নিজের ও নিজের পরিবারে এ শিক্ষা বাস্তবায়নে তো কোন বাধা নেই। সেটুকু তো করি। তারপর প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দেই। আর মালিকের কাছে আমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দিল থেকে সাহায্য চাই। মহান আল্লাহ আমাদের সার্বিক সহায়তা দান করুন-আমীন!*

*প্রসঙ্গত বিষয়টি বুঝার স্বার্থে আল-হামরার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোধ করি এখানে সংযোজন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইউরোপ মহাদেশের বর্তমান স্পেন দেশটি ৭১১ থেকে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। তারা এদেশের নাম রেখেছিল আন্দালুস। এই আন্দালুসের গ্রানাডাতে আল-হামরা প্রাসাদ অবস্থিত। এর পুরো নাম 'আল-কাল'আতুল হামরাউ'। বাংলায় লাল কিল্লা বা লোহিত প্রাসাদ বলা চলে। তবে প্রায় সকল ভাষাতে এটি 'আল-হামরা' নামে পরিচিত। এটি একটি রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ বা সেনাছাউনি সম্বলিত বড় আকারের কমপ্লেক্স। একসময় গ্রানাডা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে আস-সাবিকা পাহাড়ের উপরে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত রোমান দুর্গ ছিল। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে ৮৮৯ সালে সাওয়ার ইবনু হামদুন নামের এক সাহসী পুরুষ এখানে আশ্রয় নেন এবং দুর্গটি নতুন করে নির্মাণ করেন। দুর্গের পাশ দিয়ে বয়ে চলছে দারো নদী। দুর্লভ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে অবস্থিত আল-হামরা এখনও অতীব দৃষ্টিনন্দন একটি প্রাসাদ। আল-হামরার জৌলুস শতগুণে বৃদ্ধি পায় নাছিরীয় সাম্রাজ্যের শাসকদের হাতে। বিশেষ করে সুলতান প্রথম ইউসুফ ও পঞ্চম মুহাম্মাদ একে এক অনন্য স্থাপত্য হিসাবে গড়ে তোলেন। আল-হামরায় ১৭৩০ মিটার দেয়ালে ঘেরা শহরের ভিতরে রয়েছে ত্রিশটি টাওয়ার ও চারটি সদর দরজা। এর মূল তিনটি অংশ হ'ল- রাজকীয় সেনাবাহিনীর বাসস্থান আল-কাযাবা, শাসক পরিবারের বাসস্থান সিটাডেল, আর বাকী অংশ শহর। যেখানে রাজসভার কর্মকর্তারা বাস করতেন। আল-হামরার সবচেয়ে বিখ্যাত স্থাপনা তিনটি হ'ল- কোমারেস প্যালেস, কোর্ট অব লায়নস ও পার্টাল প্যালেস। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত সিংহ চত্বরেরই ইংরেজি নাম কোর্ট অব লায়নস। প্রাসাদে পানি সরবরাহের জন্য মার্বেল বেসিনের ঝরনার মাধ্যমে দারো নদী থেকে যে সাপ্লাই ব্যবস্থা নির্মিত হয়েছিল তা ছিল পাথর খোদাই করে তৈরি ১২টি সিংহ মূর্তির পেছনে। ১২টি সিংহের মুখ দিয়ে ফোয়ারা আকারে পানি নির্গত হয়ে বেসিনে পড়ার কথা প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে (সূত্র : ইন্টারনেট)।-অনুবাদক।*

*[সূত্র: মাসিক আরমুগান (উর্দূ), ভলিউম ২৮, সংখ্যা ১১, নভেম্বর ২০২০ খ্রি, রবীউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী। ফুলাত, মুযাফফর নগর, ইউ পি, ভারত। www.armughan.net]*


# দারুস সুন্নাহ বুক শপ

**স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম**

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

**বি:দ্র:** কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

**আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর**

# ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান

-*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

**(শেষ কিস্তি)**

## দাড়ি রাখা সুন্নাত বলার পক্ষে দলীলসমূহ ও তার জওয়াব :

‘ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান’ গ্রন্থ প্রণেতা ড. ইউসুফ আব্দুল্লাহ কারযাভীসহ কতিপয় শৈথিল্যবাদী বিদ্বান মনে করেন দাড়ি মুণ্ডন করা মাকরূহ। এমনকি কেউ কেউ মনে করেন এটি জায়েয। যারা মাকরূহ বলেছেন, তারা পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের ব্যবহৃত পরিভাষা অনুধাবন করতে পারেননি। আর যারা জায়েয বা মুবাহ বলার চেষ্টা করেছেন তাদের পক্ষে শরী‘আতের কোন দলীল নেই। আবার অনেকে দাড়ি রাখাকে সুন্নাত বলেছেন। যারা দাড়ি রাখাকে সাধারণ সুন্নাত বলেছেন তাদের পক্ষে পেশকৃত দলীলগুলোর জওয়াব :

দাড়ি রাখা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত বলার পক্ষে তারা দলীল হিসাবে ফিৎরাত সংক্রান্ত হাদীছটি পেশ করে থাকেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، ‘দশটি কাজ ফিৎরাতের অন্তর্ভুক্ত- গোঁফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নীচের পশম কাটা এবং পানি দ্বারা ইসতিনজা করা। হাদীছের রাবী মুছ‘আব বলেন, দশম কাজটির কথা আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা’।[১] উক্ত হাদীছে মেসওয়াক করা বা কুলি করার সাথে দাড়ি রাখার বিষয়টিকে মিলিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ওযূতে যেমন কুলি বা মেসওয়াক করা সাধারণ সুন্নাত তেমনি দাড়ি লম্বা করাও সাধারণ সুন্নাত।

**জওয়াব :** প্রথমতঃ উপরোক্ত হাদীছে দাড়ি লম্বা করাকে সাধারণ সুন্নাত হিসাবে উল্লেখ করা হ’লেও এটি সাধারণ সুন্নাত ছিল না। বরং এটি পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের সুন্নাত ছিল, যা তাঁরা প্রত্যেকে পালন করেছেন। তাছাড়া এটি অন্য হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالاسْتِنَانُ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى، فَإِنَّ الْمَجُوْسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا، وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوْهُمْ، خُذُوْا شَوَارِبَكُمْ، وَاعْفُوْا لِحَاكُمْ، ‘ইসলামের ফিৎরাত হ’ল জুম‘আর দিনে গোসল করা, মেসওয়াক করা, গোঁফ ছেঁটে ফেলা ও দাড়ি লম্বা করা। কেননা অগ্নিপূজকরা গোঁফ লম্বা করে ও দাড়ি ছেঁটে ফেলে। অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা কর। গোঁফ মুণ্ডন কর এবং দাড়িকে লম্বা কর’।[২] সুতরাং এটিকে কেবল ফিৎরাতের সাথে খাছ করা সঠিক নয়। কারণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে আরো বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

**দ্বিতীয়ত :** এটি এমন সুন্নাত, যা আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের উপরে অপরিহার্য হ’ল, আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মাঢ়ীর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা’।[৩] আর দাড়ি রাখা যেমন নবীর সুন্নাত ছিল তেমনি খোলাফায়ে রাশেদীনেরও সুন্নাত ছিল।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, الفطرة هِيَ السُّنَّةُ الْقَدِيْمَةُ الَّتِيْ اخْتَارَهَا الْأَنْبِيَاءُ وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ وَكَأَنَّهَا أَمْرٌ جِبِلِّيٌّ فُطِرُوْا عَلَيْهَا، ‘ফিৎরাত হ’ল এমন সুন্নাত যা নবীগণ নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন এবং সকল নবীর শরী‘আত এর উপর ঐক্য হয়েছে। যেন এটি স্বভাবজাত বিষয়, যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে’।[৪]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, কোন কোন হাদীছে ফিৎরাতের স্থানে সুন্নাহ শব্দ এসেছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তরীকা বা পথ যা ওয়াজিবের বিপরীত নয়। সেজন্য শায়খ আবু হামেদ গাযালী, মাওয়ারদী ও অন্যরা বলেন, এই হাদীছের বিধানটি ঐ হাদীছের মত যেখানে বলা হয়েছে,عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ, ‘তোমাদের উপরে অপরিহার্য হ’ল, আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা’।[৫] সেজন্য ইবনুল আরাবী মালেকী (রহঃ) সকল ফিৎরাত পালন করাকে ওয়াজিব বলেছেন। কারণ সেগুলো পালন না করলে মানুষের মূল আকৃতি থাকে না। যদিও বিশেষিত না হওয়ার কারণে সবগুলো ওয়াজিব নয়।[৬]

ইমাম খাত্ত্বাবী উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলো নবীগণের সুন্নাত যাদের অনুসরণ করতে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘এরাই হ’ল ঐসব মানুষ যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেছেন। অতএব তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর’ *(আন‘আম ৬/৯০)*। আর এই নির্দেশ প্রথম ইবরাহীম (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, ‘আর যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কতগুলি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল’। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাঁকে দশটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যখন তিনি সেগুলো পালন করলেন ‘তখন তার প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির

---

** নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *মুসলিম হা/২৬১; মিশকাত হা/৩৭৯।*

২. *ছহীহ ইবনু হিববান হা/১২২১; ছহীহাহ হা/৩১২৩।*

৩. *আহমাদ, আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।*

৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফৎহুল বারী ১০/৩৩৯; দলীলুল ফালেহীন ৬/৬৫৮; আল-ফাজরুস সাতে‘ ৮/১৩৫।*

৫. *আহমাদ, আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।*

৬. *ফৎহুল বারী ১০/৩৪০।*

নেতা বানাব' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। যাতে করে তারা তোমার আনুগত্য করতে ও তোমার সুন্নাতে নিজেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে পারে। আর এই উম্মতকে বিশেষভাবে ইবরাহীমের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর আমরা তোমার প্রতি অহী করেছি যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের দ্বীনের অনুসারী হও' *(নাহল ১৬/১২৩)*। ইবরাহীম (আঃ) উক্ত বিধান ওয়াজিব মনে করেই তা পালন করেছিলেন।[৭] অতএব উক্ত হাদীছ দাড়ি মুণ্ডন করা মাকরূহ হওয়ার দলীল নয়। বরং হারাম হওয়ার দলীল।

**দ্বিতীয় দলীল :** দাড়ি রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশসূচক হাদীছের সাথে দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করাকে সংযুক্ত করা হয়েছে। দাড়ি রাখাকে ওয়াজিব বললেও মেহেদী ব্যবহারকে ওয়াজিব বলা হচ্ছে না। সুতরাং দাড়ি রাখা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত।

**জওয়াব :** প্রথমতঃ একটি হাদীছে দাড়ি রাখার বিষয়ের সাথে মেহেদী ব্যবহার করাকে সংযুক্ত করা হ'লেও দাড়ি রাখার ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশসূচক বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো প্রমাণ করে যে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। যেমন ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, وَقَدْ حَصَلَ مِنْ مَجْمُوْعِ الْأَحَادِيْثِ خَمْسُ رِوَايَاتٍ أَعْفُوْا وَأَوْفُوْا وَأَرْخُوْا وَأَرْجُوْا وَوَفِّرُوْا، وَمَعْنَاهَا كُلُّهَا تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا. 'দাড়ি রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে নির্দেশসূচক পাঁচটি শব্দ... ব্যবহার করা হয়েছে যার সবগুলোর অর্থ হ'ল দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া'।[৮]

**দ্বিতীয়তঃ** একই হাদীছে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ থাকলেও একটিকে ওয়াজিব ও অপরটিকে আলাদা দলীলের কারণে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এমন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، 'তোমরা এগুলির ফল খাও যখন তা ফলবন্ত হয় এবং এগুলির হক আদায় কর ফসল কাটার দিন *(আন'আম ৬/১৪১)*। উক্ত আয়াতে ফসল পাকার সময় খেতে ও ওশর আদায় করতে বলা হয়েছে। অথচ ফসলের ওশর দেওয়া ফরয হ'লেও ফল খাওয়া ফরয নয়।[৯]

তারা আরো বলেন যে, রাসূল (ছাঃ) জুতা পরে ছালাত আদায়, চুল ও দাড়িতে মেহেদী লাগানো ও সাহারী খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ কোন ছাহাবী এই কাজগুলোকে ওয়াজিব মনে করেননি।

**জওয়াব :** উপরোক্ত নির্দেশগুলো ওয়াজিব নয়। কারণ এই বিষয়গুলোর নির্দেশ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আমল দ্বারা ওয়াজিব থেকে মাকরূহ-এর স্তরে নেমে এসেছে। যেমন ইমাম শাওকানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন مِنْ الْوُجُوْبِ إِلَى النَّدْبِ 'ওয়াজিব থেকে জায়েযের পর্যায়ে নেমে গেছে'।[১০] কিন্তু দাড়ি রাখার নির্দেশের বিষয়টি ওয়াজিব মাকরূহ-এর স্তরে নামার কোন দলীল বর্ণিত হয়নি। অতএব দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সঠিক।[১১]

তারা আরো বলেন, দাড়ি রাখার বিষয়টি আরবদের ভৌগলিক অভ্যাস। তারা ইসলামের আগেও দাড়ি রাখত, পরেও রাখত।

**জওয়াব :** প্রথমতঃ ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে দাড়ি রাখতেন বলেই এর বিপরীত কোন আমল বা নির্দেশনা নেই। আদাত বা অভ্যাস হ'লে কেউ না কেউ মুণ্ডন করতেন। কিন্তু এর কোন নযীর নেই।

দ্বিতীয়তঃ ছাহাবীগণ আরবদের অভ্যাস থেকে দাড়ি রাখতেন, রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নয়, এটি তাদের প্রতি বড় অপবাদ, যা থেকে ছাহাবীগণ মুক্ত ছিলেন।[১২]

তারা আরো বলেন, বর্তমানে ইহুদী-খৃষ্টান, অগ্নিপূজকরাও দাড়ি রাখে। আর রাসূল (ছাঃ) তাদের বিরোধিতা করতে বলেছেন। বর্তমানে দাড়ি রাখার বিষয়টি খেল-তামাশায় পরিণত হয়েছে।

**জওয়াব :** এই ধরনের মন্তব্য করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি চরম ধৃষ্টতা। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অন্য কেউ পালন করলে তা মুসলমানদের জন্য মাকরূহ হয়ে যায় না। বরং স্বঅবস্থানেই থাকে। অতএব দাড়ি রাখার বিষয়টি যেমন মানুষের ফিৎরাত তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[১৩]

বিদ্বানগণের মধ্যে কেউ দাড়ি মুণ্ডন করাকে জায়েয বলেননি। বরং কাযী ইয়াযসহ কিছু বিদ্বান দাড়ি মুণ্ডন করাকে মাকরূহ বলেছেন। যেমন কাযী ইয়ায বলেন, يُكْرَهُ حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا 'দাড়ি মুণ্ডন করা, ছোট করা ও পরিবর্তন করা মাকরূহ।[১৪]

প্রথমতঃ ইমাম নববী (রহঃ) তৎকালীন সময়ে এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, فَحَصَلَ خَمْسُ رِوَايَاتٍ أَعْفُوْا وَأَوْفُوْا وَأَرْخُوْا وَأَرْجُوْا وَوَفِّرُوْا وَمَعْنَاهَا كُلُّهَا تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيْثِ الَّذِيْ تَقْتَضِيهِ أَلْفَاظُهُ وَهُوَ الَّذِيْ قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، 'দাড়ি রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে নির্দেশসূচক পাঁচটি রেওয়াত এসেছে... যার সবগুলোর অর্থ হ'ল দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। এটাই হ'ল শব্দগুলোর দাবী অনুযায়ী স্পষ্ট

---

*৭. মা'আলিমুস সুনান ১/৩১; ফৎহুল বারী ১০/৩৪২।*
*৮. নায়লুল আওত্বার ১/১৩১।*
*৯. নববী, শরহু মুসলিম ৩/১৪৮; ফৎহুল বারী ১১/৫৫৭; ছালেহ আল-ফাওযান, আল-বায়ান লিআখতাই বা'যিল কিতাব ১/৩০৫।*

*১০. নায়লুল আওত্বার ২/১৫৩ ।*
*১১. আল-বায়ান লিআখতাই বা'যিল কিতাব ১/৩০৫।*
*১২. ঐ ১/৩০৪।*
*১৩. ঐ ১/৩০।*
*১৪. নববী, শরহু মুসলিম ৩/১৩১।*

অর্থ। আর আমাদের একদল সাথী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ এর অর্থ এমনটাই বলেছেন’।[১৫]

দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ ‘কারাহাত’কে হারাম অর্থে ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ তারা হারাম ও মাকরূহের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ‘ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন’ গ্রন্থে لَفْظُ الْكَرَاهَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْمُحَرَّمِ ‘কারাহাত শব্দ হারাম অর্থে ব্যবহার’ শীর্ষক অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ ‘কারাহাত’ দ্বারা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা ছিল হারাম। কিন্তু পরবর্তীতে শৈথিল্যবাদীরা একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন, যা চরম ভুল। এরপর তিনি অনেক হাদীছ ও বিদ্বানগণের উক্তি উল্লেখ করেন যা হারাম অর্থে ছিল। অতঃপর বলেন, فَالسَّلَفُ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْكَرَاهَةَ فِي مَعْنَاهَا الَّذِي اُسْتُعْمِلَتْ فِيهِ فِي كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِه، وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرُونَ اصْطَلَحُوا عَلَى تَخْصِيصِ الْكَرَاهَةِ بِمَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، ‘বিদ্বানগণ ‘কারাহাত’ শব্দকে ঐ অর্থে ব্যবহার করেছেন যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল আল্লাহ্র কালাম ও রাসূলের বাণীতে। কিন্তু পরবর্তী ইমামের অনুসারীরা কারাহাতকে খাছ করে পরিভাষা তৈরি করে নিল যে তা হারাম নয়’।[১৬] সুতরাং কাযী ইয়ায বা অন্য কোন বিদ্বান দাড়ি মুণ্ডন করাকে যে মাকরূহ বলেছেন, তা হারাম অর্থেই ছিল। সেজন্য শাফেঈ বিদ্বান আবু শামাহ মাকদেসী (৫৯৯-৬৬৫ হি.) আফসোস করে বলেন, وَقَدْ حَدَّثَ قَوْمٌ يَحْلِقُوْنَ لِحَاهُمْ وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا نُقِلَ عَنِ الْمَجُوْسِ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُصُّوْنَهَا، ‘কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা তাদের দাড়ি মুণ্ডন করে সেটা অগ্নিপূজকদের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে মারাত্মক। কারণ তারা দাড়ি কর্তন করে’।[১৭] অতএব দাড়ি রাখা সুন্নাত বলে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোন সুযোগ নেই। বরং এটি ওয়াজিব সুন্নাত।

## দাড়ি ছোট করার বিধান :

একদল বিদ্বান কিছু যঈফ হাদীছের উপর ভিত্তি করে দাড়ি-কাট-ছাঁট করাকে জায়েয মনে করেন। অথচ সে বর্ণনাগুলো দুর্বল হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন তারা নিম্নের হাদীছগুলো দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন,

(١) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا-

(১) আমর ইবনু শু‘আয়েব তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর দাড়ির প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য থেকে (অসমান অংশ) ছাঁটতেন।[১৮]

উক্ত হাদীছের সনদে ওমর বিন হারূন নামে মিথ্যাবাদী রাবী থাকায় মুহাক্কিকগণ এর সনদকে জাল বলেছেন।[১৯] সুতরাং উক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

(٢) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلاً مُجَفَّلَ الرَّأْسِ واللِّحْيَةِ وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ يَقُوْلُ خُذْ مِنْ لِحْيَتِكَ ورأسِكَ.

(২) জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) জনৈক লোককে চুল ও দাড়ির কারণে ভয়ংকর অবস্থায় দেখলেন। তিনি তার মাথা ও দাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তুমি চুল ও দাড়ি ছোট কর’।[২০]

উক্ত হাদীছের সনদে আবু মালেক আন-নাখঈ নামে একজন নিতান্ত যঈফ রাবী থাকায় হাদীছটি প্রত্যাখ্যাত। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية، لا قولا كهذا، ولا فعلا، ‘জেনে রাখুন, দাড়ি কাট-ছাঁট করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে যেমন কাওলী হাদীছ সাব্যস্ত হয়নি তেমনি ফে‘লী হাদীছও সাব্যস্ত হয়নি’।[২১]

তবে ইবনু ওমর থেকে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাট-ছাঁট করার বর্ণনা রয়েছে। যা বিশেষ সময়ের জন্য তার ব্যক্তিগত আমল ছিল। যেমন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর। তোমরা গোঁফ ছেঁটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও। আর ইবনু ওমর (রাঃ) যখন হজ্জ বা ওমরায় যেতেন তখন তিনি দাড়ি থেকে এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন’।[২২]

মারওয়ান বিন সালেম আল-মুকাফ্ফা‘ বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি তিনি দাড়ি ধরতেন অতঃপর এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন।[২৩]

**জওয়াব :** ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে দাড়ি কাট-ছাঁট করার ব্যাপারে যে বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলোর সনদ ছহীহ বা হাসান হ’লেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি ছিল আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর হজ্জকালীন ইজতিহাদ। আর ইজতিহাদে ছাহাবায়ে কেরামেরও ভুল হ’তে পারে। যদিও তিনি

*১৫. শরহ মুসলিম ৩/১৩১।*
*১৬. ই‘লামুল মুআক্কিঈন ১/৩২-৩৪।*
*১৭. ফৎহুল বারী ১০/৩৫১।*
*১৮. তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯।*
*১৯. যঈফাহ হা/২৮৮।*
*২০. শু‘আবুল ঈমান হা/৬০২০।*
*২১. যঈফাহ হা/২৩৫৫ ও এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
*২২. বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা/২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১।*
*২৩. আবূদাউদ হা/২৩৫৭; ইরওয়া হা/৯২০, সনদ হাসান।*

ইজতিহাদ করার কারণে ছওয়াব পেয়ে যাবেন। আল্লাহর বাণী, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ 'আল্লাহ চাইলে অবশ্যই তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে নির্ভয়ে মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় অথবা কেশ কর্তিত অবস্থায় (*ফাৎহ ৪৮/২৭*)। অত্র আয়াতের মাথা মুণ্ডন ও চুল কর্তন উভয় বিধানের উপর ইবনু ওমর (রাঃ) আমল করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি মাথা মুণ্ডন করেন এবং দ্বিতীয় শব্দের উপর আমল করার জন্য তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতে দাড়ি থেকে অল্প ছাঁটতেন। কিন্তু এটি ইসলামের বিধান ছিল না। সেজন্য ইমাম মালেক (রহঃ) ইবনু ওমরের বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন, لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، 'এটি লোকদের জন্য ছিল না'।[২৪] তথা لَيْسَ الأَخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، 'ছাহাবাগণ দাড়ি ছাঁটতেন না। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইবনু ওমরের আমল বর্ণনা করার পর বলেন, যাদের মাথায় চুল নেই তারা কেবল দাড়ি ও গোঁফ থেকে কিছু অংশ ছাঁটতে পারে। তিনি আরো বলেন, وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّأْسِ لَا فِي اللِّحْيَةِ، 'আর যদি দাড়ি-গোঁফ থেকে কিছুই না ছাঁটে তাহ'লে এতে কোন দোষ নেই। কারণ হজ্জের বিষয়টি মাথার সাথে সংশ্লিষ্ট দাড়ির সাথে নয়'।[২৫] স্মর্তব্য যে, সূরা ফাৎহ ২৭ আয়াত রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি দাড়ি ছাঁটার কথা বলেননি।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) ইবনু ওমরের আমল বর্ণনা করার পর বলেন, وَالرِّوَايَاتُ الْمَرْفُوعَةُ تَرُدُّهُ 'রাসূল (ছাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হাদীছগুলো ইবনু ওমরের আমলকে প্রত্যাখ্যান করে'।[২৬]

ইবনু ওমরের হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেন, لَعَلَّ ابْنُ عُمَرَ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ فِي النُّسُكِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ كُلَّهُ وقَصَّرَ مِن لِحْيَتِهِ لِيَدْخُلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ وخَصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوْمِ قَوْلِهِ (وَفِّرُوْا اللِّحَى) فَحَمَلَهُ عَلَى حَالِهِ غَيْرَ حَالَةِ النُّسُكِ، 'ইবনু ওমর (রাঃ) হয়ত হজ্জে মাথা মুণ্ডন ও চুল কর্তনের মধ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি পুরো মাথা মুণ্ডন করেন অতঃপর দাড়ি ছেঁটে আল্লাহর বাণী 'মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় অথবা কেশ কর্তিত অবস্থায়'-এর সাধারণ নির্দেশনায় প্রবেশ করে উভয়টির নেকী পেতে চেয়েছিলেন। আর এটাকে তিনি দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সাধারণ নির্দেশ থেকে হজ্জ ও ওমরার জন্য খাছ ভেবে করেছিলেন'।[২৭]

ইবনুত তীন ইবনু ওমরের এক মুষ্টি দাড়ি কাটার কথার প্রতিবাদ করে বলেন, لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرِ الْقَبْضَةِ مِنْ لِحْيَتِهِ، بَلْ كَانَ يُمْسِكُ عَلَيْهَا فَيُزِيلُ مَا شَذَّ مِنْهَا، 'এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ইবনু ওমর (রাঃ) ছাঁটতেন উক্ত হাদীছ দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় বরং তিনি এলোমেলো বা অধিক লম্বা দাড়ি ছেঁটে গোছালো করতেন'।[২৮]

ইবনুল মুফলেহ (রহঃ) ইবনু ওমরের আমলের বিরোধিতা করে বলেন, لَكِنْ إِنَّمَا فَعَلَهُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ 'ইবনু ওমর কেবল হজ্জে বা ওমরায় এটা করেছেন (*আল-ফুরূ' ১/৯২*)।

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, যারা ইবনু ওমরের আমল দ্বারা এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটার পক্ষে দলীল গ্রহণ করে থাকে, তাতে তাদের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، والحجة في روايته لا في اجتهاده. وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة. 'এটি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ ছিল। আর দলীল রয়েছে তার বর্ণিত হাদীছে, তার ইজতিহাদে নয়। সেজন্য বিদ্বানগণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, রাসূল (ছাঃ), ছাহাবী ও তৎপরবর্তী বর্ণনাকারীকর্তৃক বর্ণিত হাদীছ দলীল। আর এটিই অগ্রাধিকার পাবে যখন তার মতামত সুন্নাতের বিপরীত হবে'।[২৯] তিনি আরো বলেন, والصَّوابُ وُجُوبُ إعْفاءِ اللِّحْيَةِ وإرْخائِهَا وتَحْرِيمِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَوْ زَادَ عَلَى القَبْضَةِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لأَنَّ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ، 'সঠিক হ'ল, দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব এবং তা থেকে কাট-ছাঁট করা হারাম, যদিও তা এক মুষ্টির অতিরিক্ত হয়। সেটা হজ্জ ও ওমরাকালীন হোক বা অন্য সময় হোক। কেননা রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীছগুলো এটাই প্রমাণ করে'।[৩০]

তাছাড়া ইবনু ওমর (রাঃ) যে লম্বা দাড়ি রাখতেন, সে ব্যাপারে তাঁর আমল বর্ণিত হয়েছে- كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبُلُّ أُصُولَ شَعْرِ لِحْيَتِهِ، وَيُغَلْغِلُ بِيَدِهِ فِي أُصُولِ شَعْرِهَا حَتَّى تَكْثُرَ

---

২৪. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৮৬।*
২৫. *কিতাবুল উম্ম ২/২৩২; বায়হাকী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১০০০৬।*
২৬. *নায়লুল আওত্বার ১/১৪৯।*

২৭. *ফৎহুল বারী ১৬/৪৮৩; তোহফাতুল আহওয়াযী ৮/৩৯।*
২৮. *ফৎহুল বারী হা/৫৮৯২-এর ব্যাখ্যা ১০/৩৫০-৫১ পৃ.।*
২৯. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৮/৩৭০, ১০/৭৯, ২৫/২৯৬, ২৯/৩৫।*
৩০. *আলী আহমাদ তাহতাবী, আল-লিহইয়াতু ফী যুইল কিতাবে ওয়াস-সুন্নাহ ১৩০ পৃ.।*

الْقَطَرَاتَ مِنْهَا، 'ইবনু ওমর (রাঃ) ওযূর সময় দাড়ির চুলের মূলে পানি পৌঁছাতেন এবং হাত দ্বারা দাড়ির গোড়া খেলাল করতেন। এমনকি তাঁর দাড়ি থেকে অনবরত পানি ঝরে পড়ত'।[৩১] এই বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, ইবনু ওমর (রাঃ) হজ্জে কেবল এলোমেলো দাড়ি ছাঁটতেন। অন্য সময় করতেন না। নাফে' বলেন, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْفِي لِحْيَتَهُ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، 'ইবনু ওমর (রাঃ) দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিতেন। তবে হজ্জ ও ওমরার সময় ব্যতীত'।[৩২]

এতদ্ব্যতীত এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত আমল। অন্য কোন ছাহাবী থেকে এরূপ করার কোন বিশুদ্ধ দলীল পাওয়া যায় না। আর তিনি কাউকে করার জন্য নির্দেশও দেননি। দ্বিতীয়তঃ তিনি শুধু হজ্জ ও ওমরার সময় করেছেন, অন্য সময় নয়। তৃতীয়তঃ এটি ব্যাখ্যাগত বিষয়, যা স্পষ্ট দলীলের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

**দাড়ি ছাঁটা সম্পর্কে আরো কিছু আছার ও সেগুলোর জওয়াব :**

দাড়ি ছাঁটার ব্যাপারে কতিপয় বিদ্বান আরো কিছু আছার দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন। যেগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর আমল বিরোধী হওয়ায় তা পরিত্যাজ্য। যেমন,

১- عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَلَى القَبْضَةِ-

(১) আবু যুর'আ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) হাত দিয়ে দাড়ি ধরতেন অতঃপর এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছেঁটে ফেলতেন'।[৩৩] উক্ত হাদীছের সনদে ওমর বিন আইয়ূব নামে একজন কূফী রাবী রয়েছেন, যার বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৪]

২- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ،

(২) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা হজ্জ ও ওমরা ব্যতীত সব সময় দাঁড়ি লম্বা রাখতাম'।[৩৫]

উক্ত আছারটির সনদে আবুয যুহায়ের নামক মুদাল্লিস রাবী এবং আব্দুল মালেক বিন আবী সুলায়মান নামক যঈফ রাবী থাকায় বর্ণনাটি যঈফ।[৩৬] মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে, যার সনদে আবু হেলাল নামে একজন দুর্বল রাবী থাকায় সেটিও যঈফ।[৩৭] তাছাড়া বিষয়গুলো হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩- عَنْ سِمَاكِ بْنِ يَزِيْدَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ-

(৩) সেমাক বিন ইয়াযীদ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) মুখের আশ-পাশের দাড়ি ছাঁটতেন।[৩৮]

উপরোক্ত আছারটির সনদে যাম'আ বিন ছালেহ আল-জুনদী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। ফলে আছারটি আমল যোগ্য নয়।[৩৯]

৪- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّفَثُ الرَّمْيُ، وَالذَّبْحُ، وَالْحَلْقُ، وَالتَّقْصِيرُ، وَالْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ وَاللِّحْيَةِ-

(৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) আত-তাফাছ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'সেটি হ'ল পাথর নিক্ষেপ, পশু যবহ, মাথা মুণ্ডন, চুল ছোট করা এবং দাড়ি, গোঁফ ও নখ ছোট করা'।[৪০]

উক্ত আছারটি যঈফ। কারণ প্রথমতঃ এর সনদে আব্দুল মালেক নামে একজন মুদাল্লিস রাবী আছেন। দ্বিতীয়তঃ এর মতনে ইযতিরাব রয়েছে।[৪১] তাছাড়া এটি হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট।

এই ধরনের তাফসীর আতা বিন রাবাহ ও মুজাহিদ (রহঃ) সহ অন্যান্য তাবেঈ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো থেকে বুঝা যায় যে, এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটা জায়েয। কিন্তু ঐ বর্ণনাগুলির প্রত্যেকটি দু'টি কারণে ত্রুটিযুক্ত। একটি হ'ল সনদ যঈফ। আর দ্বিতীয়তঃ ইযতিরাব। আর বর্ণনাগুলো ছহীহ সনদে এসেছে, সেগুলোর একটিতেও দাড়ি কাট-ছাঁট করার কথা নেই। অতএব যঈফ সনদে বর্ণিত আছার দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী সাব্যস্ত হয় না।[৪২]

৫- عَنِ الحَسَنِ قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُوْنَ فِيمَا زَادَ عَلَى القَبْضَةِ مِنَ اللِّحْيَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا-

(৫) হাসান বছরী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবীগণ এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছাঁটার ব্যাপারে ছাড় দিতেন'।[৪৩]

উপরোক্ত আছারের সনদে আশ'আছ বিন সাওয়ার আল-কিন্দী সকল বিদ্বানের নিকটে যঈফ।[৪৪]

৬- عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَأْخُذُوْنَ مِنْ جَوَانِبِهَا وَيُنَظِّفُوْنَهَا يَعْنِي اللِّحْيَةَ –

৩১. তাফসীরে তাবারী হা/১১৩৮৫; আবু আব্দির রহমান ফুযী, আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই'ফাইল লেহ্ইয়া ৮ পৃ., সনদ ছহীহ।
৩২. তাবাকাতে ইবনু সা'দ ৪/১৩৪, ৩৭, সনদ ছহীহ; আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই'ফাইল লেহ্ইয়া ৫ পৃ.।
৩৩. ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৪৮৬।
৩৪. আবু হাতেম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৬/৯৮, রাবী নং ৫১২।
৩৫. আবূদাউদ হা/৪২০১; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৮৯৪৮।
৩৬. আলবানী, আবুদাউদ হা/৪২০১-এর আলোচনা; আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই'ফাইল লেহ্ইয়া ২৭-২৮ পৃ.।
৩৭. আদ-দুর্রুল মুনতাকা ২৮ পৃ.।
৩৮. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৪৮০।
৩৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাকরীবুত তাহযীব রাবী নং ২০৪০; আদ-দুর্রুল মুনতাকা ৩১ পৃ.।
৪০. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৫৬৭৩; ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল উমদাহ ৩/৫।
৪১. আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই'ফাইল লেহ্ইয়া ৩৫ পৃ.।
৪২. বিস্তারিত দ্র. আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই'ফাইল লেহ্ইয়া ৩৫ -৪০ পৃ.।
৪৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫২৩।
৪৪. তাকরীবুত তাহযীব ১১৩ পৃ.; তাহযীবুল কামাল ৩/২৬৮; ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/১৭১; আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই'ফাইল লেহ্ইয়া ৩৩ পৃ.।

(৬) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, ছাহাবীগণ দাড়ির পার্শ্ব থেকে কাট-ছাঁট করে তা পরিপাটি করে রাখতেন।[৪৫]

উক্ত আছারের সনদে কূফার বিদ্বান ইয়া'লা বিন ওবায়েদ থাকায় বর্ণনাটি যঈফ। কারণ ইয়া'লা বিন ওবায়েদ যখন সুফিয়ান ছাওরী থেকে বর্ণনা করেন তখন তার বর্ণনা মুহাদ্দিছগণের নিকটে অগ্রহণযোগ্য।[৪৬]

উল্লেখ্য যে, অতীতের বড় একদল বিদ্বানসহ আধুনিক যুগের বিদ্বানদের একটি অংশ রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত যঈফ হাদীছসমূহ, ইবনু ওমর বর্ণিত ছহীহ আছার ও আবু হুরায়রা, আলী, জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত যঈফ আছার এবং তাবেঈ ও কতিপয় সালাফের এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাট-ছাঁট করার আমল থাকার কারণে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাট-ছাঁট করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফৎওয়া প্রদান করেছেন।[৪৭]

কাযী ইয়ায, ইবনু নাযীমসহ হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বিদ্বান ও ইমাম কুরতুবী মনে করেন, এমন অতিরিক্ত দাড়ি রাখা যাবে না যা দেখতে অসুন্দর বা ব্যক্তির জন্য অস্বস্তিকর কিংবা জট বাঁধলে অতিরিক্ত অংশ কাটা জায়েয।[৪৮]

উপরোক্ত বিদ্বানগণ যে দলীলগুলোর ভিত্তিতে দাড়ি কাট-ছাঁট করা জায়েয বলেছেন, তা যদি গ্রহণযোগ্যও হয়, তবুও তা নিঃসন্দেহে উত্তমের বিপরীত। কারণ রাসূল (ছাঃ) হজ্জ বা হজ্জের বাইরে কোন সময় দাড়ি কাট-ছাঁট করেননি। সেজন্য একদল বিদ্বান দাড়িকে কোন রকম কাট-ছাঁট না করে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াকে ওয়াজিবী সুন্নাত বলেছেন।

ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (রহঃ) বলেন, ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَكَرِهُوْا تَنَاوُلَ شَيْءٍ مِنَ اللِّحْيَةِ مِنْ طُولِهَا وَمِنْ عَرْضِهَا، 'একদল বিদ্বান হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ নিয়েছেন। ফলে তারা দাড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থেকে কোন কিছু কাট-ছাঁট করাকে মাকরূহ মনে করেন।[৪৯] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, والصحيح كراهة الاخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح واعفوا اللحي، 'বিশুদ্ধ হ'ল সাধারণ অবস্থায় দাড়ি কাট-ছাঁট করা মাকরূহ এবং হাদীছের ভিত্তিতে দাড়িকে কাট-ছাঁট না করে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া'।[৫০] তিনি আরো বলেন, وَالْمُخْتَارُ تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لها بتقصير شئ أَصْلًا، 'উত্তম হ'ল দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া এবং কোনভাবে কাট-ছাঁট করে হস্তক্ষেপ না করা'।[৫১]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء، 'দাড়িকে কোনভাবে হস্তক্ষেপ না করে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব।[৫২] শায়খ উছায়মীন (রহঃ)ও অনুরূপ বলেছেন।[৫৩]

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ বলেন, معنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر. هذا هديه في القول أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، 'ই'ফাউল লিহ্ইয়া অর্থ দাড়িকে ছেড়ে দেওয়া, কাট-ছাঁট না করা যাতে তা লম্বা হয়ে যায়। এটিও হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীতে নির্দেশনা। আর তার কর্মের আদর্শ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর আমল থেকে দাড়ি কাট-ছাঁট করা সাব্যস্ত না হওয়া'।[৫৪]

তারা আরো বলেছেন, ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها، 'কিছু মানুষ দাড়ি মুণ্ডন করে বা দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হ'তে কিছু কাট-ছাঁট করে যা জায়েয নয়। কেননা এটা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ ও দাড়ি রাখার ব্যাপারে তার নির্দেশনা বিরোধী কাজ'।[৫৫]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (وفروا اللحى) ، (أعفوا اللحى) ، (أرخوا اللحى) فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذن منها شيئاً، فإن هدي الرسول، عليه الصلاة والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً،

---

৪৫. শু'আবুল ঈমান হা/৬০১৮; যঈফাহ হা/৫৪৫৩৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৪৬. আবু হাতেম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৯/৩০৫, রাবী নং ১৩১২; তাহযীবুল কামাল ৩২/৩৯২; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৪/৪৫৮, রাবী নং ৯৮৩৮; তাহযীবুত-তাহযীব ১১/৪০১-২, রাবী নং ৭৭৯; তাকরীবুত তাহযীব ৬০৯ পৃ. রাবী নং ৭৮৪৪; ইবনু রজব, শারহু ইলালিত-তিরমিযী ২/৮১২; আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই'ফাইল লেহ্ইয়া ৩০ পৃ.।
৪৭. খাল্লাল বাগদাদী, আল-উকূফু ওয়াত-তারাজ্জুল মিন মাসায়েলে ইমাম আহমাদ হা/৯৭-৯৮; আল-উকূফু ওয়াত-তারাজ্জুল মিন মাসায়েলে ইমাম আহমাদ হা/৯৯; আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই'ফাইল লেহ্ইয়া ৩০ পৃ.; মুহাম্মাদ ইবনু হাসান, আল-আছার হা/৯০০; আব্দুল্লাহ জাদী' ৫পৃ.; আল-মুদাউওয়ানাহ ২/৪৩০; আত-তামহীদ ২৪/১৪৫; কিতাবুল উম্ম ২/২৩২; বায়হাকী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১০০০৬; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৪৮২; ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/১৪৩; ফাৎহুল বারী ১০/৩৫০; আল-ইস্তিযকার ৪/৩১৭; ফৎহুল কাদীর ২/২৭০; ইবনু বাত্তাল, শারহুল বুখারী ৯/১৪৭; আল-ইনছাফ ১/১২১; শারহুল 'উমদাহ ১/২৩৬; শারহু মিশকাত ৮/২৫৪; ফৎহুল বারী ১০/৩৬; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ২/৪৫৯; ত্বরহুত তাছরীব ২/৪৯; যঈফাহ হা/৬২০৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৪৮. ইকমালুল মু'আল্লিম ২/৩৬; আল-বাহরুর রায়েক ৩/১২; আল-মুফহাম ১/৫১৬।
৪৯. ফৎহুল বারী ১০/৩৫০।
৫০. আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব ১/২৯০।
৫১. শরহ মুসলিম ৩/১৫১।
৫২. মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৪৪৩।
৫৩. ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১০/১৭৩।
৫৪. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৫৬।
৫৫. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৫৬।

وكذلك كان هدي الأنبياء قبله. 'দাড়ি ছোট করা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ বিরোধী কাজ...। সুতরাং যারা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের অনুসরণ করতে চায় এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, তারা যেন অবশ্যই দাড়ির কোন অংশ না কাটে। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ হ'ল দাড়ির কোনকিছু কাট-ছাঁট না করা এবং এটাই ছিল তাঁর পূর্বের সকল নবী-রাসূলের আদর্শ।[৫৬]

অবশ্য যারা দাড়ি কাট-ছাঁট করাকে জায়েয বলেছেন, তারাও দাড়িকে নিজে অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উত্তম বলেছেন। যেমন হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেন, وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَأَنْ لَا يُقْطَعَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِه، 'এই হাদীছ দ্বারা জমহূর বিদ্বানগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া এবং তা থেকে কোনকিছু কাট-ছাঁট না করা উত্তম। আর এটাই ইমাম শাফেঈ ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত'।[৫৭]

ইমাম গাযালী (রহঃ) দাড়ি কাট-ছাঁট করার ব্যাপারে মতপার্থক্য বর্ণনা করার পর বলেন, وكرهه الحسن وقتادة وقالا : تركها عافية أحب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى- 'দাড়ি কাট-ছাঁট করাকে হাসান ও ক্বাতাদা (রহঃ) অপসন্দ করতেন। তারা বলতেন, (দাড়িকে রেখে দাও) রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর কারণে দাড়িকে নিজ অবস্থায় রেখে দেওয়া নিরাপদ এবং অধিক পসন্দনীয়'।[৫৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যারা এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাট-ছাঁট করাকে জায়েয বলেছেন, তারাও দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াকে উত্তম বলেছেন। অতএব নিরাপদ ও উত্তম হ'ল দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া।

এক্ষণে কোন বর্ণনাকারী ছাহাবী স্বীয় বর্ণনার বিপরীত আমল করলে বা ফৎওয়া প্রদান করলে উম্মতের করণীয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কোন মাসআলা বর্ণনাকারী ছাহাবীর আমল বর্ণিত হাদীছের বিপরীত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করতে হবে এবং তার ফৎওয়া পরিহার করতে হবে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর একটি আমল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলের বিপরীত হ'লে করণীয় সম্পর্কে ইবনু ওমরকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি উত্তরে বলেন, أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 'তুমি কি মনে কর, কোন বিষয় যদি আমার পিতা নিষেধ করেন আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা করে থাকেন, তবে সেক্ষেত্রে কি আমার পিতার অনুসরণ করব, না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করব? লোকটি বলল, বরং রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের অনুসরণ করব। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) তা (তামাত্তু) করেছেন'।[৫৯] অন্যত্র এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, أَفَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ، 'তোমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য না ওমরের সুন্নাত'?[৬০]

খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন, إِذَا رَوَى الصَّحَابِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رُوِيَ عَن ذَلِكَ الصَّحَابِي خِلافاً لِمَا رَوَى فَإِنَّهُ يَنْبَغِي الأَخْذُ بِرِوَايَتِهِ، وتَرْكُ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِن فِعْلِه أَوْ فُتْيَاهُ، لأَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْنَا قَبُولُ نَقْلِهِ وَرِوَايَتِه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ قَبُول رَأْيِه ... ولأَنَّ الصَّاحِبَ قَدْ يَنْسَى مَا رَوَى وَقْتَ فُتْيَاهُ ... ولأَنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَذْكُرُ مَا رَوَى، 'যখন কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন। অতঃপর উক্ত ছাহাবী থেকে তার বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়, তাহ'লে এক্ষেত্রে তার থেকে বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করতে হবে। তার থেকে বর্ণিত তার কর্ম বা ফৎওয়া বর্জন করতে হবে। কেননা আমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল তার থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ গ্রহণ করা এবং তার (ছাহাবীর) রায় বা মতামত গ্রহণ না করা।... কারণ কখনো কখনো বর্ণনাকারী ফৎওয়া প্রদানের সময় তার বর্ণিত হাদীছের কথা ভুলে যান।... আবার কখনো স্মরণ করতে পারেন'।[৬১]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لاَ يُتْرَكُ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ المَعْصُومُ لِمُخَالَفَةِ رَاوِيهِ لَهُ، فَإِنَّ مُخَالَفَتَهُ لَيْسَتْ مَعْصُومَةً، 'বর্ণনাকারীর বিরোধী আমল বা উক্তির কারণে নিরাপদ ও ছহীহ হাদীছ বর্জন করা যাবে না। কারণ তার বিরোধিতাটা নিরাপদ নয়'।[৬২]

ইসমাঈল আনছারী (রহঃ) ইবনু ওমর (রাঃ)-এর আমল সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনার পরে বলেন, الحُجَّةُ فِي رِوَايَتِهِ، لاَ فِي رَأْيِهِ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلَهُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِالاتِّبَاعِ مِن قَوْلِ غَيْرِهِ كَائِناً مَن كَانَ، 'তার বর্ণিত হাদীছে দলীল রয়েছে, তার মতামতে নয়। নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ)-

৫৬. *উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮২, ১২৬।*
৫৭. *ত্বরহুত তাছরীব ফী শারহিত তাকরীব ২/৮৩।*
৫৮. *ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৭৭, ১/১৪৩।*
৫৯. *আহমাদ হা/৫৭০০; তিরমিযী হা/৮২৪, সনদ ছহীহ।*
৬০. *আহমাদ হা/৫৭০০; মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৫৫৬৩; আবু আওয়া'না হা/ ৩৩৬৬, সনদ ছহীহ।*
৬১. *আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/৩৭০-৭২।*
৬২. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ৩/৩৬।*

এর বাণী ও কর্মের আনুগত্য করা অধিক উপযুক্ত ও অন্য যে কারো আনুগত্য থেকে উত্তম। সে যেই হোক না কেন’।[৬৩]

শায়খ আলবানী (রহঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, الذي نختاره القبضة والمسألة فيها نظر والأحسن اتباع السنة على كل حال ‘আমি যা পসন্দ করি তা হ’ল এক মুষ্টি। তবে উক্ত মাসআলাতে আপত্তি রয়েছে। আর সর্বাধিক উত্তম হ’ল সর্বাবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা’।[৬৪]

রাসূল (ছাঃ) উম্মতের জন্য অনুসরণীয়। আর তিনি যেহেতু কোন দিন দাড়ি কাট-ছাঁট করেননি সেজন্য তাঁর উম্মতের জন্য করণীয় হবে দাড়িকে নিজে অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। *(আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)*।

উল্লেখ্য যে, সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা অনেক ছোট করে দাড়ি রাখে বা ট্রিম করে, যা দাড়ি রাখার নামে স্রেফ প্রতারণা ও অপকৌশল। অতীতে মুশরিক ও অন্যান্য বিধর্মীরা এভাবে দাড়ি ছোট করে রাখত। রাসূল (ছাঃ) তাদের দাড়ির ভয়াবহ অবস্থা দেখে তিনি তার উম্মতকে দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দেন। আবু শামাহ বলেন, وَقَدْ حَدَّثَ قَوْمٌ يَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا نُقِلَ عَنِ الْمَجُوسِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُصُّونَهَا ‘কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা তাদের দাড়ি মুণ্ডন করে, যা অগ্নিপূজকদের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে তা থেকেও ভয়াবহ। কারণ তারা দাড়ি সাইজ করে ছোট করে’।[৬৫]

আল্লামা আলাঈ বলেন, إِنَّ الْأَخْذَ مِنَ اللِّحْيَةِ وَهِيَ دُونَ الْقَبْضَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودَ وَالْهُنُودِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ ‘এক মুষ্টির নীচে দাড়ির কিছু অংশ কাটা যেমন কিছু পশ্চিমা ও পুরুষ হিজড়ারা করে থাকে তা কেউ বৈধ বলেননি। আর পুরো দাড়ি মুণ্ডন করা ইহূদী, হিন্দু ও অনারব অগ্নিপূজকদের কাজ’।[৬৬]

আল্লামা শানক্বীতী (রহঃ) দাড়ি ছোটকারীদের অপকৌশলের কথা উল্লেখ করে বলেন, والبعض يأخذ القبضة بأصبعه الإبهام والتي تليها، وهذه ليست بقبضة؛ بل هذا حلق؛ لأنه لا يبقى منها شيء، فلا ينبغي الاحتيال ‘কেউ কেউ তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী দাড়ি ভিতর প্রবেশ করিয়ে অতিরিক্ত পুরো দাড়ি কাট-ছাট করে যা মুষ্টি হিসাবে গণ্য হবেনা। বরং এটা মুণ্ডন। কেননা এতে কিছুই থাকেনা। সুতরাং এভাবে অপকৌশল করা সমীচীন নয়’।[৬৭]

*৬৩. হুকমুদ্দীন ৩১ পৃ.; আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই'ফাইল লেহইয়া ১৩ পৃ.।*
*৬৪. দুরূসুন লিশ শায়খ আলবানী ৩৬/১১।*
*৬৫. ফৎহুল বারী ১০/৩৫১।*
*৬৬. ফৎহুল কাদীর ৪/৩১০; ইবনু আবেদীন, আল-'উকূদুদ দুররিয়া ১/৩২৯।*
*৬৭. শারহু যাদিল মুস্তাকনে' ৩২/২৪৪।*

## দাড়ি রাখার উপকারিতা :

দাড়ি রাখার উপকারিতা হ’ল- (১) এতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের আনুগত্য করা হয় (২) মুশরিক এবং অগ্নি পূজকদের বিরোধিতা করা হয় (৩) এতে মহিলাদের সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকা যায় (৪) গোঁফ ছাঁটা এবং দাড়ি রাখা মুসলমানদের নিদর্শন (৫) এতে পুরুষদের পৌরুষ ফুটে ওঠে (৬) এতে চেহারা ও চোখের দীপ্তি, যৌনশক্তি এবং দেহের স্নায়ুবিক ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে। পক্ষান্তরে নিয়মিত শেভ করলে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এলার্জি, একজিমা, যৌন দুর্বলতাসহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। বার্লিন ইউনিভার্সিটির গবেষক ডাঃ মোর একথা বলেছেন।[৬৮] কোন কোন চিকিৎসক বলেন, যদি পরপর ৮ পুরুষ ধরে কোন বংশের লোক নিয়মিত শেভ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহ’লে ঐ বংশের ৮ম পুরুষ দাড়ি শূন্য হয়ে থাকে। যেমন বহু হিজড়াকে দেখা যায়, তাদের পুরুষের ন্যায় সবই আছে। অথচ দাড়ি নেই।[৬৯]

দাড়ি রাখা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ডের এক দল গবেষকের একটি গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হয়েছে ‘রেডিয়েশন প্রোটেকশন ডোজিমেট্রি জার্নালে’। এতে জানা যায়, দাড়ি সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি ঠেকায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত এবং স্কিন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। যাদের অ্যাজমার সমস্যা আছে, তারাও দাড়ির মাধ্যমে অনেক উপকার পেতে পারেন। দাড়ি বাতাস ঠেকিয়ে চামড়ার আর্দ্রতা বজায় রাখে। নিয়মিত শেভ করলে দাড়ির মূলে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটায় এবং ব্রন সৃষ্টি করে।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وأَمَّا شَعْرُ اللِّحْيَةِ، ففيه مَنَافِعُ : مِنْهَا الزِّينَةُ والوَقَارُ والهَيْبَةُ. وَلِهَذَا لا يُرَى عَلَى الصِّبْيَانِ والنِّسَاءِ مِنَ الهَيْبَةِ والوَقَارِ مَا يُرَى عَلَى ذَوِي اللِّحَى. ‘দাড়ির চুলে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে, যেমন সৌন্দর্য, সম্মান-মর্যাদা ও শ্রদ্ধা। সেজন্য দাড়ি ওয়ালাদের প্রতি যেরূপ সম্মান-মর্যাদা ও শ্রদ্ধা দেখানো হয়, তদ্রূপ নারী ও শিশুদের প্রতি দেখানো হয় না’।[৭০]

**উপসংহার :** দাড়ি মুসলমানদের অন্যতম নিদর্শন। যার মাধ্যমে মুসলিম পুরুষদের চেনা যায়। ইসলামের প্রতিটি বিধানের দুনিয়াবী এবং পরকালীন কল্যাণ রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর লক্ষ লক্ষ ছাহাবী কেউ কখনো দাড়ি শেভ করেছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কারণ তারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মেনে চলতেন। সেজন্য সকল যুগের নির্ভরযোগ্য বিদ্বানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব ও মুণ্ডন করা হারাম। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামের এই অন্যতম শে‘আরস্বরূপ এই বিধানটি সঠিকভাবে সুন্নাত মোতাবেক পালন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

*৬৮. দ্রঃ সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/২৪১-৪৩।*
*৬৯. যাকারিয়া কান্ধলভী, উজূবু ই'ফাইল লিহইয়াহ ৩৩ পৃ.।*
*৭০. আত-তিবইয়ানু ফী আকসামিল কুরআন ১/৩১৭।*

# রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আয় শামিল হওয়ার উপায়

*-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ**

## ভূমিকা :

পৃথিবীতে আগত সকল নবী-রাসূলের মাঝে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মর্যাদা হ’ল তারাভরা রাতের আকাশে একটি রূপালী চাঁদে মত। তিনি সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার আগমনে পাপ-বিদগ্ধ ভুবনে শান্তির নির্মল সমীরণ প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর আনীত দ্বীনের অনুসরণ করে মানুষের নিস্পন্দ হৃদয়ে অপার্থিব জান্নাতি অনুভূতির স্পন্দন জেগে উঠেছিল। তাঁর পরিশীলিত আদর্শের অনুসরণে জাগতিক শান্তি ও পরকালীন মুক্তির ঠিকানা নিশ্চিত করা সম্ভব। ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে তিনিই আমাদের জন্য শাফা‘আত করবেন। তাঁর সুফারিশেই আমরা পেতে পারি জান্নাতী সওগাত। কিন্তু যদি এক জীবনে এই মহান রাসূলের দো‘আ লাভ করা যায়, তাহ’লে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় কী কল্পনা করা যায়? তিনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করেছেন, রহমত নাযিলের দো‘আ করেছেন- বিষয়গুলো ভাবতেই হৃদয় জুড়ে প্রশান্তি অনুভূত হয়।

## রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ লাভের উপায় :

ইবরাহীম (আঃ) যেমন তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য, মক্কা নগরীর জন্য বিভিন্ন দো‘আ করেছেন এবং সেই দো‘আর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্ম যুগ-যুগান্তরে উপকৃত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে, ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর উম্মতের জন্য বিভিন্ন দো‘আ করেছেন। পৃথিবীর ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত কোন মুমিন বান্দা সেই আমলগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর দো‘আয় নিজেকে শামিল করতে পারে। নিম্নে রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ লাভের কতিপয় উপায় বা আমল বিবৃত হ’ল-

### ১. তাওহীদী বিশ্বাসকে সঠিক ও স্বচ্ছ রাখা :

যারা শিরক থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক তাওহীদী বিশ্বাস রেখে মারা যাবে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাত লাভের দো‘আ করেছেন। আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أُعْطِيتُ أَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَنَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي الْخَامِسَةَ فَأَعْطَانِيهَا، كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَرْيَتِهِ وَلَا يَعْدُوهَا وَبُعِثْتُ كَافَّةً إِلَى النَّاسِ، وَأُرْهِبَ مِنَّا عَدُوُّنَا مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسَاجِدَ، وَأُحِلَّ لَنَا الْخُمُسُ وَلَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَنَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي الْخَامِسَةَ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوَحِّدُهُ إِلَّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فَأَعْطَانِيهَا،

‘আমাকে চারটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কাউকে (কোন নবীকে) প্রদান করা হয়নি। আমি আমার রবের নিকট পঞ্চমটি চেয়েছি, তিনি আমাকে সেটাও দান করেছেন। (পূর্ববর্তী সকল) নবীকে তার স্বীয় গোত্রের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, আর তার কওমের লোকেরা তার নবুওয়াতের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করেছে। আর আমাকে সমগ্র মানবজাতির নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমাদের থেকে এক মাসের দূরবর্তী আমাদের শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে। আমার জন্য সমগ্র যমীন পবিত্র ও ইবাদতের উপযোগী করা হয়েছে। আমার জন্য গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ হালাল করা হয়েছে, যা আমাদের পূর্ববর্তী কোন নবীর জন্য হালাল ছিল না। আর আমি আমার রবের নিকট পঞ্চম বিষয়টি চেয়েছি। আমি তাঁর নিকটে দাবী করে বলেছি, ‘(হে আল্লাহ!) আমার উম্মতের কোন বান্দা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী হয়ে মারা গেলে, তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও’। অতঃপর তিনি আমাকে এই দাবী পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করছেন’।[১] সুতরাং বুঝা গেল যাদের আক্বীদা বিশুদ্ধ হবে এবং নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে মারা যাবে, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আর বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

### ২. আছরের ছালাতের পূর্বে চার রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করা :

রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ লাভের অন্যতম একটি উপায় হ’ল আছরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করা। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، ‘আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন, যে আছরের ছালাতের পূর্বে চার রাক‘আত (নফল) ছালাত আদায় করে’।[২] রাসূল (ছাঃ) দুই সালামে তথা দুই দুই রাক‘আত করে এই ছালাত আদায় করতেন।[৩] তবে আছরের পূর্বের এই চার রাক‘আত ছালাত সুন্নাতে রাতেবা নয়; রবং এই চার রাক‘আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব, যা নিয়মিত সম্পাদন করা যরূরী নয়। যেমন মাগরিবের আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব।[৪]

### ৩. জামা‘আতের প্রথম বা দ্বিতীয় কাতারে ছালাত আদায় করা :

যারা জামা‘আতে প্রথম বা দ্বিতীয় কাতারে ছালাত আদায় করে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّةً،

---

* এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু হিব্বান হা/৬৩৯৯; ছহীহ মাওয়ারিদুয যাম’আন হা/১৭৮১, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী।
২. আবূদাঊদ হা/১২৭১; তিরমিযী হা/৪৩০; আহমাদ হা/৫৯৮০; ছহীহুত তারগীব হা/৫৮৮, সনদ হাসান।
৩. তিরমিযী হা/৪২৯; ছহীহুত তারগীব হা/৫৮৮; মিশকাত হা/১১৭১, সনদ হাসান।
৪. ইবনু বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১০/২৮১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/১২৩।

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম কাতারের মুছল্লীদের জন্য তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারের মুছল্লীদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন'।[৫] নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য রহমতের দো'আ করেছেন।[৬] ফলে ফেরেশতারাও তাদের জন্য দো'আ করেন এবং আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথম কাতারের মুছল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় কাতারের মুছল্লীদের উপর? রাসূল (ছাঃ) আবার বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথম কাতারের মুছল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন। এভাবে তিন বার একই উত্তর দিলেন এবং চতুর্থ বারে গিয়ে বললেন, وَعَلَى الثَّانِي '(হ্যাঁ) দ্বিতীয় কাতারের মুছল্লীদের উপরেও'।[৭]

### ৪. আযান দেওয়া ও ছালাতের ইমামতি করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমামদের জন্য হেদায়াতের দো'আ করেছেন এবং মুওয়াযযিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ! 'ইমাম হচ্ছে যামিন্দার এবং মুওয়াযযিন আমানতদার। হে আল্লাহ! তুমি ইমামদেরকে সৎ পথে পরিচালিত কর এবং মুওয়াযযিনদেরকে ক্ষমা কর'।[৮] অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম ও মুওয়াযযিনদের জন্য তিনবার দো'আ করে বলেছেন, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ وَسَدِّدِ الْأَئِمَّةَ! 'হে আল্লাহ! মুওয়াযযিনদেরকে ক্ষমা কর এবং ইমামদেরকে সঠিক পথে অবিচল রাখ'।[৯]

### ২. হজ্জ সম্পাদনের পর মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছেটে ফেলা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আয় নিজেকে শামিল করার আরেকটি উপায় হ'ল হজ্জ সম্পাদনের পর মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছেটে ফেলা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য রহমতের প্রার্থনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ- 'হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও? এবার রাসূল (ছাঃ) বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও'।[১০] অর্থাৎ হজ্জের পরে যারা মাথা মুণ্ডন করে, তাদের জন্য রাসূল (ছাঃ) দুই বার রহমতের দো'আ করেছেন এবং যারা চুল ছোট করে তাদের জন্য একবার দো'আ করেছেন।

### ৩. রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত অবশ্যককারী ইবাদত সম্পাদন করা :

ক্বিয়ামতের ময়দানে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত প্রত্যেক উম্মতের জন্য যরূরী। নিঃসন্দেহে আখেরাতের জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া। কেননা মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত অব্যশই কবুল করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ، فَيُؤْتَاهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'প্রত্যেক নবীর জন্য এক বিশেষ দো'আ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, যা অবশ্যই কবুল হবে। সকল নবী তাদের দো'আ করে ফেলেছেন এবং তা কবুলও করা হয়েছে। কিন্তু আমি আমার এই দো'আটি ক্বিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য শাফা'আত করতে মুলতবি রেখেছি'।[১১] যারা পার্থিব জীবনে শিরক বর্জন করে নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী হবে এবং বিদ'আতকে বর্জন করে রাসূল (ছাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তারাই শাফা'আত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভের অন্যতম একটি উপায় হ'ল আযানের পর তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করা এবং আযানের দো'আ পাঠের মাধ্যমে তাঁর ওসীলা কামনা করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، 'তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বলবে। তারপর আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে। কারণ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। অতঃপর আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে। ওসীলা হ'ল জান্নাতের

৫. *ইবনু মাজাহ হা/৯৯৬; ছহীহুত তারগীব হা/৪৯০, সনদ ছহীহ।*
৬. *নাসাঈ হা/৮১৭; আহমাদ হা/১৭১৯৭; সনদ ছহীহ।*
৭. *আহমাদ হা/২২২৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/৪৯১, সনদ হাসান।*
৮. *আবূদাঊদ হা/৫১৭; তিরমিযী হা/২০৭; মিশকাত হা/৬৬৩, সনদ ছহীহ।*
৯. *ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৩১; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৭, সনদ ছহীহ।*
১০. *বুখারী হা/১৭২৭; মুসলিম হা/২৬৪৮; মিশকাত হা/৩১৭।*
১১. *বুখারী হা/৬৩০৪; মুসলিম হা/৩৩৯; মিশকাত হা/২২২৩।*

একটি বিশেষ স্থান, যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কোন এক বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[১২] অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শোনার পর নিম্নের দো'আটি পড়বে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত অনিবার্য হয়ে যাবে'। দো'আটি হ'ল- اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا ۨالْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا ۨالَّذِي وَعَدْتَهُ، *'আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিৎ তা-ম্মাতি ওয়াছ ছালা-তিল ক্ব-য়িমাতি আ-তি মুহাম্মাদা-নিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ্, ওয়াব'আছহু মাক্বা-মাম মাহমূদা-নিল্লাযী ওয়া'আদতাহ্'* [হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত ছালাতের প্রতিপালক! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ওসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর এবং তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর মাক্বামে মাহমূদে, যার ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ]'।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভের আরেকটি উপায় হ'ল ফরয ছালাতের পাশাপাশি বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করা। একদিন রাসূল (ছাঃ) বনু মাখযূমের এক খাদেমের খেদমতে খুশি হয়ে তাকে বললেন, 'আমার কাছে তোমার কোন চাহিদা আছে কি?' সে বলল, حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'আমার চাহিদা হ'ল আপনি ক্বিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফা'আত করবেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، 'তাহ'লে বেশী বেশী সিজদাহ (নফল ছালাত)-এর মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা কর'।[১৪] অর্থাৎ বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করে আমরা শাফা'আত লাভের জন্য নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুল।

### ৪. তাহাজ্জুদের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা :

কোন দম্পতি যদি তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে এবং পরস্পরকে সেই ইবাদতে উৎসাহিত করে, তাহ'লে সেই স্বামী-স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রহমতের দো'আ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، 'আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করেন, যে রাত জেগে ছালাত আদায় করে; অতঃপর সে তার স্ত্রীকে ঘুম হ'তে জাগ্রত করে। আর যদি সে ঘুম হ'তে উঠতে না চায়, তাহ'লে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় (নিদ্রাভঙ্গের জন্য)। আর আল্লাহ সেই মহিলার উপরেও রহম করেন, যে রাতে উঠে ছালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকে জাগ্রত করে। যদি সে ঘুম হ'তে উঠতে অস্বীকার করে, তখন সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়'।[১৫] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، 'যখন কোন ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজ স্ত্রীকেও ঘুম থেকে জাগ্রত করে এবং উভয়ে দুই রাক'আত (নফল) ছালাত আদায় করে, তাদের উভয়কে আল্লাহ্র পর্যাপ্ত যিকরকারী পুরুষ ও পর্যাপ্ত যিকিরকারিণী স্ত্রীলোকদের তালিকাভুক্ত করা হয়'।[১৬] সুতরাং দাম্পত্য জীবনে আল্লাহ্র রহমত, বরকত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ পেতে হ'লে তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়া যরূরী। স্বামী-স্ত্রীর এই ইবাদতগুযারীর মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর একটি দ্বীনি প্রভাব পড়বে এবং তাদের পরবর্তী বংশধর দ্বীনের ছাঁচে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

### ৫. শারীরিক ও আভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র থাকা :

পবিত্রতা দুই ধরনের। একটি হ'ল শারীরিকভাবে পবিত্রতা, যা ওযূ, গোসল, তায়াম্মুম প্রভৃতির মাধ্যমে অর্জিত হয়। আরেকটি হ'ল অন্তরের পবিত্রতা, যা তওবা, ইস্তিগফার প্রভৃতির মাধ্যমে অর্জিত হয়।[১৭] আর যারা এই দুই পবিত্রতা অর্জন করে রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ অর্জনের পাশাপাশি ফেরেশতাদেরও দো'আ লাভ করে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, طَهِّرُوْا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، 'তোমরা এই দেহগুলোকে পবিত্র রাখ, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। সুতরাং যখন কোন বান্দা পবিত্র হয়ে (ওযূ করে) রাত্রি যাপন করে বা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার শিয়রের পাশে একজন ফেরেশতাও রাত্রি যাপন করতে থাকে। রাতের কোন মুহূর্তে বান্দা যখনই তার পার্শ্ব পরিবর্তন করে, তখন সেই ফেরেশতা তার জন্য দো'আ করে বলে, হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দাকে ক্ষমা কর, কেননা সে পবিত্র হয়ে শুয়ে পড়েছে'।[১৮] আলোচ্য হাদীছে

---

*১২. মুসলিম হা/৩৮৪; আবূদাঊদ হা/৫২৩; তিরমিযী হা/৩৬১৪; নাসাঈ হা/৬৭৮; মিশকাত হা/৬৫৭।*

*১৩. বুখারী হা/৬১৪; আবূদাঊদ হা/৫২৯; তিরমিযী হা/২১১; নাসাঈ হা/৬৮১; মিশকাত হা/৬৫৯।*

*১৪. আহমাদ হা/১৬০৭৬; ছহীহাহ হা/২১০২।*

*১৫. আবূদাঊদ হা/১৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৬; নাসাঈ হা/১৬১০; মিশকাত হা/ ১২৩০, সনদ হাসান ছহীহ।*

*১৬. আবূদাঊদ হা/১৩০৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৫, সনদ ছহীহ।*

*১৭. মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর শারহে জামে'উছ ছাগীর ৪/২৭১।*

*১৮. তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/১৩৬২০; ছহীহুত তারগীব হা/৫৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৩৬, সনদ হাসান।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্র হয়ে রাত্রী যাপনকারীদের জন্য গোনাহ থেকে পরিত্রাণ লাভের দো'আ করেছেন।[১৯]

## ৬. ঋণের পাওনা আদায়ে ও ক্রয়-বিক্রয়ে সহনশীল হওয়া :

সহনশীলতা মানব চরিত্রের একটি মহান গুণ। জীবনের পথ চলায় লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, দেনা-পাওনা আদায়ে যারা সহনশীলতা ও কোমলতা প্রদর্শন করে, রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য রহমত ও জান্নাত লাভের দো'আ করেছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، 'আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে বান্দা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উদারচিত্ত হয় এবং (ঋণের) পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয়'।[২০] অন্যত্র তিনি বলেছেন, غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى، 'তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। সে বিক্রির ক্ষেত্রে ছিল সহজ, ক্রয়ের ক্ষেত্রে সহনশীল এবং ঋণের তাগাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল উদার'।[২১] অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, أَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً قَاضِياً وَمُقْتَضِياً وَبَائِعاً وَمُشْتَرِياً، 'আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যে বিচারকার্যে, ঋণের পাওনা আদায়ে এবং ক্রয়-বিক্রয়ে কোমলতা প্রদর্শন করে'।[২২]

## ৭. জিহ্বার হেফাযত করা :

জিহ্বার অন্যতম ইবাদত হ'ল জিহ্বার মাধ্যমে হক্ব ও কল্যাণকর কথা বলা এবং অশ্লীলতা, গীবত-তোহমত ও বাজে কথা থেকে জিহ্বাকে হেফযত করা। যারা এই কাজটি করতে পারে, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ লাভ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিহ্বার হেফাযতকারী বান্দাদের জন্য দো'আ করে বলেন, رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ عَنْ سُوءٍ فَسَلِمَ، 'আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে ভাল কথা বলে, ফলে সে (এই কথার মাধ্যমে) বিনা কষ্টে সাফল্য লাভ করে অথবা সে খারাপ কথা বলা থেকে চুপ থাকে, ফলে সে নিরাপত্তা লাভ করে'।[২৩] সুতরাং মানুষের কর্তব্য হ'ল আলাপ-আলোচনায় ভাল কথা বলা নতুবা চুপ থাকা। কেননা জিহ্বার মাধ্যমে অনেক বড় বড় পাপে জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، 'আদম সন্তানের জিহ্বার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী পাপ সংঘটিত হয়'।[২৪] আল্লাহ আমাদের জিহ্বাকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে হেফযতে রাখার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

## ৮. অধীনস্থ লোকের উপর কোমল হওয়া :

অধীনস্থ যে কোন ব্যক্তির উপর কোমলতা ও নম্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ লাভ করা যায়। নবী কারীম (ছাঃ) তাঁর উম্মতের কোমলতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের জন্য দো'আ করে বলেন, اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ، 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করে, তুমি তার প্রতি কঠোর হও। আর যে আমার উম্মতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করে, তুমিও তার প্রতি কোমল ও সদয় হও'।[২৫] সুতরাং আল্লাহর রাসূলের দো'আ পেতে হ'লে অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি নম্র ব্যবহার করা যরূরী।

## ৯. সকালের সময়কে কাজে লাগানো :

সকাল বেলায় সম্পাদিত যাবতীয় কাজে বরকত নাযিল হয়। রাসূল (ছাঃ) প্রভাতকালে বরকত নাযিলের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করেছেন। ছাখ্র আল-গামেদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا، 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ভোর বেলার মধ্যে তাদেরকে বরকত দান করুন'। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোথাও কোন ক্ষুদ্র বা বিশাল বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন সকাল বেলায়ই পাঠাতেন। বর্ণনাকারী ছাহাবী ছাখ্র ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনিও তার পণ্যসামগ্রী কোথাও পাঠালে দিনের প্রথম অংশ বা সকালে পাঠাতেন। ফলে তিনি সম্পদশালী হয়েছিলেন এবং তার সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল'।[২৬] সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া গবেষণা-অধ্যাবসয় যাবতীয় কাজ যদি সকাল বেলা করা হয়, তাহ'লে নবী করীম (ছাঃ)-এর দো'আর বদৌলতে সেই সকল কাজে প্রভূত বরকত লাভ করা যায়। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, কুরআন তেলাওয়াত, বিভিন্ন ওয়াযীফা পাঠ, তাসবীহ-তাহলীল, শারঈ জ্ঞান চর্চা, ই'তিকাফ, সফর শুরু করা, বিবাহের আক্বদ সম্পন্ন করা প্রভৃতি কাজ সকাল বেলা সম্পাদন করা সুন্নাত।[২৭]

## ১০. হাদীছ মুখস্থ করা ও প্রচার করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ লাভের সৌভাগ্য হাছিলের উল্লেখযোগ্য উপায় হ'ল- তাঁর হাদীছ মুখস্থ করা এবং তা মানুষের মাঝে প্রচার করা। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, نَضَّرَ

১৯. *আত-তানওয়ীর শারহে জামে'উছ ছাগীর ৭/১৩৯।*
২০. *ইবনু মাজাহ হা/২২০৩, সনদ ছহীহ।*
২১. *তিরমিযী হা/১৩২০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৭৫৮, সনদ ছহীহ।*
২২. *আহমাদ হা/৪৯৫; জামে'উছ ছাগীর হা/২৪৩, সনদ হাসান।*
২৩. *ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ হা/৩৮০; ছহীহুল জামে' হা/৩৪৯৬; ছহীহাহ হা/ ৮৫৫; সনদ হাসান।*
২৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৩৪; ছহীহুল জামে' হা/১২০১; সনদ ছহীহ।*
২৫. *মুসলিম হা/১৮২৮; মিশকাত হা/৩৬৮৯।*
২৬. *আবূদাউদ হা/২৬০৬; তিরমিযী হা/১২১২; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৬; মিশকাত হা/৩৯০৮, সনদ ছহীহ।*
২৭. *ফায়যুল ক্বাদীর ২/১০৩, হা/১৪৫৭ দ্রষ্টব্য।*

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ‘আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে মর্যাদামণ্ডিত করেন, যে আমার কথা শুনেছে, তা মুখস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যের নিকটে তা পৌঁছে দিয়েছে। অনেক জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যান তিনি তার (বাহকের) চাইতে বেশী বুদ্ধিমান হ’তে পারেন’।[২৮] ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) তার বিখ্যাত ‘জামি‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী’ নামক গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম লিখেছেন এভাবে- دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه، (মনোযোগ দিয়ে ইলম শ্রবণকারী, মুখস্থকারী এবং প্রচারকারীর জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ)।[২৯] কাসত্বাল্লানী (রহঃ) বলেন, যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের হাদীছ অধ্যয়ন করে, মুখস্থ করে এবং সেই অনুযায়ী আমল করে ও জনগণের মাঝে এর প্রচার-প্রসার ঘটায়, আল্লাহ তাকে শারীরিকভাবে দেহসৌষ্ঠবে শক্তিমত্তা ও প্রফুল্লতা দান করেন, তার চেহারাতে সৌন্দর্যের জ্যোতি বিকশিত করেন এবং মানুষের মাঝে তার মর্যাদা বুলন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূল (ছাঃ) বরকতের দো‘আর কারণেই এমনটা হয়ে থাকে।[৩০] সুতরাং যুগে যুগে যারাই রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ মুখস্থ করবে, এর হেফাযত করবে এবং প্রচার করবে, তারা তাঁর দো‘আয় ধন্য হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ আমাদের জীবনে এক পশলা বৃষ্টির মত, এই দো‘আর বৃষ্টি যার জীবনজুড়ে যত বেশী বর্ষিত হয়, তার হৃদয় যমীন আখেরাতের ফসল ফলাতে তত বেশী উপযোগী হয়ে ওঠে। ফলে প্রশান্তি অনুভূত হয় তার হৃদয়ে, জীবন তরী পৌঁছে যায় সফলতার বন্দরে। তাই আসুন! আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ ইবাদতের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ নিজেকে শামিল করে নেই। যেন দুনিয়াতে তাঁর দো‘আ এবং আখেরাতে তাঁর শাফা‘আত লাভে ধন্য হ’তে পারি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

*২৮. তিরমিযী হা/২৬৫৮; আবুদাঊদ হা/৩৬৬০; ইবনু মাজাহ হা/২৩৬; মিশকাত হা/২৩০, সনদ ছহীহ।*

*২৯. জামি‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ১/১৭৫।*

*৩০. হামযাহ ক্বাসেম, মানারুল ক্বারী শরহে মুখতাছার ছহীহিল বুখারী ১/১০।*


# মহিলা মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

**সম্মানিত সুধী!** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর বালিকা শাখায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত বৃহদায়তন ক্যাম্পাস নির্মাণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার অংশ হিসাবে ৮ তলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। পর্যায়ক্রমে এখানে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক, ১টি প্রশাসনিক ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার এবং মসজিদ নির্মাণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত কাজের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে উক্ত ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণের তাওফীক্ব দান করুন। -আমীন!!

**অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর**

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ডাচ বাংলা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২।

**সার্বিক যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।**

# পার্বত্য শান্তিচুক্তির হাল-অবস্থা

*মেহেদী হাসান পলাশ**

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেকারণ প্রতিবছর ২রা ডিসেম্বর এলেই পাহাড় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গন, বুদ্ধিজীবী সমাজ ও মিডিয়াতে শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন, অর্জন, ব্যর্থতা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, নিরাপত্তা পরিস্থিতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ হয়। ২রা ডিসেম্বর ২০২০ শান্তিচুক্তির ২৩ বছর পূর্তি। যদিও আলাপ-আলোচনায়, বক্তৃতা-বিবৃতিতে এ চুক্তিকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' বা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি' হিসাবে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এই চুক্তির নাম শান্তিচুক্তি, পার্বত্যচুক্তি, কালোচুক্তি কিছুই নয়। সরকারী গেজেট অনুযায়ী, এ চুক্তির নাম বা শিরোনাম হচ্ছে, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি'। তবে আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান লেখায় এ চুক্তিকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি' বলে সম্বোধন করা হবে।

শান্তিচুক্তির বর্ষপূর্তিতে সবচেয়ে বেশী আলোচিত হয় শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে। শান্তিচুক্তির কোন কোন ধারা বাস্ত বায়িত হ'ল, কোন কোন ধারা বাস্তবায়িত হ'ল না সেসব নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। সরকার শান্তিচুক্তির বেশীরভাগ বাস্ত বায়নের দাবী করে, অন্যদিকে সন্তু লারমা শান্তিচুক্তির অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়িত হয়নি দাবী করে পুনরায় সশস্ত্র বিদ্রোহের হুমকি দিয়ে থাকেন।

শান্তিচুক্তি ৪ খণ্ডে বিভক্ত। ক খণ্ডে ৪টি, খ খণ্ডে ৩৫টি, গ খণ্ডে ১৪টি, এবং ঘ খণ্ডে ১৯টি মিলে সর্বমোট ৭২টি ধারা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর তাঁর কার্যালয়ে ২০১৭ সালে আমাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ক খণ্ডের ১, ২, ৩, ৪ ধারা; খ খণ্ডের ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ও ৩৩ ধারা; গ খণ্ডের ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪ ধারা এবং ঘ খণ্ডের ১, ৫, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯ ধারা মিলে মোট ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। খ খণ্ডের ৪(ঘ), ৯, ১৯, ২৪, ২৭, ৩৪; গ খণ্ডের ২, ৩, ৪, ৪, ৫, ৬ এবং ঘ খণ্ডের ৪, ১৬, ১৭, ১৮ নম্বর মিলে মোট ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। খ খণ্ডের ২৬, ২৯, ৩৫; গ খণ্ডের ১১, ১৩ এবং ঘ খণ্ডের ২, ৩, ৭, ৯ নম্বর ধারা মিলে মোট ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি এখনো ভিন্নতর হয়নি।

জেএসএস সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা সরকারের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার মতে, সরকার শান্তিচুক্তির মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়াও ১৩টি ধারা আংশিক বাস্তবায়ন করেছে এবং ৩৪টি ধারা অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। তিনি শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিকবার অসহযোগ আন্দোলনেরও ডাক দিয়েছেন। একই সাথে এ চুক্তি বাস্তবায়িত না হ'লে পুনরায় সহিংস আন্দোলন শুরু হ'তে পারে বলেও হুমকি দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সন্তু লারমা মিথ্যা প্রচারণা করছেন বলে দাবী করেছেন সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার। ২০১৪ সালের ২০শে আগস্ট নানিয়ারচরে এক সভায় তিনি দাবী করেন, ২০১৩ সালে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ৪৮টি সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছে বলে মতৈক্যপত্রে সন্তু লারমা স্বাক্ষর করেছেন। এই মতৈক্য পত্রে বলা হয়েছে, অবশিষ্ট ধারাসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দাবী করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৩৭টি মৌলিক বিষয় রয়েছে। যার মধ্যে ৪টি পূর্ণ বাস্তবায়িত, ৯টি আংশিক বাস্তবায়িত এবং ২৪টি অবাস্তবায়িত বিষয় রয়েছে।

যাহোক সরকার শান্তিচুক্তির ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত করেছে নাকি ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত করেছে তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ ও মিডিয়া সবসময় ভুলে যায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল দুই পক্ষের মধ্যে এবং এ চুক্তিতে দু'পক্ষের জন্যই পালনীয় কিছু শর্ত ছিল। এই চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের জন্য পালনীয় কিছু শর্ত যেমন ছিল, তেমনি সন্তু লারমা বা জেএসএসের জন্যও পালনীয় শর্ত ছিল। কিন্তু শান্তিচুক্তির আলোচনায় কেবল সরকারের জন্য পালনীয় শর্তাবলী নিয়েই সকল আলোচনা হয়। সরকার কতগুলো শর্ত পালন করল, কতগুলো করল না, না করায় কী সমস্যা হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা হয়, কিন্তু ঘুর্ণাক্ষরেও সন্তু লারমা বা জেএসএসের জন্য পালনীয় শর্ত নিয়ে কোন আলোচনা হয় না। শান্তিচুক্তিতে জেএসএস ও সন্তু লারমার জন্য যে শর্ত রয়েছে তার প্রধান হ'ল অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে জেএসএসের সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা।

শান্তিচুক্তির ঘ খণ্ডে বলা হয়েছে, (১২) জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন। (১৩) সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন।

জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার জন্য তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্যে সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে। (১৪) নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন

সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন। (১৫) নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

কিন্তু সন্তু লারমা ও জেএসএস কি এই শর্ত পালন করেছে? এই প্রশ্ন কোথাও উত্থাপন করা হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে একজন আগ্রহী পাঠক হিসাবে জানি বা সারা দেশের মানুষ জানেন, সন্তু লারমা ও জেএসএস এই শর্তটি শুরুতেই আংশিকভাবে পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে এই শর্তটি পূর্ণাঙ্গভাবে লঙ্ঘন করে চলেছেন। সিএইচটি রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৯৮ সালে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন শান্তিবাহিনী চার দফায় আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ তারিখে খাগড়াছড়িতে ৭৩৯ জন আত্মসমর্পণ করেন। তাদের সমর্পণকৃত অস্ত্রের মধ্যে ১৪টি টি-৫৬ রাইফেল, এসএমজি টি-৫৬ ১২টি, এলএমজি ৭টি, জি থ্রি রাইফেল ১৩১টি, এসএমসি ৩১টি, ৩০৩ ব্রেন এলএমজি ১৪টি, মোর টি-৬৩ ৩টি, মোর (ব্রিটিশ) ৪টি, থ্রি নট থ্রি রাইফেল ৮১টি, পিস্তল/ রিভলভার ৫টি, সিএম স্ট্যাণ্ড ২৪টি, ২ মোর ১টি, ৪০ এমএম আরএল ১টি, পাইপ গান ২৬টি, এসএলআর ৮৩, স্মল ব্রোক রাইফেল ১টি। মোট ৪৩৮টি।

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ তারিখে বাঘাইহাট স্কুলে আত্মসমর্পণ করেন ৫৪২ জন। তাদের জমা দেয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে টি-৫৬ রাইফেল ১৩টি, এসএমজি টি-৫৬ ৯টি, এলএমজি ৬টি, জি থ্রি রাইফেল ৩২টি, এসএমসি ১৪টি, মোর টি-৬৩ ১টি, থ্রি নট থ্রি রাইফেল ১০০টি, পিস্তল/রিভলভার ৪টি, পাইপ গান ৪টি, এসএলআর ৩৬টি। মোট ২১৯টি। ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ তারিখে বাঘাইছড়ির বরাদম স্কুলে ৪৪৩ জন অস্ত্র সমর্পণ করেন। এর মধ্যে এসএমজি টি-৫৬ ২টি, জি থ্রি রাইফেল ২টি, এসএমসি ১৫টি, থ্রি নট থ্রি রাইফেল ৩০টি, এসএলআর ১১টি। মোট ৬০টি। ৫ই মার্চ ১৯৯৮ তারিখে পানছড়ির দুদুকছড়িতে ২২২ জন শান্তি বাহিনীর সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করেন। এর মধ্যে টি-৫৬ রাইফেল ৯টি, এসএমজি টি-৫৬ ৬টি, জি থ্রি রাইফেল ৯টি, এসএমসি ১টি, থ্রি নট থ্রি রাইফেল ৩টি, এসএলআর ৩টি, মোট ৪৪টি। সর্বমোট ১৯৪৬ জন ৭৬১টি অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

তবে খাগড়াছড়িতে আত্মসমর্পণের দিনই জেএসএসের একটি অংশ অস্ত্র সমর্পণের বিরোধিতা করে কালো পাতাকা প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীকালে গ্রুপটি ইউপিডিএফ নামে আত্মপ্রকাশ করে। তবুও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির অন্বেষায় সরকার সন্তু লারমা ও তার দলের সহস্রাধিক সশস্ত্র সদস্যের বিরুদ্ধে খুনসহ সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয় এবং ২০ দফা প্যাকেজের আওতায় তাদেরকে পুনর্বাসন করে। জেএসএসের সকলে অস্ত্র সমর্পণ না করলেও সরকার একটি ব্রিগেডসহ ২৪০টি নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নেয়।

অপরপক্ষে জেএসএস সন্তু লারমার পক্ষে পালনীয় শর্ত ছিল, অবৈধ অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এবং দেশের প্রতি আনুগত্য করা। কিন্তু জেএসএসের মূল গ্রুপও যে সেদিন সম্পূর্ণ অস্ত্র সমর্পণ করেনি, তার প্রমাণ শান্তি চুক্তির অব্যবহতি পরে শুরু হওয়া উপদলীয় সশস্ত্র সংঘাত, যা আজো চলমান রয়েছে। একথা বহুবার আলোচিত হয়েছে যে, জেএসএস কৌশলে তাদের সবচেয়ে চৌকস যোদ্ধাদের আত্মসমর্পণ করায়নি এবং উন্নত ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র জমা না দিয়ে ভাঙাচোরা ও পুরনো কিছু অস্ত্র সমর্পণ করে। সন্তু লারমা নিজেও সেকথা স্বীকার করেন। গত ২০১১ সালের ২৫শে নভেম্বর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সাংবাদিক শামীমা বিনতে রহমানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সন্তু লরমা সকল অস্ত্র জমা দেয়ার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। এটা ছিল শান্তিচুক্তির সাথে, তথা জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। ফলে শান্তিচুক্তির প্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের তীব্রতা কমলেও তা বন্ধ হয়নি কখনো।

সিএইচটি রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শান্তিচুক্তির পূর্বে নিরাপত্তা বাহিনী ১৬০৯টি অস্ত্র উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে গ্রেনেড ৩৫৯টি, মর্টার ৭০টি, মাইন ১৩টি এবং অন্যান্য গোলাবারুদ সাড়ে ৪ লক্ষ। এই পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে, শান্তিচুক্তির পরে ২০০৫ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ২৬৩০টি অস্ত্র ও ১৮৪৫৬৯টি গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। শান্তিচুক্তির পূর্বে ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত শান্তি বাহিনী কর্তৃক ২৩৮ জন উপজাতি, ১০৫৭ জন বাঙালী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১৭৮ জন উপজাতি ও ৬৮৭ জন বাঙালী। অপহরণের শিকার হয়েছে ২৭৪ জন উপজাতি ও ৪৬১ জন বাঙালী। একই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শান্তি চুক্তির পরে ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আঞ্চলিক সন্ত্রাসী সংগঠন কর্তৃক ৪৪১ জন উপজাতি ও ২৭১ জন বাঙালী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৬৭২ জন উপজাতি ও ৮২৮ জন বাঙালী। অপহরণের শিকার হয়েছে ৯৯১ জন উপজাতি ও ৪২০ জন বাঙালী। সিএইচটি রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের গবেষণায় আরো দেখা গেছে, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ৩৫৯ জন সদস্য নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৪৩০ জন এবং অন্যভাবে ২২৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। একই পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শান্তিচুক্তির পূর্বে শান্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর ৩৪৩ জন সদস্য নিহত হয়েছে। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর ১৭৩, বিজিবি ৯৬, পুলিশ ৬৪ ও আনছার ভিডিপির ১০ জন। নিহত সেনা সদস্যদের মধ্যে অফিসার ৫ জন, জেসিও ৩ জন, বাকিরা সৈনিক। তবে শান্তিচুক্তির পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা কারণে নিরাপত্তা বাহিনীর মোট ১৬ জন সদস্য মারা গেছে। এর মধ্যে শান্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে মারা গেছে ১১ জন, ৫ জন রাঙামাটির ভূমিধসে। এদের মধ্যে সেনাবাহিনীর ৮ জন, বিজিবি ২ জন, পুলিশ ২ জন ও আনছার ভিডিপি ৪ জন।

২০১৯ সালের ১৮ই মার্চ বাঘাইছড়ি উপযেলা নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে ফেরার পথে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের উপর সন্ত্রাসীরা ব্রাশ ফায়ার করলে ঘটনাস্থলেই ৭ জন নিহত এবং ১৬ জন আহত হয়। এ ঘটনার তদন্তে গঠিত সরকারী তদন্ত কমিটির অভিযোগের আঙ্গুল শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষরকারী জেএসএস ও ইউপিডিএফের দিকে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও দেশের সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া কেউ জেএসএস বা সন্তু লারমাকে প্রশ্ন করেনি। গণমাধ্যমে প্রকাশ, পাহাড়ে ৩ হাযার আগ্নেয়াস্ত্রসহ ১৩ হাযার সন্ত্রাসী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে তিন হাযার সশস্ত্র এবং দশ হাযার সেমি আমর্ড সন্ত্রাসী।

কাউকে তো জেএসএস ও সন্তু লারমাকে আজ পর্যন্ত এ প্রশ্ন করতে দেখা গেল না যে, পাহাড়ে এতো অস্ত্র কেন? কেন শান্তি চুক্তি অনুযায়ী পালনীয় সবচেয়ে বড় শর্ত এখনো পালিত হয়নি? শুধু তাই নয়, শত শত পাহাড়ী যুবক ইতিমধ্যে প্রতিবেশী দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং এখনো করছে। সীমান্ত পথে প্রবেশ করেছে রকেট লাঞ্চার, গ্রেনেড, হাউয়িটজারসহ বিভিন্ন ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্র। কেন এসব ভয়ানক যুদ্ধাস্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করছে, এ প্রশ্ন সন্তু লারমাকে কেউ করেনি কেন?

জেএসএস ও এর নেতা সন্তু লারমা শান্তিচুক্তি করেছিলেন নিজেদের উপজাতি বলে স্বীকৃতি দিয়ে। এ চুক্তির (ক) খণ্ডের ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল' বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। এ চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বলা হয়েছে, খ. ১) পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত 'উপজাতি' শব্দটি বলবৎ থাকিবে। ৮) ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে। ১১) ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে। ১২ (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে। গ. ২) পার্বত্য যেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন। ঘ. ১৮) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে।

এইভাবে শান্তিচুক্তির ভূমিকা থেকে শুরু করে ৭২টি ধারার মধ্যে কমপক্ষে ৫০ বার উপজাতি বা উপজাতি প্রত্যয়যুক্ত শব্দ রয়েছে, যাতে তিনি স্বাক্ষর করেছেন। অথচ এখন সন্তু লারমা ও তার দল জেএসএস নিজেদের 'আদিবাসী' বলে দাবী করছে। সন্তু লারমা নিজে 'বাংলাদেশ আদিবাসী পরিষদ'র সভাপতির পদ অলংকৃত করছেন। এটা কি শান্তি চুক্তির লংঘন নয়? উপজাতি কোটায় ভর্তি, চাকরিসহ আর্থিক ও অন্যান্য সকল সুবিধা নিতে বাধে না, কিন্তু নিজেদের উপজাতি স্বীকার করতে তাদের লজ্জাবোধ, হেয় মনে হয়!

বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া... শান্তিচুক্তি করে এখন স্বায়ত্তশাসন দাবী কি শান্তি চুক্তির লংঘন নয়? তাছাড়া তিনি দাবী করছেন, শান্তিচুক্তি শুধু লিখিতই ছিল না, অনেক অলিখিত শর্ত ছিল সমঝোতা আকারে, যা তিনি বাস্তবায়নের দাবী জানিয়েছেন। যদিও আওয়ামী লীগ সরকারের তরফ থেকে এ ধরনের কোন অলিখিত সমঝোতা বা শর্তের কথা অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, সন্তু লারমা মূলত শান্তিচুক্তি থেকে বেরিয়ে যেতেই এই অলিখিত শর্তের ধুয়া তুলেছেন। বিশেষ করে তার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডগুলো এবং দলীয় সশস্ত্র কর্মীদের দেয়া গোপন নির্দেশনাগুলো তারই ইঙ্গিত বহন করে।

অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি সন্তু লারমা কতটুকু আনুগত্যশীল তা নিয়েও অনেকের প্রশ্ন রয়েছে। শান্তিচুক্তির পর ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন, জাতীয় পতাকা সম্বলিত গাড়িতে যাতায়াত করছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেননি বলে গণমাধ্যমের খবরে প্রকাশ। বাংলাদেশের কোন জাতীয় দিবসও তিনি পালন করেন না। এসব কি শান্তিচুক্তির লংঘন নয়? এরপরও কীভাবে বলা যায়, সন্তু লারমা বা জেএসএস বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি অবিচল আনুগত্য পোষণ করে? *॥ সংকলিত ॥*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ২০২১ ২৪তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

# ককেশীয় গ্রেট গেমে তুর্কি সুলতান

-ফারুক ওয়াসিফ

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বলেন, ২০২০ সাল বিশ্বের অনেক দাম্ভিক নেতার জন্য দুঃসময়। ডোনাল্ড ট্রাম্প পরাজিত ও অপদস্থ। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দুর্নীতির মামলায় পদ হারানোর ঝুঁকিতে। ভারতের নরেন্দ্র মোদি কিংবা ব্রাজিলের বলসোনারো ভেতর-বাইরের সমস্যায় জর্জরিত।

এত সব ধূসর কাহিনীর মধ্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের গল্পটা সত্যিই সোনালী। ট্রাম্পের মতো নেতার গর্বের বেলুন চুপসে গেলেও এরদোয়ানের বুকের পাটা ফুলেই চলেছে। গত কয়েক বছরে যতগুলো ফ্রন্ট তিনি খুলেছিলেন, সব ক'টি থেকে বিজয়ের ফসল ঘরে তুলেছেন তিনি এই ২০২০ সালেই। সিরীয় ফ্রন্টে কুর্দ, আইএস ও আসাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তুরস্ক বড় বিজয় পেয়েছে। সিরীয় রণাঙ্গনে রুশ-তুর্কি মৈত্রীরত মহড়াই কাজে লেগেছে আযারবাইজানের হয়ে লড়া যুদ্ধে। সিরিয়া ও লিবিয়ার মতো আযারবাইজানেও সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে যাচ্ছে তুরস্ক। আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে আজারবাইজানের ঐতিহাসিক জয় এবং নাগর্নো-কারাবাখ মুক্ত করার অন্যতম কারিগরও তুরস্ক এবং তার প্রধান দুই অস্ত্র এরদোয়ানের উচ্চাভিলাষ ও তুরস্কের নিজস্ব প্রযুক্তিতে নির্মিত ড্রোনের ভেলকি। এ ঘটনা তুরস্কের সামরিক সম্মান অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এ মাসেই চালু হয়েছে পাকিস্তান থেকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলমুখী ট্রেন।

তুর্কি খেলাফতের আমলের আর্মেনীয় গণহত্যার সময় থেকেই আর্মেনিয়ার সঙ্গে তুরস্কের শত্রুতা। পুরোনো শত্রুতা এবারের নাগর্নো-কারাবাখের যুদ্ধে তুরস্ককে আযারবাইজানের পক্ষে ঝুঁকি নিতে প্ররোচিত করেছে নিশ্চয়ই। তাতে এক ঢিলে আহত হয়েছে দুই পাখি আর্মেনিয়া ও ফ্রান্স। লিবিয়ার মতো এখানেও তুরস্কের বিপক্ষে ছিল প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর ফ্রান্স। অনেকে একে ইসলাম ধর্ম নিয়ে মাখোঁর কটূক্তির জবাব হিসাবে দেখছেন।

এরদোয়ানের রাজনৈতিক বিজয়ের আরেকটা ময়দান হ'ল তুর্কি সাইপ্রাস। ১৯৭৪ সালে তুরস্ক সাইপ্রাসের কিছু এলাকা দখল করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। যদিও এর কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই। গত মাসে তুর্কি সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন এরদোয়ানপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা এরসিন তাতার। তাতার ওছমানীয় সাম্রাজ্যের সময়ের মতো তুরস্কের সঙ্গে একীকরণ চান।

একের পর এক ফ্রন্ট খোলার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান জড়িয়ে পড়েছেন নতুন 'গ্রেট গেমে'; যার নাম ট্রান্সককেশিয়া বা ইউরেশিয়া জোট। এই জোট এখনো হয়নি, কিন্তু হওয়ার পথে। আর তাতে প্রধান ভূমিকা পালন করছে তুরস্ক। আযারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়াকে ঘিরে এই গ্রেট গেম পুরানো আরেকটা গ্রেট গেমের জের বয়ে চলছে। এর কথা প্রথম বলেছিলেন বাংলা দখলকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লেফটেন্যান্ট আর্থার কনোলি। পরে প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক রুডইয়ার্ড কিপলিং তাঁর কিম উপন্যাসের মাধ্যমে একে ব্রিটেনের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ ম্যাকাইন্ডার চমৎকারভাবে এই অঞ্চলের গুরুত্বের সমীকরণটা করেন; যে পূর্ব ইউরোপ শাসন করবে, সে শাসন করবে মূল ইউরোপ। যে ইউরোপ-এশিয়া শাসন করবে, সে শাসন করবে বিশ্বকে।

আর্মেনিয়াকে পরাস্ত করা এবং আযারবাইজানকে পক্ষপুটে নেওয়ার পর বসে থাকেনি তুরস্ক। বাংলাদেশ ঘুরে গত ২৫শে ডিসেম্বর ইউক্রেন সফর করেন তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আযারবাইজানের কারাবাখ বিজয়ের পর ইউক্রেনও তলে তলে রাশিয়ার কবজা থেকে তার ক্রিমিয়া অঞ্চল পুনরুদ্ধারে উৎসাহী। তাই তুর্কি ড্রোন তারও দরকার। ইউক্রেনের এলিট মহল তুরস্ককে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখছে। দুই দেশের মধ্যে রয়েছে ৫০টি যৌথ সামরিক প্রকল্প, রয়েছে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি। তুরস্ক রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলের স্বীকৃতি যে দেয়নি, এটাই ইউক্রেনকে তুরস্কের কাছে নিয়ে গেছে। ইউক্রেন অনেকগুলো সামরিক প্রযুক্তির বিষয়ে তুরস্কের মূল অংশীদার। সোভিয়েত আমল থেকে ইউক্রেন সমরাস্ত্র প্রযুক্তিতে এগিয়ে। তুরস্কের যা দরকার, তা দেওয়ার ক্ষমতা ইউক্রেনের আছে বলে তুরস্ক দেশটির সামরিক গবেষণায়ও তহবিল জোগাচ্ছে।

ক্রিমিয়ার তাতার জনগোষ্ঠী তুর্কি রাজনীতিতে প্রভাবশালী। আর তুরস্কও চায় পূর্ব ইউরোপজুড়ে বিরাজ করা তুর্কি প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি আরও বাড়াতে। একসময় বলকান ও ককেশীয় অঞ্চল ওছমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই এই অঞ্চল তার হাতছাড়া হ'তে থাকে। ফলে নিপীড়ন ও গণহত্যার শিকার হন তুর্কিভাষী মুসলমানরা। স্বাভাবিকভাবেই তুরস্কের প্রতি তাদের মমত্ব থাকবে, যেমনটা দেখা যায় আযারবাইজানে।

এভাবে রাশিয়ার দোরগোড়ায় যে তুরস্ক পৌঁছে যাচ্ছে, তা কি পুতিন-এরদোয়ানের বন্ধুত্বে চিড় ধরাবে? মনে হয় না। কারণ তুরস্ক তার সীমাটা জানে। রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নয়, দর-কষাকষি করাই তার উদ্দেশ্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর এই অঞ্চলে যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা একা রাশিয়ার দ্বারা পূরণ হওয়ার নয়। পুতিন এটা জানেন ও মানেন। নইলে আযারবাইজান-আর্মেনিয়ার যুদ্ধে প্রকারান্তরে আযারবাইজানের পক্ষে তাঁর থাকার কথা ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যে যে কারণে রাশিয়া ও তুরস্ক মৈত্রীমূলক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, ককেশীয় গ্রেট গেমে সে কারণেই তুরস্ককে কিছুটা জায়গা দিচ্ছে তারা। উদ্দেশ্য, তুরস্ককে ন্যাটোর বলয় থেকে চীন-রাশিয়ার বলয়ে আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। মার্কিন বিরোধিতা সত্ত্বেও রুশ এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তুরস্ককে দেওয়ার উদ্দেশ্যও সেটাই।

ককেশীয় অঞ্চলের যে দিকটায় কৃষ্ণসাগর, সেই সাগরের পারেই রয়েছে তুরস্ক। যদি তুরস্ক কৃষ্ণসাগরের তেল-গ্যাস তুলে ধনী হ'তে চায়, তবে দক্ষিণ ককেশীয় অঞ্চলে তার প্রভাব বাড়াতে হবেই। ইতিমধ্যে মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কাজাখস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক উপভোগ করছে তুরস্ক। এই পটভূমিতে দেখলে ককেশীয় গ্রেট গেমে তুরস্কের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলই মনে হয়। এতগুলো ফ্রন্টে এতভাবে সদা জাগ্রত থাকার জন্যই বলা হয়, 'নতুন তুর্কি সুলতান কখনো ঘুমান না'।

॥ সংকলিত ॥



www.at-tahreek.com

# দলীল-টলিল বুঝি না, তোর মসজিদেই আসার দরকার নেই

ছোটবেলায় মাকে দেখতাম ছালাত আদায় করতে। আমিও তার অনুকরণে ছালাত পড়তাম। আযান হ'লেই মসজিদে যাওয়ার জন্য মন ছুটত। মসজিদে যাওয়ার প্রবল আগ্রহের কারণে আমাকে পাঞ্জাবী, টুপি পরিয়ে দেয়া হ'ত। আমিও ভদ্রভাবে মসজিদের এক পাশে ছালাত আদায় করতাম। বয়স্ক মুছল্লীগণ দুষ্টুমির কারণে অন্যান্য বাচ্চাদের শাসন করতেন। শান্তভাবে অবস্থানের দরুন আমার প্রতি তারা কোমল আচরণ করতেন। মায়ের কাছে আমি কুরআন পড়া শিখেছি।

ঢাকার অন্যতম পুরাতন বাযার হচ্ছে শ্যামবাযার। সেখানে আমার পিতার দোকান ছিল। যা ছিল পরিবারের আয়ের একমাত্র মাধ্যম। হঠাৎ পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি। অসুস্থ পিতাকে সহায়তার জন্য পড়ালেখা ছেড়ে দোকানে নিযুক্ত হ'লাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে পৌঁছে যেতাম শ্যামবাযার। এক নতুন ভুবন। দৈনন্দিন বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে মুখরিত বাযার। যেথায় বিদ্যালয়ের গৎবাঁধা ক্লাস নেই, নেই পড়া মুখস্থ করার চাপ, নেই ছুটির পর নানা কথায় ও খেলায় মেতে উঠার উৎফুল্লতা। আছে শুধু ক্রেতার অপেক্ষায় থাকার বাস্তবতা। অবশ্য জীবনের নতুন গতিপথে ধর্মকে ভুলে যাইনি।

মসজিদের সাথে সম্পর্কের পাশাপাশি সাধ্যের মধ্যে বিভিন্ন উৎসব পালনে ঘাটতি ছিল না। শবেবরাতের রাতে সন্ধ্যায় গোসল সেরে পাঞ্জাবী টুপিতে সজ্জিত হয়ে, সুগন্ধি মেখে মসজিদে যেতাম। আগরবাতি ও মোমবাতি নিয়ে কবরস্থানে গমন করতাম। ছওয়াবের আশায় সেখানে এগুলো জ্বেলে আঁধারে আলো ছড়াতাম। সাথে কবরবাসীদের জন্য দো'আ তো আছেই। কখনো কখনো দো'আ কবুলের আশায় পরিবারের বা বন্ধুদের সাথে চলে যেতাম সিলেটস্থ শাহজালাল ও শাহপরাণের মাযারে। যিকরের নামে নানা ঢং-এর মাহফিলগুলোতে উপস্থিত হ'তাম। অবশ্য চরমোনাই, জৈনপুরী, ফুরফুরার মাহফিলগুলোতে বেশি যেতাম। মনোযোগ সহকারে পীর ছাহেবদের বক্তব্য শুনতাম। মনে হ'ত উনারা হক পথে আছেন। মোটকথা ধর্মের আবরণে যে যা বলত, সেটাকে মেনে চলাই ছিল জীবনের ব্রত।

বই ও পত্রিকা কিনতে ও পড়তে ভালবাসতাম খুবই। বছরের পর বছর ধরে মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের মাসিক মদীনা, আলোচিত বক্তা মামূনুল হকের শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা আজিজুল হক ছাহেবের রহমানী পয়গাম, মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী ছাহেবের আদর্শ নারী পত্রিকাগুলো পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকতাম। সাথে অন্যান্য বই তো ছিলই। এমনও হ'ত ক্লান্তিহীন সারারাত কেটে যেত বই পড়ায়। রাত জাগার কারণে মায়ের ও অন্যদের রূঢ় কথাও শুনতে হ'ত।

এভাবেই অতিবাহিত হচ্ছিল বছরের পর বছর। হঠাৎ এক ক্ষণ। ফুরফুরার মাহফিল শেষে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)-এর একটা বই কিনেছিলাম। এটা পড়ার সময় লক্ষ্য করলাম আমরা যেভাবে ইবাদত করি তা থেকে ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে লেখা পড়তে ভালোই লাগছিল। কারণ বইটতে দলীল-প্রমাণ উল্লেখ ছিল। বুকে হাত বাধাঁর কথা আছে, রাফঊল ইয়াদায়নের কথা আছে। বিষয়গুলো নতুন মনে হ'ল। বুকে হাত বেঁধে তো মহিলারা ছালাত আদায় করে।

চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। এটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ছাহেবের আরেকটি বই পড়লাম 'হাদীছের নামে জালিয়াতি'। এই বই পড়ে মনে প্রশ্ন আরো বিস্তৃত হ'ল। কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। আমার সাথে প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিতে এক ভাই কাজ করেন। তাকে ঘটনা খুলে বললাম। তিনি আমাকে ইসলামী ফাউন্ডেশনের বুখারী পড়ার উৎসাহ দিলেন।

আমি বুখারীর পুরো সেট কিনে পড়া শুরু করলাম। ওযূ ও ছালাত অধ্যায়ে গিয়ে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ছাহেবের বইয়ের সাথে মিল পেলাম। তখন থেকে বুকে হাত বেঁধে ছালাত আদায় শুরু করলাম। যেহেতু বুখারীতে পড়েছি। একদিন মাযহাবী এক ভাই বললেন, অমুক জায়গায় চরমোনাই ও তাবলীগ বনাম আহলেহাদীছদের বাহাছ হবে। চলো গিয়ে দেখি। আহলেহাদীছ কথাটা শুনে বললাম, এরা আবার কারা? কারণ আমার জীবনের কোন সময়েই আহলেহাদীছ নাম শুনিনি। জানলাম, তারা বুকে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করে। রাফঊল ইয়াদায়ন করে। উৎসাহ নিয়ে গেলাম। তবে হতাশ হ'তে হ'ল। আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে বাহাছ বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য আহলেহাদীছ নামটা মনে গেঁথে গেল। আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম দোলেশ্বরে শুনেছি 'রফেরা' বাস করে। তারা আমাদের সময়ের পূর্বে আযান দেয় ও ছালাত আদায় করে। শবেবরাত পালন করে না। অনেকে তাদের ভ্রান্ত ফিরক্বা শী'আ বা কাদিয়ানী বলে থাকে। এভাবে শুনেই আমরা ঘৃণ্য অনুভূতি নিয়ে ছোট থেকে বড় হচ্ছি। আমার চাচাতো বোনের ঐ গ্রামে বিবাহ হয়েছে। শবেবরাতের সময় সে আমাদের বাড়িতে চলে আসে। কারণ তার শ্বশুর বাড়িতে শবেবরাত পালন করা হয় না। ঐ গ্রামে যে আহলেহাদীছদের বসবাস তাও জানতাম না। তারা 'রাফাদানী' বলেই শুনতাম।

একদিন একটা কাজে বংশাল অবস্থান করছি। মাগরিবের সময় হ'লে এক দোকানদারকে মসজিদের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি মসজিদে যাওয়ার রাস্তা দেখানোর সাথে সাথে বললেন, এটা আহলেহাদীছদের মসজিদ। হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হ'ল। আহলেহাদীছদের মসজিদ! যা আমি এতদিন খুঁজছি। ছালাত আদায় করার জন্য মসজিদে প্রবেশ করতেই দেখি মুছল্লীরা বিক্ষিপ্তভাবে ছালাত আদায় করছেন। ভাবলাম, জামা'আত কি শেষ হয়ে গেল! আসলে তারা আযান ও এক্বামতের মধ্যবর্তী ২ রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করছিলেন। ছালাতের এক্বামত শুরু হ'ল। হৃদয়ে আনন্দের ঝিলিক। একে একে পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো, বুকে হাত

বাঁধা, সূরা ফাতেহা শেষে জোরে আমীন, রাফউল ইয়াদায়ন, ধীরে-সুস্থে সময় নিয়ে ছালাত, সালাম ফিরানোর পর পঠিতব্য দো'আ সবই দেখি হাদীছের সাথে মিল রয়েছে। অপার্থিব আনন্দে আপ্লুত হয়ে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম।

বংশাল থেকে ফিরে খুঁজতে থাকলাম আহলেহাদীছ মসজিদ। দোলেশ্বর গ্রামে গেলাম। মসজিদ খোঁজ করছি জেনে এক ভাই মসজিদ দেখিয়ে দিলেন। দোলেশ্বরের হানাফী মসজিদে প্রবেশ করলাম। তাদের সাথে ছালাত আদায় করলাম। এতদিন যেভাবে ছালাত পড়েছি এখানেও তেমন। আমি যাদের খুঁজছি তাদের না পেয়ে কিছুটা হতাশ হ'লাম। মসজিদ থেকে বেরিয়ে আবার খোঁজ করলাম। পেয়ে গেলাম আহলেহাদীছ মসজিদ। তৃপ্তি সহকারে ছালাত আদায় করলাম। পরিচয় হ'ল মসজিদের খত্বীব শফীকুল ইসলাম আনছারীর সাথে। তিনি ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি। নিজ গ্রামে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় করাতে মসজিদ কমিটির সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তারা বলে দেন, তাদের মত করে ছালাত আদায় করতে হবে। বাপ-দাদার আমল থেকে যেভাবে চলে আসছে সেভাবে। অবাধ্য হ'লে যেন মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাই এবং ঐ মসজিদে ছালাত আদায় না করি। প্রতিবাদে বললাম, আমি যেভাবে ছালাত আদায় করি তার দলীল আছে। যাচাই করুন। তারা বলছেন, 'দলীল-টলিল বুঝি না। তোর মসজিদেই আসার দরকার নেই'। মুছল্লীদের অধিকাংশই চরমোনাইয়ের মুরীদ ও তাবলীগ জামাতের লোক। ঐ মসজিদে আর গেলাম না।

গ্রামের অন্য মসজিদে ছালাত আদায় করি। সেখানে সমস্যা হয়নি। একদিন মসজিদে চরমোনাই পীরের অনুসারীদের মাসিক মাহফিল। ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন সমবেত হয়ে যিকর ও আলোচনা করছেন। ছালাত আদায় করার সময় আমীন জোরে বলায় সালাম ফেরানোর পর পরই কয়েকজন মিলে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে আমার দিকে। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে থাকে। আমিও ছাড়ার পাত্র নই, উত্তর দিতে থাকি। ইমাম ছাহেব এই অবস্থা দেখে আমাকে সুকৌশলে সরিয়ে দেন। কিন্তু তাদের রাগ জমে থাকে। অন্যদিন আমাদেরই সমমনা এক ভাই কামারুয্যামান মানিক। যার পিতা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসে এখানে বাড়ি করেছেন। তাকে মসজিদের বাইরে নিয়ে বেদম মারধর করে। পরবর্তীতে বিচারের কথা বললেও আর বিচার হয়নি। 'যুবসংঘে'র সভাপতি শফীকুল ভাইয়ের কাছ থেকে **প্রফেসর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারের ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই সংগ্রহ করে পড়া শুরু করি। নিজের ছালাতকে সংশোধন করি। জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে উপস্থিত হই। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তার অনুপ্রেরণায় একদিন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপস্থিত হ'লাম। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রোগ্রাম চলছে। বক্তব্য রাখছেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী ও মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ। আমানুল্লাহ ভাইয়ের সুর ও যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বক্তব্যে সেদিন বেশি অনুপ্রাণিত হই। সেখান থেকে দাওয়াত দেয়া হয় রাজশাহী তাবলীগী ইজতেমার।

সময়টা ২০১৩ সাল। আনিস ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়। ভাইয়ের নেতৃত্বে অন্যান্যদের সাথে আমরা ৩ জন যোগ দেই। বৃষ্টিস্নাত দিনে মসজিদে আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারকে দেখি। তিনি উদ্বোধনী বক্তব্য দেন। স্যারসহ অন্যদের বক্তব্য আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল ভিত্তিক বক্তব্য শুনে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি। ইজতেমা থেকে ফেরার সময় বই কিনে নিয়ে আসি। সাধ্যমত পড়ার চেষ্টা করি। সেই সময় থেকে পরিবার, শ্বশুরবাড়ি ও অন্যদের দাওয়াত দিতে থাকি। প্রতিমাসে মাসিক আত-তাহরীক বিতরণ করি।

মাসে দুই দিন কিছু বই নিয়ে মসজিদের সামনে বসে বিক্রয় করি। যাতে মানুষ বই পড়ে সত্যটা জানতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ! যাচাই করে জেনে বুঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করেছি। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাথে সংযুক্ত আছি। জামা'আতবদ্ধ জীবন যে রহমত তা পথচলাতেই বুঝতে পারি। মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে কেইবা শেষ করতে পারে। কত কথিত মুহাদ্দিছ, মুফতী, পীর লকবধারীরা শিরক-বিদ'আতের ভ্রান্তপথে নিজেরা চলছেন ও অন্যদের পথভ্রষ্ট করছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর মহান আল্লাহ্র রহমতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে যে যুক্ত হতে পেরেছি তার চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন! আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে দ্বীনের পথে অন্য ভাইবোনদের আহ্বান করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

*-আল-আমীন, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।*

**At-Tahreek TV**

**অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য**

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

**Youtube লিংক :**
www.youtube.com/attahreektv

**Facebook লিংক :**
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

# অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

১. আবুল লায়েছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন, نُورُ الْقَلْبِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: بَطْنٌ جَائِعٌ، وَصَاحِبٌ صَالِحٌ، وَحِفْظُ الذَّنْبِ الْقَدِيْمِ، وَقِصَرُ الْأَمَلِ 'চারটি কাজের মাধ্যমে অন্তর্জগত আলোকিত হয়- (১) ক্ষুধার্ত পেট [অর্থাৎ আহার করার সময় কিছু অংশ খালি রাখা এবং হালাল খাদ্য হ'লেও উদরপূর্তি করে না খাওয়া] (২) সৎ সঙ্গী (৩) অতীতের গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করা (৪) পার্থিব আশা-আকাঙ্খা হ্রাস করা'।[১]

২. সুফিয়ান বিন 'উয়ায়না (রহঃ) বলেন, مَا أَرَى طُول عُمْرِيْ هَذَا إِلَّا مِنْ كَثْرَةِ دُعَاءِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ 'আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে আহলেহাদীছদের চেয়ে অন্য কারো দো'আ এত বেশী কবুল হ'তে দেখিনি'।[২]

৩. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أما من شكر بلسانه و لم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه و لم يلبسه فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر- 'যে ব্যক্তি কেবল মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অথচ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করে না, সে ঐ ব্যক্তির মতো যার একটি পোষাক আছে, সে কেবল এটাকে স্পর্শ করে কিন্তু পরিধান করে না, ফলে পোষাকটি তাকে গরম, প্রচণ্ড শীত, তুষারপাত কিংবা বৃষ্টি থেকে কখনই সুরক্ষা দেয় না'।[৩]

৩. ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, طُوبَى لِمَنْ إِذَا مَاتَ مَاتَتْ مَعَهُ ذُنُوبُهُ، وَالْوَيْلُ الطَّوِيْلُ لِمَنْ يَمُوْتُ وَتَبْقَى ذُنُوبُهُ مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ يُعَذَّبُ بِهَا فِي قَبْرِهِ وَيُسْأَلُ عَنْهَا إِلَى آخِرِ انْقِرَاضِهَا- 'ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার মৃত্যুর সাথে সাথে তার গুনাহগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর আফসোস ও ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ তার পাপ সমূহ শত বছর বা তার চেয়ে বেশী সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এ কারণে তাকে কবরে আযাব দেওয়া হবে এবং যতদিন তার এই গুনাহ বিলুপ্ত না হবে, ততদিন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'।[৪] হাবীব আবূ মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ إِذَا مَاتَ مَاتَتْ مَعَهُ ذُنُوبُهُ، 'নিশ্চয়ই মানুষের অন্যতম সৌভাগ্যবান হ'ল সেই ব্যক্তি, যার মৃত্যুর সাথে সাথে তার পাপগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়'।[৫]

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আওন (রহঃ) বলেন, لَا تَثِقْ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُقْبَلُ مِنْكَ أَمْ لَا، وَلَا تَأْمَنْ ذُنُوبَكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي كُفِّرَتْ عَنْكَ أَمْ لَا، إِنَّ عَمَلَكَ مُغَيَّبٌ عَنْكَ كُلُّهُ- 'তুমি তোমার আমলের আধিক্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থেকো না। কেননা তুমি তো জান না যে, তোমার সেই আমলগুলো কবুল করা হয়েছে কিনা। আর তোমার গুনাহ থেকেও নিজেকে নিরাপদ মনে করো না। কেননা তুমি তো জান না যে, সেগুলি মাফ করা হয়েছে কি-না। (সুতরাং তুমি জেনে রাখ) তোমার আমলের নেকী তোমার নিকট থেকে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য রয়েছে'।[৬]

৫. সুফিয়ান বিন 'উয়ায়না (রহঃ) বলেন, أَجْسَرُ النَّاسِ عَلَى الْفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْمًا بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ، 'ফৎওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত লোক সবচেয়ে বেশী ধৃষ্টতা দেখায়, যারা আলেমদের মতভেদ সম্পর্কে সবচেয়ে কম জ্ঞান রাখে'।[৭]

৬. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, أَثْبَتُ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، 'মানুষের মাঝে আহলেহাদীছরাই ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর অধিক প্রতিষ্ঠিত'।[৮]

৭. আওন বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ فِي الْقَلْبِ كَكِفَّتَيِ الْمِيزَانِ بِقَدْرِ مَا تَرْجَحُ إِحْدَاهُمَا تَخِفُّ الْأُخْرَى- 'অন্তরে দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনাটা যেন দাড়িপাল্লার মত। এক পাশের পাল্লা যতটা ভারী হয়, অপর পাল্লাটি ঠিক ততটাই হালকা হয়ে যায়'।[৯]

৮. কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন, جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب- 'যে ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-কে গালি দিবে, তাঁর দোষ ধরবে, তাঁর নাম, বংশ, দ্বীন অথবা তাঁর কোন বৈশিষ্ট্যের সাথে ত্রুটি সম্পৃক্ত করবে, আকারে-ইঙ্গিতে তাঁর নিন্দা করবে অথবা গালি-গালায, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকরণ, বিদ্বেষ পোষণ ও দোষ ধরার মত করে তাকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করবে, সেই ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে কটূক্তিকারী হিসাবে গণ্য হবে'।[১০]

১. *তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ২২৫।*
২. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৫১।*
৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, 'উদ্দাতুছ ছাবেরীন, পৃ. ১৩৪।*
৪. *গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৭৪।*
৫. *আবূ নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/১৫৩।*
৬. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ২/৫২২।*
৭. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ' বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ২/৮১৭।*
৮. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৫৮।*
৯. *জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ২/৮৯০।*
১০. *ইবনু তায়মিয়াহ, আছ-ছারিমুল মাসলূল, পৃ.৫২৫।*

# কবিতা

## করোনার ভয়

*আব্দুল খালেক*
*খান হোমিও হল, তালা, সাতক্ষীরা।*

না থাক শাড়ী মাথায় কাপড় কিবা আসে যায়
করোনার ভয়ে মাস্কটা মুখে অবশ্যই থাকা চাই।
মাস্ক না দিলে পিটায় পুলিশ পিটায় জনগণ
বেপর্দাতে পিটায় না কেউ রুষ্ট রহমান।
কষ্ট আমার নষ্ট মনের মানুষ ভুবন ভরা
দেখ না ভেবে এখন ভবে সবে সর্বহারা।
যায় না দেখা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত মানব মন
ভয় করে না সৃজনকারীর নাম যে রহমান।
ভয় কেন গো মুমিন যদি মরে করোনায়
শাহাদতের মর্যাদা পাবে দুঃখ কিছু নাই।
হাতের কামাই আযাব-গযব জানে বিজ্ঞজন
রবের কাছে পাপের তরে ক্ষমা চাও অনুক্ষণ।
ভাব সবে আবাস তলে মাথায় রেখে হাত
সৎআমল করলে তবে মিলবে যে নাজাত।
হাতে হাতে মেলায় না হাত করোনার-ই ভয়
করোনা যে পাপের ফসল একথা কে কয়?
আসুন সবে মনটা আগে করি পরিস্কার
সিজদাতে চাই রবের রহম তওবা বারে বার।

## অহংকার

*মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম*
*মহিষাশহর, আদিতমারী, লালমণিরহাট।*

অহংকার শুধু আল্লাহ্র সাজে অন্য কারো নয়
অহংকারী ব্যক্তি কখনও আল্লাহকে করে না ভয়।
অহংকার করে ধ্বংস হয়েছে বিশ্বের বহু অধিপতি
আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া নাই কারো কোন গতি।
অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন নিরহংকার খলীফা ওমর
আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতেন সদা খলীফা আবুবকর।
খোঁজ নিতেন প্রজাদের সদা রাতের অন্ধকারে
নিজের পিঠে আটার বস্তা নিয়ে দিতেন প্রজাদের দ্বারে।
টুপি সেলাই করে রাজা নাছিরুদ্দীন করতেন উপার্জন
কাজ করে খেতে হয় তারই তিনি দিয়ে গেছেন প্রমাণ।
বর্তমান বিশ্বে এসেছে এক অদৃশ্য ভাইরাস করোনা
অহংকারী নেতারা বলেছিল তা দেশে আসতে দেব না।
ভিডিও কনফারেন্স করে লক ডাউনে থাকে সদা সর্বদা
বড় কথা বলে আল্লাহকে ভুলে দেশের অহংকারী নেতা।
বাঁচতে হবে আমাকেই কারণ আমি এ দেশের নেতা
জনগণ সব মরে গেলেও অন্তরে লাগবে না ব্যথা।
অহংকার হ'ল আল্লাহ্র ভুষণ শুধু তাঁরই জন্য সাজে
খুলে না যেন কেউ সেই ভুষণ কভু কোন কথা ও কাজে।
আল্লাহ্র ভুষণ যে খুলবে তাকে দিবেন জাহান্নামে
বিনয়ী হও এ জগতে সবে কল্যাণ হবে পরিণামে।

## মসজিদের পথ

*এ.এম.এইচ যাকারিয়া*
*কুমিল্লা।*

মসজিদের সুপথ ধরে
ফিরে আসি তোমার দ্বারে করতে মাথা নত,
সে পথে আজ জমেছে আগাছা
মুমিনের অন্তর হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত।
মুমিন কি কভু ভয়ে টলে?
আগাছারা থাকে চিরকাল মুমিনের পদতলে।
দেখ চেয়ে দেখ উঁচু কবরের হে প্রহরী!
তোমার হাতেই শোভা পেয়েছে কাফেরের তরবারি।
যে হাতে ভেঙ্গেছ মসজিদ, ভেঙ্গেছ আল্লাহ্র ঘর
ভেঙ্গেছ মুমিনের অন্তর,
যে হৃদয়ে থাকে না আল্লাহ্র ভয়
সে হাতে কভু যায় না ভাঙ্গা মূর্তি আর কবর।
হে ভণ্ড মুজাহিদ! তোমারই কারণে
রুদ্ধ হয়েছে আজ মসজিদের পথ
ভেঙ্গে গেছে বাবরী বাতিলের আঘাতে
মুমিনের অন্তর হয়েছে ক্ষত।
কাফের-মুশরিক এক সাথে চালায় আগ্রাসন
মুসলিম নিধনে জ্বালায় তারা নিরন্তর হুতাশন।
তুমি কি আজ তাদেরই দলে, হে মাযহাবী?
মসজিদ ভেঙ্গে পূরণ কর তুমি কাফের-মুশরিকের দাবী?
তার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কে হ'তে পারে মানবকূলে!
ভিড়ে যাও যদি তুমি তাদের দলে।
হয় যদি তোমার হাত তাদেরই হাত
তোমার পা তাদেরই পা
তোমার মন তাদেরই মন
জেনে রাখো, তুমি তাদেরই একজন।

## সূরা হুমাযাহ

*মুমতায আলী খাঁন*
*ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*

দুর্ভোগ ঘটিবে প্রত্যেক নিন্দুকের
সামনে পিছনে দোষ খোঁজে যাহারা লোক সকলের।
এমনই কৃপণ সে ধন-মাল জমা রাখিয়া
বারবার দেখে তাই গুনিয়া গুনিয়া।
মনে ভাবে এইসব যাহা কিছু আছে
রহিবে বুঝি চিরকাল তাহারই কাছে।
কখনো নয়, সে নিক্ষিপ্ত হইবে কঠিন হুত্বামায়
পিষ্ট হইয়া কাতরাইবে ভীষণ যন্ত্রণায়।
হে নবী! জান কি, হুত্বামাহ কাহার নাম?
হুত্বামাহ হইল আল্লাহ্র প্রজ্বলিত বিশেষ জাহান্নাম।
তাহাতে পুড়িবে ঐ ব্যক্তি হিংসুক অন্তর যাহার
কথার আঘাতে মানুষের হৃদয় করিত চুরমার।
উত্তপ্ত সে জাহান্নামের দরজা থাকিবে আঁটিয়া
লম্বা খুঁটিতে বাঁধিবে শাস্তির ডাণ্ডাবেড়ী দিয়া।

# স্বদেশ

## বিশ্বের সেরা পদার্থ বিজ্ঞানীদের তালিকায় জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এ এ মামূন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এ মামূন বিশ্বের শীর্ষ দুই শতাংশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক প্রকাশিত একটি জার্নালে এ তালিকাভুক্তি হয়েছে। যেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রায় এক লাখ ৫৯ হাযার ৬৮৩ জন বিজ্ঞানীর তালিকা করা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে ড. এ এ মামুনের ৪১৭টি প্রকাশনা রয়েছে এবং তার গবেষণা থেকে ১৪ হাযারেরও বেশী উদ্ধৃত করা হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য এ অধ্যাপক ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর ফেলো হিসাবে নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে পদার্থবিদ্যায় অসামান্য অবদানের জন্য জার্মানীর আলেকজান্ডার ভন হোমবোল্ট ফাউণ্ডেশন থেকে নোবেল প্রাইজের পর সবচেয়ে সম্মানজনক 'ফ্রেড্রিক উইলিয়াম ব্যাসেল রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন। এছাড়া তিনবার তিনি দেশসেরা ও বর্ষসেরা গবেষক নির্বাচিত হয়েছেন।

*[মূলতঃ গবেষণার জন্যই রাজধানীর বাইরে কোলাহলমুক্ত পরিবেশে ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু দলীয় গণতন্ত্রের অভিশাপে তা ধ্বংস হয়ে গেছে। গবেষক ডঃ মামূন তার ব্যতিক্রম। আমরা তাঁর উন্নত ভবিষ্যৎ ও আরও সাফল্য কামনা করি। (স.স.)]*

## কাবিন বাণিজ্যের বলি ৮০ শতাংশ পুরুষ

সাজানো কাবিন ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছে 'বাংলাদেশ মেনস রাইটস ফাউণ্ডেশন' (বিএমআরএফ)। গত ২৭শে ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংগঠনটির উদ্যোগে আয়োজিত এক মানববন্ধন কর্মসূচী থেকে এ দাবী জানানো হয়। মানববন্ধনে বিএমআরএফর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা জার্মান প্রবাসী প্রকৌশলী মাযহারুল মান্নান বলেন, বর্তমানে কাবিন বাণিজ্যের বলি হচ্ছে শতকরা ৮০ শতাংশ পুরুষ। স্বদেশ কী বিদেশ সবখানে খারাপ পরিবার দ্বারা উচ্চ কাবিন করে বিয়ে দিয়ে এক সপ্তাহের মাথায় মেয়ে তার পরিবারের কথায় তালাক দিয়ে তার সাজানো মোহরানা দাবী করে। এই পরিকল্পনায় তার পরিবার আবার আরেক বড়লোক ছেলেকে টার্গেট করে কাবিন করিয়ে নেয়। এ ধরনের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এখন এটি ব্যবসায় রূপ নিয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমার ও আমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে এমন হওয়াতে আমি নিজে দেখেছি। তাই আমি অবিলম্বে এমন আইন করার দাবী জানাচ্ছি, যাতে কনে পক্ষ স্বেচ্ছায় তালাক দিলে কোন মোহরানা দাবী করতে না পারে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএমআরএফর চেয়ারম্যান শেখ খায়রুল আলম বলেন, কিছু নারী বিয়ের নামে কাবিনের ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। অথচ এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাই এমন একটি আইন করতে হবে, যেন কনে পক্ষে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে কোন মোহরানা দাবী করতে না পারে অথবা স্ত্রী ডিভোর্স দিলে দেনমোহরের সমপরিমাণ টাকা স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই আইন কার্যকর করা হ'লে দুষ্ট নারীদের দেন মোহর ব্যবসা বন্ধ হবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশীয় আইন অনুসারে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক প্রদান করা হ'লেও স্বামীকে দেন মোহর প্রদান করতে হয়, যা ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

*[দেশে ইসলামী বিধান চালু না থাকায় প্রচলিত আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দুষ্টরা এমন প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। কেননা ইসলামী আইনে স্ত্রী কর্তৃক খোলা বা ডিভোর্সের ক্ষেত্রে স্ত্রীকেই বরং মোহরানা ফেরত দিতে হয় (বুখারী হা/৫২৭৩)। সুতরাং সরকারকে ইসলামী বিধান চালু করার আবেদন জানাই। এরপরেও প্রতারককে তার শাস্তি পেতেই হবে। (স.স.)]*

## গভীর রাতে মহাসড়কে চা হাতে পুলিশের অপেক্ষা!

চালকরা যা কখনো ভাবেনি, এবার এমনই অভাবনীয় চিত্র দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রাম-রাঙামটি মহাসড়কে। গভীর রাতে চা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন পুলিশ সদস্যরা। চালকরা যেন ঘুমের ঘোরে দুর্ঘটনা না ঘটায় সেজন্য এই ব্যবস্থা। দূরপাল্লার নৈশ কোচ, পণ্যবাহী ট্রাকসহ গভীর রাতে চলাচলকারী গাড়ির চালকেরা ভোরের দিকে ঝিমিয়ে পড়ে। রাতে অধিকাংশ দুর্ঘটনা এ কারণেই হয়। তাই চালকদের চাঙ্গা রাখতে পাশে দাঁড়িয়েছে চট্টগ্রাম যেলা পুলিশের একদল সদস্য। চা, বিস্কুট আর গরম পানি নিয়ে তারা রাত জাগা চালকদের অপেক্ষায় থাকেন। চট্টগ্রাম যেলার রাউজান-রাঙ্গুনিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার শামীম আনোয়ারের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা সড়কে গভীর রাতে গাড়ি চালকদের গরম পানি দিয়ে মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করেছেন। একই সঙ্গে চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করে দুর্ঘটনামুক্ত সড়ক নিশ্চিত করার কার্যক্রম শুরু করেছেন।

ঢাকা থেকে রাঙামাটিতে পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত ট্রাক চালক দীদারুল আলম জানায়, মহাসড়কে পুলিশ সাধারণত কাগজপত্র পরীক্ষা ও মালামাল চেক করার জন্য গাড়ি দাঁড় করায়। কিন্তু চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কে পুলিশ সিগন্যালে গাড়ি থামালে দেখা যায়, গরম পানির জার নিয়ে পুলিশ সদস্য এগিয়ে আসছেন মুখ ধোয়ানোর জন্য। পুলিশের এমন ভালোবাসা অচিন্তনীয়। সহকারী পুলিশ সুপার জানান, এ কাজে খরচ খুব সামান্য। কিন্তু এতে যে ভালোবাসার বন্ধন তৈরী হচ্ছে তা মহামূল্যবান, খুবই মযবূত। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

*[সকল পুলিশ সদস্য এমন আচরণ করুক এটাই কাম্য। যিনি এটা করেছেন, এটি তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ না হয়ে সার্বিক উদ্যোগ হৌক- এটাই আশা করব। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন (স.স.)]*

# বিদেশ

## মুসলমানদের জন্য জীবন দিব, তবু মাথা নত করব না : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএবি) সংসদে পাশ হওয়ার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সিএএ বা এনআরসি কিছুতেই কার্যকরী করতে দেব না। মুসলমানদের জন্য জীবন দিব, তবু মাথা নত করব না। তিনি বলেন, 'আমরা বাংলায় আছি। এখানে এনআরসি করতে হ'লে, আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে করতে হবে, এখানে সিএবি করতে হ'লে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে করতে হবে'।

গত ১৬ই ডিসেম্বর উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা এবং হাওড়া জুড়ে তিন দিন মহামিছিল উপলক্ষে রেডরোড থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার পদযাত্রা করেন তিনি। সঙ্গে ছিল বিশাল মিছিল। মিছিল শেষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে ভাষণ দেন তৃণমূলে এই চেয়ারপার্সন। এসময় তিনি আরো বলেন, আমরা সবাই নাগরিক। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের আদর্শ। আমরা কাউকে বাংলা ছাড়তে দেব না। আমরা এনআরসি ও সিএএ-কে বাংলায় ঢুকতে দেব না। আমাদের শান্তি বজায় রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী জমায়েতের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, 'আপনারা ভোট দেন না? আপনাদের নাম ভোটার তালিকায় নেই? আপনাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে না? তাহ'লে আবার কিসের নাগরিকত্ব আপনাকে দেবে?'

*[ধন্যবাদ মমতা বন্দোপাধ্যায়কে। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন মযলূম মুসলমানের হেফাযত করেন (স.স.)]*

## করোনার কারণে দু'লক্ষাধিক বাড়তি শিশু জন্ম নিতে চলেছে ফিলিপাইনে

কোভিড-১৯ মহামারী যে কেবল মানুষের মৃত্যুরই কারণ হচ্ছে তাই নয়। এর ফলে বাড়ছে শিশুর জন্মও। দেশটিতে আগামী বছর স্বাভাবিক শিশু জন্মের পাশাপাশি প্রায় ২ লাখ ১৪ হাযার বাড়তি শিশুর জন্ম হ'তে চলেছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আগামী বছর দেশটিতে জন্ম নিতে চলেছে প্রায় ২০ লাখ শিশু। 'ইউনিভার্সিটি অব দ্য ফিলিপিন্স পপুলেশন ইন্সটিটিউট' এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল শিশু জন্মের এই আনুমানিক হিসাব দিয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের যে কয়টি দেশ কোভিড-১৯ মহামারীর বিস্তার রোধে কঠোরতম লকডাউন জারী করেছিল ফিলিপাইন তার একটি। ঐ সময় দেশটির সড়কে সড়কে সেনাসদস্যরা অস্ত্রহাতে টহল দিয়েছে। পরিবারের মাত্র একজন সদস্য শুধুমাত্র খাবার কিনতে বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেতেন। বিভিন্ন জায়গায় কোয়ারেন্টিনের কারণে অনেকেই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে যেতে পারেননি। বহু ক্লিনিকও ছিল বন্ধ।

## কয়েদীদের হত্যা করে সার বানাচ্ছেন কিম

উত্তর কোরিয়ার একশ্রেণীর কারাবন্দীদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এরপর তাদেরকে মাটিচাপা দিয়ে সার তৈরী করে সেগুলো ফুল চাষের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবির বরাত দিয়ে এমনটি জানিয়েছে 'কমিটি ফর হিউম্যান রাইটস ইন নর্থ কোরিয়া'। এক প্রতিবেদনে তারা দাবী করেছে যে, উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের নির্দেশে দেশটি থেকে পালিয়ে যেতে চাওয়া ব্যক্তিদের আটক করে জোরপূর্বক শূকর পালনে বাধ্য করানো হচ্ছে। সেখানে তাদেরকে দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করানো হচ্ছে। ফলে অল্প দিনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে তারা। মৃত্যু হ'লে তাদের দেহ দিয়ে সার তৈরী করা হচ্ছে। রাজধানী পিংইয়ং থেকে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত এমন একটি গোপন ক্যাম্পের খোঁজও পেয়েছে তারা। এই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসা কারাবন্দীরা জানিয়েছে যে প্রায় ২ হাযার রাজনৈতিক বন্দীও কারাগারটিতে রয়েছেন। পালিয়ে আশা এক কারাবন্দী জানান, মাটিচাপা দেওয়া মরদেহগুলো প্রাকৃতিক সারের মতো কাজ করে। সেই সার দিয়েই লাল রংয়ের আজালিয়া ফুল চাষ করা হয়। তবে উত্তর কোরিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে এসব অস্বীকার করা হয়েছে।

*[আল্লাহ এই যালেমকে ধ্বংস করুন ও তার বদলে সেদেশে উত্তম শাসক নিয়োগ করুন (স.স.)]*

## ইসলাম গ্রহণ করলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবমাননাকর ছবি নির্মাতা আরনুডো ফাওয়ান্ডার

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর অবমাননা করে ছবি নির্মাতা হল্যাণ্ডের অধিবাসী আরনুডো ফাওয়ান্ডার। আরনুডো বলেছেন, ইসরাঈল ও আমেরিকান লবি আমাকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অবমাননা করে ফিল্ম নির্মাণের জন্য প্ররোচিত করেছিল। আজ আমি সে কাজের জন্য খুবই লজ্জিত। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আমি সেই অপরাধটি করার পর নিজের মধ্যেই ভুল বুঝতে পারি। তখন কিছুটা বিচলিত হয়ে যাই। ফলে এক পর্যায়ে আমার ইসলাম গ্রহণের সুযোগ হয়। তিনি আরও বলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী সংগঠন থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। এখন একটি ইসলামী সংগঠন করার কথা ভাবছি। তিনি জানিয়েছেন, আমি যখন ঐ ফিল্ম তৈরী করি তখন আমার ধারণা ছিল ইউরোপের জন্য ইসলাম হুমকি স্বরূপ এবং ইসলামের কারণে এখানে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। কিন্তু পরবর্তীতে আমার এ ভুলও ভেঙ্গে যায়। এটা ছিল আমার মূর্খতার ফল। তিনি আরো বলেন, ফিল্ম তৈরির মাধ্যমে আমরা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি তার জন্য লজ্জিত।

*[আল্লাহ তাকে উত্তমভাবে তওবা করার তাওফীক দান করুন (স.স.)]*

## সঊদী আরবের কাছে ২৪ লাখ কোটি টাকার অস্ত্র বিক্রি করবে আমেরিকা

সঊদী আরবের কাছে ৩০০০ স্মার্ট বোমা বিক্রি অনুমোদন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এছাড়া আরও সরঞ্জাম বিক্রি হবে। এর অর্থমূল্য ২৯০০০ কোটি ডলার বা প্রায় ২৪ লাখ ৫০ হাযার কোটি টাকা। সম্প্রতি পেন্টাগন এ কথা জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষমতার মেয়াদ এখন প্রায় শেষ। এ সময়ে এই অস্ত্র বিক্রি অনুমোদন দেয়া হ'ল। তবে সঊদী আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ রাখার আহবান জানিয়েছিলেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা সঊদী আরব। এই অস্ত্র বিক্রির প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে ৩০০০ জিবিইউ-৩৯ স্মল ডায়ামিটার বোম ১ (এসডিবি ১), কন্টেইনার, সাপোর্ট সরঞ্জাম, খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তিগত সমর্থন। এক বিবৃতিতে পেন্টাগন বলেছে, প্রস্তাবিত এই অস্ত্র বিক্রির ফলে সঊদী আরব বর্তমান ও ভবিষ্যত হুমকি মোকাবিলায় সক্ষম হবে।

## বাড়ির ছাদে পড়া উল্কাপিণ্ডে রাতারাতি কোটিপতি যুবক!

রাতারাতিই গরীব থেকে ধনী বনে গেল এক যুবক। আকাশ থেকে নিজ বাড়ির ছাদে পড়া একটি উল্কাপিণ্ড কোটিপতি বানিয়ে দিল তাকে। ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ায়। সেখানকার এক স্থানীয় বাসিন্দা ৩৩ বছর বয়সী জোসুয়া হুটাগালানগু নিজের বাড়িতে কাজ করছিল। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি বস্তু তীব্র গতিতে তার টিনের চালের উপর পড়ে। এসময় এটি প্রচণ্ড গরম ছিল। ফলে এতে ছাদ ফুটো হয়ে ঘরের মেঝের মধ্যে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার ঢুকে যায়। এমন ঘটনায় প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন জোসুয়া। পরে জানতে পারেন, বস্তুটি অতি বিরল একটি উল্কাপিণ্ড। টুকরাটি প্রায় ৪ বিলিয়ন বছরের পুরোনো। তাই প্রতি গ্রামে এর দাম ধরা হয়েছে ৮৫৭ ডলার। উল্কাপিণ্ডটি তাকে দরিদ্র থেকে সোজা ১০ কোটি ডলারের মালিক বানিয়ে দিয়েছে।

# মুসলিম জাহান

## সমুদ্রে মনুষ্যহীন নৌযান আনছে তুরস্ক

অতি সম্প্রতি আকাশ প্রতিরক্ষায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে তুরস্ক। তাদের টিবি-২ ড্রোনের বিজয়গাঁথা এরই মধ্যে বিশ্বজুড়ে সমরবিদদের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। এবার সমুদ্রে মানুষবিহীন নৌযান নিয়ে আসছে দেশটির সরকার। সিডা নামক এই নৌযানটি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য দারুণ কার্যকরী হবে বলে জানান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আরেস শিপইয়ার্ডের সিইও উটকু আলেঞ্চ। দেশটির সংবাদ মাধ্যমে প্রথমবারের মতো এমন নৌযানের একটি মডেল প্রদর্শন করেছে তারা। উটকু জানান, এ মাসের শেষ দিকে এটি পানিতে নামানো হবে এবং আগামী মার্চে এই নৌযান থেকে গাইডেড মিসাইলের ফায়ারিং টেস্ট করা হবে। মিসাইল গুলো তৈরি করবে তুরস্কেরই রকেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রোকেটসান।

সিডা ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬৫ কিলোমিটার (৪০ মাইল) গতিতে ছুটতে পারবে। এর রেঞ্জ হবে ৪০০ কিলোমিটার। দিন এবং রাতে

সমানভাবে কার্যকরী হবে এটি। এছাড়া এটিতে L Umtas মিসাইল ব্যবহারযোগ্য।

## ওমরাহ পালনে ৫০ লাখ মানুষ, করোনা হয়নি এক জনেরও

সঊদী আরবে করোনা মহামারীতে সাময়িক স্থগিত ছিল ওমরাহ পালন। পরবর্তীতে ওমরাহ পালনের অনুমতি দেওয়ার পর থেকে পঞ্চাশ লাখ ওমরাহ যাত্রী ও সাধারণ মুছল্লী মক্কায় উপস্থিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন হজ্জ ও ওমরাহ মন্ত্রী ড. ছালেহ বিনতান। তিনি জানান, এত সংখ্যক ওমরাহ পালনকারী ও সাধারণ মুছল্লীদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কোন ঘটনা ঘটেনি।

করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে ওমরাহ ও হজ্জ পালন সাময়িক স্থগিত রাখে দেশটির সরকার। তারপর জুলাইয়ে মাত্র ১ হাযার হজ্জ পালনকারীকে বিশেষ ব্যবস্থায় এবারে হজ্জ পালনের অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২২শে সেপ্টেম্বর সঊদী সরকার চার ধাপে ধীরে ধীরে ওমরাহ হজ্জের স্থগিতাদেশ তুলে দিয়ে পুনরায় ওমরাহ শুরু করার ঘোষণা দেয়।

## শারজায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ কুরআন একাডেমীর উদ্বোধন

বিশ্বের সবচেয়ে বড় কুরআন একাডেমীর উদ্বোধন করছেন আরব আমিরাতের শারজার শাসক শেখ সুলতান বিন মুহাম্মাদ। ৭৫ হাযার স্কয়ার মিটার বিস্তৃত একাডেমীটি ইসলামী ঐতিহ্যের ৮ কোনা তারকা আকৃতির। এতে ৩৪টি গম্বুজ রয়েছে। একাডেমীটিতে সাতটি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক জাদুঘর রয়েছে। ১৫টি সেকশনে কুরআনের ৬০টি পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী করা হচ্ছে সেখানে। একেক সেকশনে একেক শতকের পাণ্ডুলিপি। এখানে মোট ৩০৮ কপি প্রত্নতাত্ত্বিক কুরআন প্রদর্শন করা হচ্ছে।

এছাড়া আছে কা'বা শরীফে ব্যবহৃত ২৮টি কালো গেলাফ। সবচেয়ে পুরনো গেলাফটি ৯৭০ হিজরী সনের। বৃহত্তম এই কুরআন একাডেমীটি কেবল জাদুঘর নয়, এতে অন্যান্য কার্যক্রম ও প্রোগ্রাম পরিচালনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। মানুষ সেখানে গিয়ে অনেক কিছু শিখতে পারবে।

## মুসলিম বিশ্বের যেসব দেশে বোরক্বা নিষিদ্ধ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বোরক্বা ও নেকাব নিষিদ্ধ। শুধু ইউরোপ নয়, অনেক মুসলিম প্রধান দেশেও বোরক্বা ও নেকাব বিভিন্ন কারণে নিষিদ্ধ। যেমন-

**চাদ :** ৫৭% মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশটিতে ২০১৫ সালে দু'টি বোমা হামলার পর নারীদের মুখ ঢাকা পোষাক নিষিদ্ধ হয়। বোরক্বা কোথাও বিক্রি করা হচ্ছে দেখলে তা সাথে সাথে পুড়িয়ে ফেলা হবে বলেও ঘোষণা দেন চাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে রাখা হয়েছে কারাদণ্ডের বিধান।

**তাজিকিস্তান :** ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে এশিয়ার মুসলিম প্রধান (৯৭%) দেশ তাজিকিস্তান বোরক্বা ও হিজাব নিষিদ্ধ করে। ইসলামী মুখঢাকা পোষাক পরার চেয়ে দেশটির ঐতিহ্যগত পোষাক পরায় মনোযোগী হ'তে নারীদের আহ্বান জানায় দেশটির সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। এই আইন অমান্য করলে কোন সাজার ব্যবস্থা রাখা হয়নি, তবে শিগগিরই জরিমানা বা কারাদণ্ড চালু করা হ'তে পারে।

**মরক্কো :** আফ্রিকার ৯৯% মুসলিম ধর্মাবলম্বীর দেশ মরক্কোতে ২০১৭ সালে বোরক্বার উৎপাদন, আমদানী ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়। তবে এ বিষয়ে কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি দেশটির সরকার।

**নাইজার :** ৯৯% মুসলিম ধর্মাবলম্বীর এই দেশটিতে উগ্রবাদী গোষ্ঠী বোকো হারামের কার্যক্রম বেশী থাকায় দেশটির দিফা এলাকায় নেকাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, প্রয়োজনে হিজাবও আসতে পারে নিষেধাজ্ঞার আওতায়।

**তিউনিশিয়া :** ২০১৯ সালের ৫ জুন গণ-জমায়েতের স্থান, গণ-পরিবহন ও সরকারী অফিস-আদালতে নিকাব নিষিদ্ধ করে তিউনিশিয়া সরকার। উগ্রবাদী আক্রমণ মোকাবেলাই হচ্ছে এর প্রধান কারণ বলে জানায় আফ্রিকার মুসলিমপ্রধান এ দেশটির সরকার।

# বিজ্ঞান ও বিস্ময়

## লবণ সহিষ্ণু ধান উদ্ভাবন

কখনো সব শেষ হয় লবণে। কখনো সর্বস্ব ভেসে যায় সর্বনাশা ঝড়ে। এমন সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের শঙ্কায় নির্ঘুম সময় কাটানো বাংলাদেশী কৃষকদের আশার আলো দেখাতে পারে জাপানী বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত একটি নতুন জাতের লবণ সহিষ্ণু ধান। জিনগত উন্নতির পথ খুঁজে বের করে এই ধানটি আবিস্কার করেছে জাপানের জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এনএআরও।

ধানটি জাপানের পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলে কৃষকদের উপকারে আসতে পারে। বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তনের এই দিনগুলোতে এই আবিষ্কার আরও নতুন জাতের সন্ধান দেবে বলে আশা প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীদের। সংস্থাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৫০ সাল নাগাদ জাপানের উপকূলীয় এলাকাসহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশের অর্ধেকের বেশী আবাদি জমি লবণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনাম ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এখনই ধানের উৎপাদন অনেকাংশে কমে গেছে।

সংস্থাটির প্রধান বিজ্ঞানী ইউসাকু উগা বলেন, 'লবণাক্ত জমিতে এর ফলন কয়েক গুণ বাড়বে। জিনটি পাওয়া গেছে ইন্দোনেশিয়ার এক প্রকার ধানে, যার শিকড়গুলো স্থল পৃষ্ঠের বরাবর বেড়ে ওঠে। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের সাহায্য করতে আরও গবেষণার মাধ্যমে তারা নতুন নতুন লবণ সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। তারা ২০১৫ সাল থেকে টানা চার বছর সাসানিশিক ধান এবং ইন্দোনেশিয়ান ধানের শংকর প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। তারা বলছেন, জেনেটিক্যালি উন্নত এই ধান লবণাক্ত পানিতে ১৫ শতাংশ বেশি ফলন দেবে।

উল্লেখ্য, খরা ও উচ্চ মাত্রায় লবণাক্ত মাটি ধানের চারাকে পানিতে বেড়ে উঠতে দেয় না। মাটি আবার অনেক শক্ত হয়। ফলে লবণের আধিক্য চারাগাছগুলোর অক্সিজেন কমিয়ে দেয়।

## রোবট দিয়ে ঘরে ঘরে পণ্য ডেলিভারী করবে জাপান

মানুষের সংস্পর্শে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ভয়। তাই রোবট দিয়েই ঘরে ঘরে পণ্য পৌঁছানোর কথা ভাবছে জাপান। প্রস্তুতিও প্রায় চূড়ান্ত। আগামী মাসের মধ্যেই রাস্তায় নামবে ডেলিরিও নামের এই রোবট। করোনা মহামারীর কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই রোবট নিয়ে আসছে জাপানের জেএমপি ইনকর্পোরেশন নামে একটি কোম্পানী। শিগগিরই জাপানের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে উঠবে এই রোবট। এটা প্রয়োজনীয় খাবার ও অন্যান্য জিনিস দোকান থেকে নিয়ে ভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দেবে।

এ ব্যাপারে জেএমপির এক কর্মকর্তা বলছেন, ডেলিরিও লম্বায় এক মিটার এবং ঘণ্টায় এর গতিবেগ ৬ কিলোমিটার। একবারে সর্বোচ্চ ৫০ কেজি পর্যন্ত পণ্য বহন করতে পারবে স্বয়ংচালিত রোবটটি। এছাড়া রাস্তায় এর উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে যেকোন ধরনের বাধা এড়িয়ে চলতে পারবে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নিম্ন জন্মহারের কারণে সৃষ্ট শ্রমের ঘাটতি দূর করতে এই রোবটসেবা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান সরকারও।

# সংগঠন সংবাদ

## আন্দোলন

### ইসলামী সম্মেলন

**সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ ২৮শে ডিসেম্বর সোমবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার মহাদেবপুর থানাধীন সোনাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সোনাপুর এলাকার উদ্যোগে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ শরীফুল ইসলাম মাদানী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন প্রমুখ।

### সুধী সমাবেশ

**সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ৪ঠা ডিসেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ এশা যেলার সাতকানিয়া থানাধীন মনটানা কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাতকানিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আলী মুর্তাযার সভাপতিত্বে ও সাতকানিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাজ ট্রেডার্স প্রা. লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাযী মাহমূদুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শেখ সা'দী, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অলী হাসান ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, চট্টগ্রামের উপাধ্যক্ষ হাফেয রিয়াযুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরজু হোসাইন ছাব্বির।

### কর্মী প্রশিক্ষণ

**মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১২ই ডিসেম্বর শনিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।

### মাসিক ইজতেমা

**পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ, ১৫ই নভেম্বর রবিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার সাপাহার থানাধীন পাতাড়ী শাখার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। পাতাড়ী শাখা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মেছবাহুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, মহাদেবপুর উপযেলা কমিটির প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ গুলজার রহমান ও জনাব মাহবূবুর রহমান মাদানী প্রমুখ।

**জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার জীবননগর উপযেলার উদ্যোগে জীবননগর লক্ষীপুর খাঁ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আনছারুদ্দীন খাঁনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর পৌরসভার মেয়র মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুযযামান।

**কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ১৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ এমদাদুল হক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম।

**ছোট বেলাইল, বগুড়া ১লা জানুয়ারী শুক্রবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন ও নরসিংদী যেলার সদর থানা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন।

**বড়গাছী, পবা, রাজশাহী ১লা জানুয়ারী শুক্রবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পবা উপযেলাধীন বড়গাছী বাযার জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবা উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য রাকীবুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পবা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুবকর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ।

**গভরপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট ৪ঠা জানুয়ারী সোমবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার আক্কেলপুর উপযেলাধীন গভরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আক্কেলপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আক্কেলপুর

উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছবূর, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুন'ঈম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক ও 'সোনামণি'র পরিচালক ফিরোয হোসাইন প্রমুখ।

## তাবলীগী সভা

**চাদাখার বাঁশতলা, পাবনা ২৫শে ডিসেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের চাদাখার বাঁশতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মুহীত ও মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ। উল্লেখ্য যে, এর আগে কেন্দ্রীয় মেহমান যেলার বেড়া উপযেলাধীন মুছ'আব বিন ওমায়ের জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

**সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সরাইল থানাধীন নিজ সরাইলস্থ মুহাম্মাদ আল-আমীনের বাড়ীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হাফেয ওমর ফারূক, লোকমান হোসাইন, মুহাম্মাদ আল-আমীন ও আইয়ূব আলী প্রমুখ।

## তা'লীমী বৈঠক

**সানাদিয়া, ময়মনসিংহ ৭ই ডিসেম্বর সোমবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন সানাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সানাদিয়া মাদ্রাসাতুত তাওহীদ আস-সালাফিইয়াহর শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার ও হাফেয মুহাম্মাদ আলফাযুদ্দীন প্রমুখ।

## মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্স উদ্বোধন

**দোহার, ঢাকা ১লা জানুয়ারী শুক্রবার :** অদ্য বেলা সাড়ে ১১-টায় ঢাকার দোহার থানাধীন গোড়াবন উম্মুল ক্বোরা আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্স উদ্বোধন করা হয়। বেলা ১২-টা ১০ মিনিটে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য জনাব সালমান এফ রহমান। মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্সের সভাপতি জনাব শরী'আতুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন দোহার উপযেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা. জসীমুদ্দীন, আব্দুর রায্যাক মেডিকেলের পরিচালক ও কমপ্লেক্সের উপদেষ্টা ডা. আরকানুল ইসলাম, মোকসেদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ. কে. এম. আব্দুল হান্নান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের জেনারেল ফিজিশিয়ান ডা. মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান। উল্লেখ্য, বিশেষ অতিথি নবনির্মিত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

## দাওয়াতী সফর

**গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৩ই জানুয়ারী বুধবার :** অদ্য বাদ যোহর থেকে এশা পর্যন্ত যেলার গোমস্তাপুর উপযেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম।

বাদ যোহর উত্তর রহনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল বাছীরের সভাপতিত্বে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর একই এলাকার ইব্রাহীম খলীল মাস্টারের বাড়ীতে এনায়েতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (অব.) ইব্রাহীম খলীল মাস্টারের সভাপতিত্বে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, অত্র বাড়ীতে নিয়মিত সাপ্তাহিক মহিলা তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ আছর ওমরপুর দাঁড়ীপাতা বাঙ্গাবাড়ী আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদে 'আন্দোলন' বাঙ্গাবাড়ী এলাকার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে সভাপতিত্ব করেন বাঘাটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি জনাব আব্দুল বারী।

অতঃপর বাদ মাগরিব আলীনগর শিরোটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে আলীনগর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব রবীউল আওয়াল সভাপতিত্ব করেন।

তারপর কেন্দ্রীয় মেহমানগণ রহনপুর ডাক বাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ঈসা মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন, সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও গোলাম রব্বানী বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন।

## আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মজলিসে আমেলা বৈঠকের সিদ্ধান্ত

গত ১০ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত মজলিসে আমেলা বৈঠকের (নং ১৪/১৯-২১) ৯নং সিদ্ধান্ত মতে সম্প্রতি সরকারীভাবে দেশব্যাপী মূর্তি ও ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠা এবং মাদ্রাসা সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার স্থাপনের নির্দেশনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সাথে ইসলাম বিরোধী সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

# যুবসংঘ

## যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭-৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার :** অদ্য বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মিলনায়তনে ২দিন ব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর প্রমুখ। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ২৩টি যেলা থেকে ১০৫ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ ও লিখিত পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

# সোনামণি

## প্রশিক্ষণ

**ইটাগাছা, সাতক্ষীরা ১১ই ডিসেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ইটাগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের।

## সম্মেলন

**বানেশ্বর, রাজশাহী ২৫শে ডিসেম্বর শুক্রবার :** অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার পুঠিয়া থানাধীন বানেশ্বর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ডা. ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা জালালুদ্দীন।

**কাযীপাড়া, জলঢাকা, নীলফামারী ১৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন কাযীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে সোনামণি যেলা সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ওছমান গণী মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। সম্মেলন উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুর রাযযাক। সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল আউয়াল। সম্মেলনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কুরআন তেলাওয়াত, আযান ও ইসলামী জাগরণী এ ৩টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় মোট ৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

# আল-'আওন

## বিভাগীয় প্রশিক্ষণ

**রংপুর ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার :** অদ্য সকাল ১১-টায় শহরের মুসলিম পাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মাসজিদে 'আল-'আওনে'র রংপুর বিভাগীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আল-'আওনে'র সভাপতি মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক হেলালুদ্দীন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। প্রশিক্ষণে বিভাগের ৭টি সাংগঠনিক যেলার মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর-পূর্ব ও পশ্চিম, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও গাইবান্ধা যেলার ২৮ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুতীউর রহমান ।

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার :** অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে আল-'আওনে'র রাজশাহী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ লতীফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। প্রশিক্ষণে নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মেহেরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও সাতক্ষীরা যেলার ২০ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

# মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার তালা উপযেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ও নগরঘাটা এলাকার সভাপতি ডা. আব্দুর রঊফ (৬৫) গত ২রা নভেম্বর'২০ রোজ সোমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সাতক্ষীরা সদর সরকারী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি ১ স্ত্রী, ১ পুত্র ২ কন্যা ও নাতি-নাতনী সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন সকাল সাড়ে ১০-টায় নগরঘাটা পুড়ারবাযার সংলগ্ন বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অছিয়ত অনুযায়ী জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার ভাতিজা তালা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও শার্শা দাখিল মাদ্রাসার সহ-সুপার মাওলানা মশিউর রহমান। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুজাহিদুর রহমানসহ যেলা ও উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

*[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]*

# প্রশ্নোত্তর

*দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ*

***প্রশ্ন (১/১৬১) : আমি গহনার দোকানের হেড ম্যানেজার। আমাদের ব্যবসার পলিসিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়। যেমন পুরাতন গহনা ঘষে-মেজে নতুন বলে বিক্রি করা, পুরাতন স্বর্ণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নানা টাল-বাহানা, গোঁজামিল ও প্রকৃত মূল্য গোপন করা ইত্যাদি। মালিকের নির্দেশনায় এসব কাজ আমাকে করতে হয়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

**উত্তর :** এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে না। কারণ ব্যবসায় মিথ্যা বলা, টাল-বাহানা করা, প্রতারণা করা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবসা করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মিথ্যা কসম পণ্যের কাটতি বাড়ায়, কিন্তু বরকত শেষ করে দেয় *(বুখারী হা/২০৮৭; মুসলিম হা/১৬০৬)*। তিনি বলেন, কোন মুসলিমের পক্ষে তার ভাইয়ের কাছে পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রি করা বৈধ নয় *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪৬, সনদ ছহীহ)*। একবার রাসূল (ছাঃ) (বাজারে) একটি খাদ্যশস্যের স্তূপের মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়ে ভিজা অনুভব করলে স্তূপের মালিক তা বৃষ্টির পানিতে ভিজে যাওয়ার কৈফিয়ত পেশ করল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ভিজাগুলো উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখতে পায়? অতঃপর বললেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করল, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০)*। এক্ষণে ব্যক্তির জন্য করণীয় হ'ল মালিককে বিষয়গুলো অবহিত করে সংশোধনের সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালানো। নইলে উক্ত চাকুরী ছেড়ে কোন হালাল রূযীর পথ অনুসন্ধান করা।

***প্রশ্ন (২/১৬২) : একজন মুওয়াযযিন অন্যের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পূর্বে বিবাহ করেন এবং ঐ বিবাহ ইমাম দ্বারা পড়ানো হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়ের বিচার বা শাস্তি কি হবে?***

*-শামীম, বগুড়া।*

**উত্তর :** কারো স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাকে বিবাহ করলে সেটি বিবাহ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং সহবাস করলে তা ব্যভিচার হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, ...সকল সধবা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ *(নিসা ৪/২৪)*। আর ব্যভিচার কবীরা গুনাহ *(ইসরা ১৭/৩২)*। এক্ষণে মুওয়াযযিন যেনার মতো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার উপর 'হদ' প্রযোজ্য হবে। তবে 'হদ' কায়েমের দায়িত্ব সরকারের। বাস্তবায়ন না করলে সরকার দায়ী হবে। আর ইমাম জেনে-শুনে বিবাহ পড়িয়ে থাকলে অন্যায় কাজে সহযোগিতার অপরাধে তিনি দায়ী হবেন। অতএব তাকেও অনুতপ্ত হয়ে খালেছ তওবা করতে হবে।

***প্রশ্ন (৩/১৬৩) : বাড়িতে প্রবেশ বা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যাবে কি?***

*-এম এ মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এবং বাড়িতে প্রবেশ করার সময় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। কারণ তা তোমাকে বাইরের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করবে। আর বাড়িতে প্রবেশ করার সময় তুমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে তা তোমাকে ভেতরের অনিষ্ট হ'তে রক্ষা করবে *(ছহীহাহ হা/১৩২৩)*। আলবানী বলেন, এটা সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মুক্বীম অবস্থার জন্য নয় *(ফাতাওয়া জেদ্দা, ক্লিপ নং ২৫)*। যদিও কেউ কেউ উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। তবে আলবানী, হায়ছামী, সুয়ূতী ও ইবনু হাজার আসক্বালানীসহ অধিকাংশ বিদ্বান এর সনদকে 'হাসান' বলেছেন *(ছহীহাহ হা/১৩২৩ ও যঈফাহ হা/৬২৩৫-এর আলোচনা; হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩৬৮৬)*।

***প্রশ্ন (৪/১৬৪) : তারাবীহ পড়িয়ে হাদিয়া দাবী করা জায়েয হবে কি?***

*-মাহফূযুর রহমান*
*বিরুনিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ।*

**উত্তর :** ইমামতি বা কুরআন শিক্ষাদান সহ যেকোন বৈধ কাজের জন্য কাউকে নিয়োগ করা হ'লে, তার কাজের বিনিময়ে সম্মানজনক হাদিয়ার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি আমরা তার রূযীর ব্যবস্থা করে থাকি' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮; মিশকত হা/৩৭৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৬০২৩)*। তবে এসব দ্বীনী খেদমতের উদ্দেশ্য যেন কেবল অর্থোপার্জন না হয়। উদ্দেশ্য হ'তে হবে দ্বীনের খেদমত ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। অতএব হাদিয়া নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করা, মনকষাকষি করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি এমন মুওয়াযযিন নিয়োগ দাও, যে পারিশ্রমিক নিবে না' *(নাসাঈ হা/৬৭২; তিরমিযী হা/২০৯)*। এর দ্বারা বিনিময় গ্রহণকে অপসন্দনীয় বলা হয়েছে। কিন্তু হাদিয়া গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়নি। যা উপরের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮)*। অতএব কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিবেচনা মতে সম্মানজনক হাদিয়া প্রদান করবেন।

উল্লেখ্য, এরূপ দ্বীনী কাজে বিনিময় গ্রহণ করা কুরআনকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। ইহূদী-নাছারা ধর্মনেতারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেরা কিতাব লিখে বলত, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ *(বাক্বারাহ ৭৯)*। এর দ্বারা তারা মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করত এবং তার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করত। যার বিরুদ্ধে আল্লাহ উক্ত আয়াতের

শেষাংশে তাচ্ছিল্যভরে একে ‘স্বল্পমূল্যে বিক্রয়’ বলে অভিহিত করেছেন *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৭৯ আয়াত)*।

***প্রশ্ন (৫/১৬৫) : সরকারীভাবে শিশুদের যে টিকা দেওয়া হয় তা শরী‘আতসম্মত কি? রোগ হওয়ার পূর্বেই প্রতিষেধক দেওয়া কি আক্বীদা ও তাওয়াক্কুল বিরোধী নয়?***

*-নাফীস আব্দুল্লাহ, খুলনা।*

**উত্তর :** এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আক্বীদা বা তাওয়াক্কুল বিরোধী নয়। কেননা রোগ হওয়ার পূর্বে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করাও এক ধরনের চিকিৎসা। আর চিকিৎসা গ্রহণ করা শরী‘আতেরই নির্দেশ। তবে ঔষধ বা ডাক্তারকে আরোগ্যদানকারী মনে করলে শিরক হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ নাযিল করেননি, যার জন্য তিনি ঔষধ নাযিল করেননি *(বুখারী হা/৫৬৭৮; মিশকাত হা/৪৫১৪)*। তিনি আরও বলেন, ‘প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। যখন সেটা পৌঁছে যায়, তখন সে রোগমুক্ত হয় আল্লাহ্র হুকুমে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫)*। অতএব যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ সংঘটিত হয় আল্লাহ্র হুকুমে, এই আক্বীদা পোষণ করে যেকোন বৈধ প্রতিষেধক গ্রহণে শরী‘আতে কোন বাধা নেই।

***প্রশ্ন (৬/১৬৬) : আমার ছোট ফুফু আমার পিতার কাছেই থাকেন। ফুফুর দেখাশোনা আমার পিতাই করেন। ফুফু চান তার জমির কিছু অংশ বিক্রি করে আমার পিতার সাথে হজ্জে যাবেন। বাকী জমি মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করবেন। তার সব জমি দান করে দিলে তিনি গুনাহগার হবেন কি?***

*-অলিউল্লাহ, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তর :** তিনি প্রথমে হজ্জ করবেন। অতঃপর যা সম্পদ থাকে তা থেকে তিনি সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দান করে দিতে পারেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৭১)*। এর বেশী জায়েয নয়। তবে যদি ওয়ারিছগণ ধনবান হয় এবং তারা সম্মত থাকে, তবে সব জমি দান করতে বাধা নেই।

***প্রশ্ন (৭/১৬৭) : জনৈক ব্যক্তির বয়স ৬৮ বছর। তিনি হজ্জে যেতে চান। কিন্তু সরকারী নিয়মানুযায়ী ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরা হজ্জে যেতে পারবে না। এক্ষণে তিনি বদলী হজ্জ করাবেন? না সে পরিমাণ অর্থ ছাদাক্বা করে দিবে?***

*-আব্দুল হান্নান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** তিনি বদলী হজ্জ করাবেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের বছর খাছ‘আম গোত্রের জনৈকা মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ...আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমন সময় হজ্জ ফরয হয়েছে, যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসতেও সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তার হজ্জ আদায় হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ’ *(বুখারী হা/১৮৫৪; মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতার যদি কোন ঋণ থাকতো, তুমি কি তা আদায় করতে না? *(নাসাঈ হা/৫৩৮৯)*। উল্লেখ্য যে, বদলী হজ্জ কেবল তিনিই করতে পারেন, যিনি আগে নিজের হজ্জ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯; ইরওয়া হা/৯৯৪)*।

***প্রশ্ন (৮/১৬৮) : সমাজে প্রচলিত আছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) উম্মতের সুফারিশের জন্য আরশের চেয়ার ধরে কান্নাকাটি করবেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।***

*-ইয়াসীন আহমাদ, নলতা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র আরশের চেয়ার ধরে কান্নাকাটি করবেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং ক্বিয়ামতের দিন যখন লোকেরা শাফা‘আতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আবেদন করবে তখন তিনি আল্লাহ্র আরশের নীচে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবেন *(বুখারী হা/৪৭১২; মুসলিম হা/১৯৪ (৩২৭))*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াব এবং তাঁর প্রশংসা করব। অতঃপর আমি তাঁর প্রতি সিজদায় পড়ে যাব *(মুসলিম হা/১৯৩ (৩২৬))*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন আমি আমার প্রতিপালককে দেখব, তখন সিজদায় পড়ে যাব *(বুখারী হা/৪৪৭৬)*।

***প্রশ্ন (৯/১৬৯) : বোনের নাতনীর সাথে জনৈক ব্যক্তির বিবাহ হয়েছে। উক্ত বিবাহ কি বৈধ হয়েছে?***

*-মোতালেব, বাগাতিপাড়া, নাটোর।*

**উত্তর :** বোনের নাতনী বোনের মতই মাহরাম। তথা বোনের নাতনী নিজের নাতনীর সমতুল্য। সুতরাং বোনের নাতনীকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্য হারাম করা হ’ল- তোমাদের মা, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়ী’ *(নিসা ৪/২৩)*। উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেন, ‘ভাগিনেয়ী’ বলতে বোনের মেয়েসহ তাদের অধঃস্তন সকল নারী। সুতরাং তাদের সকলেই মাহরাম। বোনের নাতনী হারাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা‘ রয়েছে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব, কুরতুবী, ইবনু কাছীর উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

***প্রশ্ন (১০/১৭০) : এক স্থানে দান করার নিয়ত করার পর অন্য স্থানে দান করার নিয়ত করা যাবে কি?***

*-মাহদী হাসান রেযা, হালসা, নটোর।*

**উত্তর :** দানকৃত সম্পদ হস্তান্তর করার পূর্বে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১৮৭; বাহুতী, কাশশাফুল কেনা‘ ২/২৯৮)*। তবে হস্তান্তর হয়ে গেলে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে না *(ফাৎহুল বারী ৫/২৩৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, দান করে ফেরত নেওয়া বমি করে বমি খাওয়ার ন্যায় *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩৯)*। ওমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য বা সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে দান করল, সে যেন তা ফিরিয়ে না নেয়’ *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৪২; ইরওয়া হা/১৬১৩)*।

***প্রশ্ন (১১/১৭১) : অসুস্থতার কারণে জুম‘আর খুৎবা বসে দেওয়া যাবে কি?***

*-নূরুল ইসলাম, জামালপুর।*

**উত্তর :** সাধারণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া সুন্নাত। কারণ রাসূল (ছাঃ) সারা জীবন দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন *(জুম'আ ১১; মুসলিম হা/৮৬২; মিশকাত হা/১৪১৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১১)*। তবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে সুস্থ ব্যক্তিও বসে খুৎবা দিতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের খুৎবা তার বাহনের উপরে বসে প্রদান করেছিলেন *(যাদুল মা'আদ ২/২১৫-২১৬; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭০৬ ও ৭৭২ পৃ.)*। আলী (রাঃ) বাহনের উপর বসে ঈদের খুৎবা দিয়েছেন। আর জুম'আর খুৎবা ঈদের খুৎবার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ *(মুগনী ২/২২৪, ২/২৮৭)*। আব্দুর রহমান বিন উম্মুল হাকাম অসুস্থতার কারণে বসে খুৎবা দিতেন *(মুসলিম হা/৮৬৪; মিশকাত হা/১৪১৬)*। মু'আবিয়া (রাঃ) ও আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান (রহঃ) বার্ধক্যের কারণে বসে খুৎবা দিতেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫২৫৯)*। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, কেউ যদি ওযর, অসুস্থতা বা অক্ষমতার কারণে বসে খুৎবা দেয় তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছালাত অসুস্থতার কারণে বসে আদায় করা যায় *(মুগনী ২/২২৪)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, অক্ষমতার কারণে বসে খুৎবা দেওয়া জায়েয, যেমন বসে ছালাত আদায় করা জায়েয। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫১৪)*। অতএব দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়ায় সুন্নাত। তবে অসুস্থতার কারণে বসে খুৎবা দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয।

***প্রশ্ন (১২/১৭২) : ইয়া নবী বলা যদি বেয়াদবী হিসাবে গণ্য হয়, তবে ইয়া আল্লাহ, ইয়া মালিক বলার ক্ষেত্রেও কি একইভাবে বেয়াদবী হবে?***

*-ফয়ছাল, বসুন্ধরা, ঢাকা।*

**উত্তর :** ইয়া রাসূল বা ইয়া নবী কেবল রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা যাবে। চাওয়া, প্রার্থনা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই আহবান করা যাবে না। কারণ তিনি এখন মৃত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১/১২৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব)*। আর আল্লাহ সর্বদা জীবিত বা চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা বা সর্বদ্রষ্টা। সেজন্য দো'আয় হে আল্লাহ বা ইয়া আল্লাহ বলা যাবে *(বুখারী হা/৩৩৫০, ৪৭১২; মিশকাত হা/৫৫৩৮)*। তবে দো'আর ক্ষেত্রে 'ইয়া'র পরিবর্তে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ আল্লা-হুম্মা বা রব্বানা শব্দে দো'আ করা উত্তম *(ইবনুল ক্বাইয়িম, জালাউল আফহাম ১/১৫৩-৫৪; খাত্ত্বাবী, মা'আলিমুস সুনান ২/৩৩০)*।

***প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : জনৈকা মহিলা প্রতিদিন সন্ধ্যায় জিনের আছরে আক্রান্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। সে জর্দা দ্বারা পান খাওয়া ব্যতীত কোন কিছুতেই সুস্থ হয় না। এক্ষণে এধরনের হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা নেওয়া যাবে কি?***

*-ইব্রাহীম মাহমূদ, সাভার, ঢাকা।*

**উত্তর :** জিন দ্বারা আক্রান্ত হ'লে শরী'আতসম্মত দো'আগুলো দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে। যেমন সূরা নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ, আয়াতুল কুরসী, সূরা ফাতিহা ইত্যাদি পাঠ করে ফুঁক দিবে *(বুখারী হা/৪৪৩৯; মুসলিম হা/২১৯২; মিশকাত হা/১৫৩২)*। কোন অবস্থায় হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা চিকিৎসা করাও। তবে হারাম বস্তু দিয়ে করো না' *(আহমাদ হা/১২৬১৮; ছহীহুল জামে' হা/১৭৫৪; মিশকাত হা/৪৫৩৮)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করবে, আল্লাহ এর মাধ্যমে তাকে সুস্থতা দিবেন না *(ছহীহাহ হা/২৮৮১)*। তবে বাধ্যগত অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যেমন রোগীর জীবন রক্ষার্থে কখনও চিকিৎসকরা মাদকজাতীয় ঔষধ প্রদান করে থাকেন। কারণ সে অবস্থায় জীবন বাঁচানো অধিক যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বাধ্যগত অবস্থায় পড়লে সে কথা স্বতন্ত্র' *(আন'আম ৬/১১৯)*। মূলতঃ দুষ্ট জিন মানুষের শত্রু। তাই জর্দা খেলে সে খুশী হয়। অতএব উক্ত দো'আগুলি পাঠ করে আল্লাহ্‌র উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখে দৃঢ় মানসিকতা অর্জন করতে পারলে জিনের আছর থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ।

***প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : তায়াম্মুমের পরও কি ওযূর দো'আ পাঠ করতে হবে?***

*-আব্দুল হালীম, ভুগরইল, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ওযূর পরে যে দো'আগুলো পাঠ করা হয়, তায়াম্মুমের পরেও সে দো'আগুলো পাঠ করতে হয়। কারণ তায়াম্মুম হ'ল ওযূর স্থলাভিষিক্ত *(নববী, আল-মাজমূ' ২/২৩৪)*।

***প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : আমি প্রাপ্তবয়স্কা নারী। গ্রাজুয়েশন শেষ করেছি, কিন্তু চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত আব্বা-আম্মা বিবাহ দিবেন না। আমি হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আশংকা করছি। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?***

*-আয়েশা, খুলনা।*

**উত্তর :** কোন নারী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) এরূপ বিবাহকে বাতিল (৩ বার) বলেছেন *(তিরমিযী হা/১১০১; আবুদাউদ হা/২০৮৫; মিশকাত হা/৩১৩০-৩১)*। তিনি বলেন, 'কোন মহিলা নিজেকে বা অপর মহিলাকে বিবাহ দিতে পারবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২ মিশকাত হা/৩১৩৭; ইরওয়া হা/১৮৪১)*। এক্ষণে পূর্ণ আন্তরিকতা ও ধৈর্যের সাথে অভিভাবককে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করতে হবে। এতেও কোন কাজ না হ'লে সাবালিকা মেয়ে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার সৎ নিয়তে পরবর্তী অভিভাবক তথা দাদা, ভাই বা চাচার অভিভাবকত্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু কোনভাবেই নিজের অসৎ মনস্কামনা পূরণার্থে পিতাকে পাশ কাটিয়ে অন্যকে অলী বানিয়ে বিবাহ করা যাবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৭-৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/১৪৭)*।

***প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : মহিলারা কালো চুলে দুলহান তেল ব্যবহার করতে পারবে কি? এছাড়া তারা চুলের মাথা কেটে ছোট করতে পারবে কি?***

*-ইবনে ছাবুদ, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।*

**উত্তর :** সাদা চুল কালো করার উদ্দেশ্য না থাকলে দুলহান তেল কালো চুলে ব্যবহার করা যাবে। তবে সাদা চুলকে কোন তেল বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে কালো করা নারী-পুরুষ সবার জন্যই নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৩-২৪)*। আর নারীরা সৌন্দর্যবর্ধন, স্বামীর সন্তুষ্টি বা বিশেষ কোন প্রয়োজনে মাথার চুল হালকা কাট-ছাঁট করতে পারে *(মুসলিম হা/৩২০; আলবানী, জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ২৫৬ পৃ., নববী, শরহ মুসলিম ৪/৫; মির'আত ৯/২৬৮; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৩৫)*। তবে এমন কাট-ছাঁট করা যাবে না যা পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায় *(বুখারী হা/৫৮৮৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৯, ৪৩৪৭)*।

***প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : মসজিদে আযান দিয়ে কোন মুছল্লী না আসায় একাকী ছালাত আদায় করলে জামা'আতের নেকী পাওয়া যাবে কি?***

*-রায়হান, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এমতাবস্থায় জামা'আতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব পেয়ে যাবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৩২৩; লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১০/৪৪)*। কারণ সে জামা'আতে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে এসেছিল। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল তৎপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল লোকেরা ছালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ছালাতে উক্ত ব্যক্তিদের সমান ছওয়াব লিখে দিবেন এবং তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না *(নাসাঈ হা/৮৫৫; মিশকাত হা/১১৪৫; ছহীহুত তারগীব হা/৪১০)*।

***প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : জমির মালিকের সাথে চুক্তি করা হ'ল যে বিঘা প্রতি জমির দাম ২৭ লাখ করে মালিককে দেওয়া হবে। এর উপর ক্রেতার নিকট থেকে দালাল যত বেশী মূল্য আদায় করতে পারবে সেটা তার লাভ। উভয়ের সন্তুষ্টিতে এরূপ চুক্তি করা জায়েয হবে কি?***

*-আযীযুল ইসলাম, পিরুজালী, গাযীপুর।*

**উত্তর :** জমি ক্রয় বা বিক্রয় করে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতারণা না থাকলে বা অন্যের হক বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকলে এরূপ চুক্তি জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের শর্তানুযায়ী কাজ করবে যদি তা হালাল হয় *(হাকেম হা/২৩১০; ছহীহুল জামে' হা/৬৭১৫)*। ইমাম বুখারী 'দালালের মজুরী' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে বলেন, ইবনু সীরীন, আতা, ইব্রাহীম ও হাসান বাছরী দালালীর মজুরীতে কোন দোষ মনে করেননি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি কেউ বলে যে, তুমি এ কাপড়টি বিক্রি করে দাও। এর উপর যা বেশী হয় তা তোমার, এতে কোন দোষ নেই। ইবনু সীরীন বলেন, যদি কেউ বলে যে, এটা এত এত দামে বিক্রি করে দাও, লাভ যা হবে তা তোমার, অথবা তা তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে ভাগ হবে, তবে এতে কোন দোষ নেই *(বুখারী ৮/৩০১)*। ক্বায়েস ইবনু আবী গারাযাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় আমাদের (ব্যবসায়ীদের) 'সামাসিরাহ' (السَّمَاسِرَةَ) বা দালাল বলা হ'ত। এরপর একদিন রাসূল (ছাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে গমন করেন এবং তিনি আমাদের পূর্বের নামের চাইতে উত্তম নামে আখ্যায়িত করে বলেন, হে ব্যবসায়ী দল (يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ)! বেচা-কেনার মধ্যে (অনেক সময়) অনর্থক কথাবার্তা এবং কসম জড়িত হয়ে থাকে। তোমরা কিছু দান করে তাকে দোষমুক্ত করে নিবে *(আবুদাউদ হা/৩৩২৬; তিরমিযী হা/১২০৮; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৩৫৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১০/১৫১)*।

উল্লেখ্য যে, দালালীর নামে কোন প্রকার প্রতারণা করা যাবে না *(বুখারী হা/৬৯৬৩)*। যেমনটি বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত হয়ে গেছে। যেমন কোন পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত দাম বলা, ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে মিথ্যা বলা, মিথ্যা কসম করা বা অতিরঞ্জিত কথা বলা ইত্যাদি।

***প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : কোন হালাল প্রাণী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি?***

*-শাকীল যামান, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।*

**উত্তর :** মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। কারণ এটি হারাম *(মায়েদাহ ৫/৩)*। তবে দুর্ঘটনার পর জীবিত থাকলে তাকে যবেহ করে খাওয়া যাবে। হালাল প্রাণীর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা যবেহ দ্বারা হালাল করেছ, তা ব্যতীত *(মায়েদাহ ৫/৩; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৯/৩২২; ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত দ্রষ্টব্য)*।

***প্রশ্ন (২০/১৮০) : নারীরা কি সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতে পারবে?***

*-আরীফুল ইসলাম, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

**উত্তর :** এসব কর্মক্ষেত্র মহিলাদের জন্য নয়। বরং গৃহই মহিলাদের প্রধান কর্মস্থল *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নারী হ'ল গোপন বস্তু। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছু নেয়' *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*। তবে প্রয়োজনে অভিভাবকের অনুমতি, পর্দা ও পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে তারা শর্তসাপেক্ষে চাকুরী করতে পারে। কিন্তু দেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলিতে চাকুরীর ক্ষেত্রে তা পূরণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কেননা সেখানে পর্দা ও নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং এসকল পেশা নারীদের জন্য পরিত্যাজ্য।

***প্রশ্ন (২১/১৮১) : সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে পিতা না মাতার সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার পাবে?***

*-রিয়াযুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

**উত্তর :** সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে পিতা ও মাতা উভয়ে পরামর্শ করবে। যদি সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে পিতা ও মাতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহ'লে পরিবার প্রধান হিসাবে

পিতার মতই অগ্রাধিকার পাবে *(বুখারী হা/২৫৫৪)*। মনে রাখতে হবে যে, পিতা হৌক বা মাতা হৌক সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে সর্বদা ইসলামী নাম রাখতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার পিতার নামসহ ডাকা হবে। যেমন অঙ্গীকার ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী (غَادِرٌ) ব্যক্তিদের ডেকে সেদিন বলা হবে, 'এটি অমুকের সন্তান অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৭২৫)*। অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের যখন তাদের পিতার নামসহ ডাকা হবে, তখন ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের অবশ্যই তাদের স্ব স্ব পিতার নামসহ ডাকা হবে, এটা পরিষ্কার বুঝা যায়। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে, 'তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ ক্বিয়ামতের দিন ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামগুলি সুন্দর রাখো' *(আহমাদ হা/২১৭৩৯, 'ছিন্নসূত্র' হওয়ার কারণে আরনাঊত্ব যঈফ বলেছেন; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৮, ইবনুল ক্বাইয়িম হাদীছটির সনদ 'জাইয়িদ' বলেছেন (তুহফাতুল মাওদূদ ১/১৪৮ পৃ.)*। আলবানী হাদীছটির সনদ 'যঈফ' বলেছেন। কিন্তু বক্তব্য ছহীহ হাদীছের অনুকূলে।

***প্রশ্ন (২২/১৮২) : কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা মুসলিম হওয়ার পরেও অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করে এবং তাদের ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করে। এমন কাজ করা কেমন গুনাহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে কি?***

*-হাশেম রেযা*

*নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।*

**উত্তর :** অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ ও তার আয়োজনে কোনরূপ সহযোগিতা করা জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র শত্রুদের উৎসব থেকে বিরত থাক *(বায়হাক্বী হা/১৮৮৬২, ৯/৩৯২)*। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্র শত্রু ইহূদী-নাছারাদের উৎসব থেকে বিরত থাক। কারণ তাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের উপরও গযব নাযিল হয়ে যাবে *(বায়হাক্বী শু'আব হা/৮৯৪০, ১২/১৮)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, কাফেরদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে উপহার বিনিময়, মিষ্টান্ন বিতরণ, রকমারি খাদ্য তৈরী করা, কাজ বন্ধ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য হারাম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪৬)*। এক্ষণে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এরূপ কাজ করলে তারা এর জন্য গুনাহগার হবে। আর তারা যদি কর্মচারীদের বাধ্য না করে, তাহ'লে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করায় বাধা নেই। কিন্তু বাধ্য করা হ'লে উক্ত চাকুরী পরিত্যাগ করতে হবে।

***প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : স্বামী-স্ত্রী একে অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে কি? রাসূল (ছাঃ) কখনো এরূপ দৃষ্টিপাত করেননি মর্মে হাদীছটি কি ছহীহ?***

*-আবু হুরায়রা ছিফাত*

*মান্দা, নওগাঁ।*

**উত্তর :** এতে বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি তোমার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখ। তবে তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৪; মিশকাত হা/৩১১৭)*। উল্লেখ্য আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন স্থান কখনো দেখিনি' মর্মের হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৬৬২; মিশকাত হা/৩১২৩; ইরওয়া হা/১৮১২)*।

***প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া যাবে কি?***

*-আব্দুল্লাহ জাসিম, উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সালাম দেওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থাতেও কেউ সালাম দিলে আঙ্গুলের ইশারায় তার জবাব দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১০১৩)*। তবে জামা'আত চলা অবস্থায় তথা মুছল্লীরা ছালাতরত অবস্থায় সালাম না দেওয়াই উত্তম। কেননা এতে মুছল্লীদের মনোযোগ বিঘ্নিত হ'তে পারে *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৩১/২৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হয়, তখন যেন সালাম করে এবং যখন বের হয়, তখনও যেন সালাম করে *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০০৭-৮; মিশকাত হা/৪৬৬০)*। উপরোক্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ও সালাম দেওয়া যাবে *(উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৮৬৯-এর ব্যাখ্যা, ৪/৪২৮)*।

***প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : জেহরী ছালাতে নারীরা কি সরবে কুরআন তেলাওয়াত করবে?***

*-তাহেরা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*

**উত্তর :** নারীরা জেহরী ছালাতে সরবে কুরআন তেলাওয়াত করবে। তবে যদি আশপাশে গায়ের মাহরাম পুরুষ থাকলে এবং ফেৎনার আশংকা থাকলে অনুচ্চস্বরে তেলাওয়াত করবে *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/১৯১; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১২৮)*।

***প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : ক্বাযা ছালাত আদায় করার ক্ষেত্রে ঐ ওয়াক্তের সকল ফরয ও সুন্নাত সবই আদায় করতে হবে কি?***

*- যোহরা, তানোর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ক্বাযা ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সুন্নাতের ক্বাযা আদায় করাও সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) ক্বাযা সুন্নাত পরে আদায় করেছেন। একবার ব্যস্ততার কারণে রাসূল (ছাঃ) যোহরের পূর্বের সুন্নাত আছরের পরে আদায় করেছিলেন *(বুখারী হা/১২৩৩; মিশকাত হা/১০৪৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে না

পারলে পরে তা আদায় করে নিতেন' *(তিরমিযী হা/৪২৬, সনদ হাসান)*। তবে সফরের সময় সুন্নাত নেই *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৮)*।

***প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : মোহরানার টাকা পরিশোধের পদ্ধতি কি? যদি বাকীতে মোহরানা ধার্য করা হয় এবং স্ত্রী মারা যায় তাহলে স্বামী মোহরানার টাকা কার নিকট পরিশোধ করবে?***

*-আব্দুর রশীদ, আগনা, পুঠিয়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** স্বামীর জন্য ফরয কর্তব্য হ'ল স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত মোহরানা পরিশোধ করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ফরয মোহরানা পরিশোধ কর' *(নিসা ৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বিবাহের সবচেয়ে বড় শর্ত হ'ল মোহর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৩)*। নগদে পরিশোধ করা সুন্নাত। তবে বাধ্যগত অবস্থায় মোহর কিছু বাকী রেখে বিবাহ করা জায়েয *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*। তবে কিছু মোহর পরিশোধ করে বাকীটা মৃত্যু পর্যন্ত দেরী করার রেওয়াজ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আর স্ত্রীকে মোহর পরিশোধ করার পূর্বেই যদি স্ত্রী মারা যায় তাহ'লে স্বামীকে স্ত্রীর ওয়ারিছদের নিকট মোহরানার সম্পদ পরিশোধ করতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১০/১১৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/৫৪)*।

***প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : নারী-পুরুষ অবৈধ প্রেমে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তাদের ইবাদত কবুল হবে কি?***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

**উত্তর :** অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহ, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ' *(ইসরা ১৭/৩২)*। এজন্য তাকে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সেইসাথে এই পাপ থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য বেশী বেশী ইবাদতে মগ্ন থাকতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি রাতে ছালাত আদায় করে, কিন্তু ভোরে উঠে সে চুরি করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, শীঘ্রই ছালাত তাকে তা হ'তে নিবৃত্ত রাখবে *(আহমাদ হা/৯৭৭৭; মিশকাত হা/১২৩৭; ছহীহাহ হা/৩৪৮২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৫ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/৩২১-২২)*।

***প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : নামের সাথে ছিদ্দীক উপাধি লাগানো যাবে কি?***

*-রিযওয়ান ছিদ্দীক, দিনাজপুর সদর।*

**উত্তর :** ছিদ্দীক অর্থ মহাসত্যবাদী। এতে তাযকিয়া তথা অধিক প্রশংসাসূচক অর্থ রয়েছে। এই ধরনের অতি প্রশংসাসূচক নাম রাখা অপসন্দনীয়। তবে যদি কেউ তাযকিয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াই এরূপ নাম রাখে, তাতে কোন দোষ নেই *(নববী, শরহ মুসলিম ১৪/১১৯; তুহফা ৮/১০১; মিরক্বাত ৭/২৯৯৭)*। কারণ আক্বীক্বার সময় শিশু সন্তানের যে প্রশংসাসূচক নাম রাখা হয় তার জন্য আত্মপ্রশংসা হিসাবে নয়। বরং পিতা ও অভিভাবকদের পক্ষ হ'তে তার জন্য শুভ কামনা বা দো'আ স্বরূপ। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর নাম তার দাদা রেখেছিলেন 'মুহাম্মাদ' ও মা রেখেছিলেন 'আহমাদ' (প্রশংসিত)। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) মুতার যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতি খালেদকে দো'আ করে অশ্রুসজল নেত্রে বলেছিলেন, এবারে ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে 'আল্লাহ্র তরবারি সমূহের অন্যতম 'তরবারি'। অতঃপর আল্লাহ তাদের হাতে বিজয় দান করেন' *(বুখারী হা/৪২৬২)*। অর্থাৎ খালেদ নিজে ঐ নাম অর্থাৎ 'সায়ফুল্লাহ' নাম গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর অভিভাবক রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ লকব দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ্র লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহির (পবিত্র)। অতএব পিতা-মাতা তার সন্তানের জন্য দো'আ হিসাবে উক্ত গুণবাচক নাম সমূহ রাখতে পারেন।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইয়া'লা, বারাকাহ, আফলাহ, ইয়াসার ও নাফে' ইত্যাদি নাম রাখা বারণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। অতঃপর তাকে আমি লক্ষ্য করলাম যে, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ থাকলেন, কিছু বললেন না। তারপর রাসূল (ছাঃ) কে উঠিয়ে নেওয়া হ'ল এবং তিনি তা (শক্তভাবে) নিষেধ করেননি। পরে ওমর (রাঃ) তা বারণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তারপর তিনিও তা পরিত্যাগ করেন *(মুসলিম হা/২১৩৮; মিশকাত হা/৪৭৫৪)*।

***প্রশ্ন (৩০/১৯০) : মসজিদে মহিলারা যেন জুম'আর খুৎবা দেখতে পায় সেজন্য মনিটর বা প্রজেক্টর ব্যবহার করা যাবে কি?***

*-নাঈম মিয়া, পাঁচদোনা, নরসিংদী।*

**উত্তর :** এরূপ করা উচিত হবে না। কারণ এতে মুছল্লীদের খুশূ-খুযূ বিনষ্ট হয় এবং খুৎবা ও ছালাতের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ, যারা তাদের ছালাতে তন্ময়-তদ্গত *(মুমিনূন ২৩/১-২)*। অতএব জুম'আর খুৎবায় প্রজেক্টরের বদলে সাউণ্ড বক্স ব্যবহার করা উচিৎ।

***প্রশ্ন (৩১/১৯১) : ভিন্ন জগতের প্রাণী বা এলিয়েন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য কি?***

*-নাদীম মাহমূদ, মেলান্দহ, জামালপুর।*

**উত্তর :** পৃথিবী ছাড়াও অন্যত্র জীবনের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, 'আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে, সবই আল্লাহকে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণ। আর তারা অহংকার করে না' *(নাহল ১৪/৪৯)*। তিনি বলেন, সাত আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা বর্ণনা তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতীব সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ *(ইসরা ১৭/৪৪)*। তিনি আরো বলেন, তাঁর নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'ল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে যে সকল জীবজন্তু তিনি ছড়িয়ে

দিয়েছেন। আর তিনি যখনই ইচ্ছা এগুলিকে (ক্বিয়ামতের দিন) জমা করতে সক্ষম' *(শূরা ৪২/২৯)*। উক্ত আয়াতগুলো থেকে অনুমিত হয় যে, আসমানে ফেরেশতা ছাড়াও অন্য সৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

***প্রশ্ন (৩২/১৯২) : কবরে নবী-রাসূলকে কয়টি প্রশ্ন করা হবে?***

*-আব্দুর রহমান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এ ব্যাপারে কুরআনে বা হাদীছে কোন বর্ণনা নেই। তবে একদল বিদ্বানের মতে, যেমন ভাবে শহীদগণ কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন না *(নাসাঈ হা/২০৫৩)*, তেমনি নবীগণও কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন না *(ইবনুল ক্বাইয়িম, কিতাবুর রূহ ১/৮১-৮২; আদ-দুর্রুল মুখতার ২/১৯২; ফাতাওয়া রামলী ৪/৩৮৬)*।

***প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : তাহাজ্জুদ ছালাত ৮ রাক'আতের কম আদায় করা হলে সেটা তাহাজ্জুদ হিসাবে গণ্য হবে কি?***

*-নযরুল ইসলাম*
*কালিকাপুর, মাদারীপুর।*

**উত্তর :** রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রাতের ছালাত দুই দুই। অতঃপর যখন তুমি ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত পড়ে নাও, যা তোমার পিছনের সব ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১২৫৪)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি চায় একটানা ৫ রাক'আত বিতর পড়ুক, যে চায় তিন রাক'আত, যে চায় এক রাক'আত বিতর পড়ুক *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৫)* অতএব সর্বনিম্ন দু'রাক'আতও তাহাজ্জুদ হিসাবে গণ্য হবে *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ১০১)*।

***প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : সরকার প্রদত্ত বয়স্ক ভাতা গ্রহণ করা কাদের জন্য বৈধ? সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও সন্তানেরা তাদের পিতা-মাতার জন্য এই টাকা গ্রহণ করতে পারবে কি?***

*-গোলাম সারওয়ার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** বাংলাদেশ সরকার বয়স্ক ভাতা ঐসব লোকদের জন্য প্রদান করে যারা অসহায় এবং যাদের কোন অবলম্বন নেই। এক্ষণে কোন সম্পদশালী ব্যক্তি যদি সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে এ ভাতা তার পিতা-মাতার জন্য গ্রহণ করে তা তার জন্য বৈধ হবে না। বরং সন্তান স্বয়ং পিতা-মাতার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। কারণ সন্তানের সম্পদ মূলত পিতা-মাতারই সম্পদ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতা-মাতার। নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ তোমাদের পবিত্র উপার্জন। কাজেই তোমরা তোমাদের সন্তানদের পবিত্র উপার্জন হতে ভক্ষণ কর' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। তবে অনেক দেশে এরূপ ভাতা সবশ্রেণীর বয়স্ক মানুষের জন্য নির্ধারিত আছে। সেখানে এটা গ্রহণ করায় বাধা নেই।

***প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : মসজিদ কমিটি ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ডিপোজিট রেখে তার লভ্যাংশ থেকে মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিনের বেতন দেয়। এরূপ করা জায়েয হচ্ছে কি?***

*-আব্দুল্লাহ লাবীব, গোপালগঞ্জ।*

**উত্তর :** ব্যাংকের লভ্যাংশ সূদের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ তা দিয়ে মসজিদের ইমাম বা মুওয়াযযিনের বেতন দেওয়া জায়েয হবে না। বরং বাধ্যগত অবস্থায় ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে হ'লে তার লভ্যাংশ ছওয়াবের আশা ছাড়া ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩০৭; ২৯/৩০৭; মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*।

***প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : দাড়ি শেভ করা ব্যক্তির ছালাত কবুল হবে কি?***

*-সাইফুল ইসলাম*
*কাজলা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** দাড়ি মুণ্ডনকারী ব্যক্তি ছালাত আদায় করলে তা কবুল হয়ে যাবে। কেননা ছালাত কবুলের শর্ত হ'ল, (১) আক্বীদা ছহীহ হওয়া। অর্থাৎ শিরক মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া *(কাহফ ১৮/১১০)* (২) তরীকা ছহীহ হওয়া। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। (৩) ইখলাছপূর্ণ হওয়া *(যুমার ৩৯/১১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭/৩৭১, ২৪/৩৬০)*। তবে তাকে উক্ত গোনাহ থেকে যতদ্রুত সম্ভব তওবা করতে হবে। আর তার ছালাতই তাকে এই পাপ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় ফাহেশা ও মুনকার কাজ থেকে মুছল্লীকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*।

***প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : চকলেট সহ বিভিন্ন খাবারের লোভ দেখিয়ে শিশুদের মসজিদে এনে ছালাত পড়ানো যাবে কি?***

*-সাইফুল্লাহ, তালা, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** ছালাতসহ যেকোন ভালো কাজে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার দেওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধের ময়দানের শত্রু পক্ষের সৈন্যদের পরাস্ত করার লক্ষ্যে তিনি পুরস্কার ঘোষণা করে বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করবে সে তার সাথে থাকা সম্পদ লাভ করবে' *(বুখারী হা/৩১৪২; মিশকাত হা/৩৯৮৬)*। তাছাড়া কুরআন মুখস্থ, হাদীছ পাঠ বা এই ধরনের যেকোন ভালো কাজে পুরস্কার ঘোষণা করা যাবে। ছাহাবায়ে কেরাম তাদের ছিয়ামরত শিশুদের খেলনা দিয়ে খাবারের কথা ভুলিয়ে রাখতেন *(বুখারী হা/১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬)*। তবে শিশুদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা পুরস্কারের চেয়ে ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত হয়। মূল উদ্দেশ্য হবে ইবাদত আর পুরস্কার হবে তার অনুগামী *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৩/১০৮, ১৫/১৮৯)*।

***প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : ইমাম দ্বিতীয় সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় কখন আল্লাহু আকবার বলবে, দাঁড়ানোর পরে নাকি উঠার সময়?***

*-আব্দুল খালেক*
*সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে তাকবীর শুরু করবে এবং দাঁড়ানোর পূর্বে শেষ করবে। অর্থাৎ রুকূ, সিজদা বা অন্য কোন অবস্থায় যাওয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে

তাকবীর পাঠ করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ...রাসূল (ছাঃ) রুকূতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। রুকূ থেকে পিঠ সোজা করার সময় *সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ* বলতেন। ... সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন... *(বুখারী হা/৭৮৯, মিশকাত হা/৭৯৯; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/৮৮)*। তবে ইমামতির সময় ইমামের আগে যাতে মুক্তাদী চলে না যায়, সেজন্য সামান্য পরে তাকবীর দেওয়া আবশ্যক।

***প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনের মালা বদল, শ্বাশুড়ীর জন্য কনের আঁচলে পান বাটা, হলুদ শাড়ীতে চাউল বেঁধে দেয়া ইত্যাদি কি শরী'আত সম্মত?***

*-রাযিয়া সুলতানা, মিঠাপুকুর, রংপুর।*

**উত্তর :** এসবের অধিকাংশ অনৈসলামী সংস্কৃতির অনুকরণ। তাই এসব আচার ও প্রথা সাধ্যপক্ষে এড়িয়ে চলাই মুমিনের কর্তব্য। কেননা এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই শিরক, বিদ'আত এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব থাকে। আর যে কোন বিদ'আতী প্রথা সর্বক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

***প্রশ্ন (৪০/২০০) : পৃথিবী ঘোরে না সূর্য ঘোরে? এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত কী?***

*-তাহসীন আল-মাহী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** পৃথিবী ও সূর্য উভয়ই ঘোরে। শুধু তা-ই নয়, আসমানে যত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি আছে সবই নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে। আল্লাহ বলেন, বস্তুতঃ প্রত্যেকটিই স্ব স্ব নিরক্ষবৃত্তে সাঁতার কাটছে *(ইয়াসীন ৩৬/৪০)*। শায়খ আলবানী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে পরপর তিনটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন যমীন, সূর্য ও চন্দ্র। অতঃপর বলা হয়েছে 'প্রত্যেকটিই স্ব স্ব নিরক্ষবৃত্তে সাঁতার কাটছে'। যা প্রমাণ করে যে, পৃথিবীও সন্তরণ করছে *(সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর ৪৯৭/১০)*। ড. ওয়াহবাতুয যুহায়লী বলেন, সূর্য, চন্দ্র, যমীন প্রত্যেকে আকাশের নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করছে যেমন মাছ পানিতে সাতার কাটে *(আত-তাফসীরুল মুনীর ২৩/১৭)*।

## (সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

তিনি জানিয়ে দিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। 'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর শেষনবীর মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডে ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ বাস্তবায়ন করলেন। ইতিমধ্যে এগিয়ে এল বিদায় হজ্জ। আরাফাতের দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় নাযিল হ'ল, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। এভাবে ইসলামই মানবজাতির জন্য একমাত্র ধর্ম হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঘোষিত হ'ল।

এখন বিশ্বের সকল মানুষ শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত এবং 'ইসলাম'ই তাদের জন্য একমাত্র ধর্ম। এর বাইরে কোন ধর্ম নেই। এখন যারা ইসলাম কবুল করবেনা, তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী হবে *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*। তাই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে ইহূদী-নাছারাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ! এসো! একটি কথায় আমরা একমত হই, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আর তা এই যে, আমরা অন্য কারু ইবাদত করব না আল্লাহ ব্যতীত এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আর আল্লাহকে ছেড়ে আমরা কেউ কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করব না। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা 'মুসলিম' *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*। ৯ম হিজরীতে নাজরানের খৃষ্টান নেতারা মদীনায় এলেন। তাদের ধারণা ছিল, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে তাদের মতই ত্রিত্ববাদী ধারণার অনুসারী হবেন। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। তাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর বলেন, হও! তখন হয়ে যায়'। 'সত্য কেবল তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/৫৯-৬০)*। অর্থাৎ আদম যেমন ছিলেন পিতা-মাতা ছাড়াই কেবল মাটি থেকে সৃষ্ট। তেমনি ঈসা ছিলেন পিতা ছাড়াই কেবল মায়ের মাধ্যমে সৃষ্ট। সবকিছুই আল্লাহ্র হুকুমে হয়ে থাকে। এই সত্যতার পক্ষে আল্লাহ খৃষ্টান নেতাদের সাথে 'মুবাহালা' করার জন্য তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দেন *(আলে ইমরান ৩/৬১)*। বলা বাহুল্য, নাজরানের খৃষ্টানরা পরে সবাই মুসলমান হয়ে যায়। ইতিপূর্বে খৃষ্টান বাদশাহ নাজাশী ও রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূল (ছাঃ)-এর সত্যনবী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাসী হয়ে যান *(বুখারী হা/৪৫৫৩; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৫৮-৬০ পৃ.)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবু বাকী থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী প্রবেশ করাবেন না, সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে। এক্ষণে আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে ইসলামের অনুসারী করে দিবেন। পক্ষান্তরে যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা (কর দানের মাধ্যমে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে'। রাবী মিক্বদাদ বলেন, (একথা শুনে) আমি বললাম, তখন তো পুরা দ্বীনই আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে' *(আহমাদ হা/২৩৮৬৫; ছহীহাহ হা/৩)*। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল-কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও অংশীবাদীরা এটা পসন্দ করেনা' *(ছফ ৬১/৯)*। অতএব আন্তঃধর্ম সমন্বয় বা শান্তি সম্মেলন নয়, বরং মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্ব হ'ল অমুসলিম সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া। যাতে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। আর ইসলামের পূর্ণ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বশান্তির গ্যারান্টি ও পরকালীন মুক্তি। বস্তুতঃ ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব ওলামায়ে কেরাম, মুসলিম সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।

## সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ফেব্রুয়ারী ২০২১ (ঢাকার জন্য)

| খ্রিষ্টাব্দ | হিজরী | বঙ্গাব্দ | বার | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ ফেব্রুয়ারী | ১৮ জুমাঃ আখেরাহ | ১৮ মাঘ | সোমবার | ০৫:২১ | ১২:১২ | ০৩:২২ | ০৫:৪৫ | ০৭:০২ |
| ০৩ ফেব্রুয়ারী | ২০ জুমাঃ আখেরাহ | ২০ মাঘ | বুধবার | ০৫:২১ | ১২:১২ | ০৩:২৩ | ০৫:৪৭ | ০৭:০৪ |
| ০৫ ফেব্রুয়ারী | ২২ জুমাঃ আখেরাহ | ২২ মাঘ | শুক্রবার | ০৫:২০ | ১২:১২ | ০৩:২৪ | ০৫:৪৮ | ০৭:০৫ |
| ০৭ ফেব্রুয়ারী | ২৪ জুমাঃ আখেরাহ | ২৪ মাঘ | রবিবার | ০৫:১৯ | ১২:১২ | ০৩:২৫ | ০৫:৪৯ | ০৭:০৬ |
| ০৯ ফেব্রুয়ারী | ২৬ জুমাঃ আখেরাহ | ২৬ মাঘ | মঙ্গলবার | ০৫:১৮ | ১২:১৩ | ০৩:২৬ | ০৫:৫১ | ০৭:০৭ |
| ১১ ফেব্রুয়ারী | ২৮ জুমাঃ আখেরাহ | ২৮ মাঘ | বৃহস্পতি | ০৫:১৭ | ১২:১৩ | ০৩:২৭ | ০৫:৫২ | ০৭:০৮ |
| ১৩ ফেব্রুয়ারী | ৩০ জুমাঃ আখেরাহ | ৩০ মাঘ | শনিবার | ০৫:১৬ | ১২:১৩ | ০৩:২৭ | ০৫:৫৩ | ০৭:০৯ |
| ১৫ ফেব্রুয়ারী | ০২ রজব | ০২ ফাল্গুন | সোমবার | ০৫:১৫ | ১২:১২ | ০৩:২৮ | ০৫:৫৪ | ০৭:১০ |
| ১৭ ফেব্রুয়ারী | ০৪ রজব | ০৪ ফাল্গুন | বুধবার | ০৫:১৪ | ১২:১২ | ০৩:২৯ | ০৫:৫৫ | ০৭:১১ |
| ১৯ ফেব্রুয়ারী | ০৬ রজব | ০৬ ফাল্গুন | শুক্রবার | ০৫:১২ | ১২:১২ | ০৩:২৯ | ০৫:৫৬ | ০৭:১২ |
| ২১ ফেব্রুয়ারী | ০৮ রজব | ০৮ ফাল্গুন | রবিবার | ০৫:১১ | ১২:১২ | ০৩:৩০ | ০৫:৫৭ | ০৭:১৩ |
| ২৩ ফেব্রুয়ারী | ১০ রজব | ১০ ফাল্গুন | মঙ্গলবার | ০৫:১০ | ১২:১২ | ০৩:৩০ | ০৫:৫৮ | ০৭:১৪ |
| ২৫ ফেব্রুয়ারী | ১২ রজব | ১২ ফাল্গুন | বৃহস্পতি | ০৫:০৮ | ১২:১১ | ০৩:৩১ | ০৫:৫৯ | ০৭:১৫ |
| ২৭ ফেব্রুয়ারী | ১৪ রজব | ১৪ ফাল্গুন | শনিবার | ০৫:০৬ | ১২:১১ | ০৩:৩১ | ০৬:০০ | ০৭:১৬ |

### যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

**ঢাকা বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| নরসিংদী | −১ | −১ | −১ | +৩ | −১ |
| গাযীপুর | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| শরীয়তপুর | ০ | +১ | +১ | +১ | ০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| টাঙ্গাইল | +২ | +২ | +২ | +১ | +২ |
| কিশোরগঞ্জ | −১ | −১ | −২ | −২ | −২ |
| মানিকগঞ্জ | +২ | +২ | +২ | +২ | +২ |
| মুন্সিগঞ্জ | −১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| রাজবাড়ী | +৩ | +৪ | +৩ | +৪ | +৩ |
| মাদারীপুর | +১ | +১ | +২ | +২ | +১ |
| গোপালগঞ্জ | +২ | +৩ | +৩ | +৩ | +৩ |
| ফরিদপুর | +২ | +৩ | +৩ | +২ | +২ |

**ময়মনসিংহ বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| শেরপুর | +২ | +২ | +১ | +১ | +১ |
| ময়মনসিংহ | ০ | ০ | −১ | +৩ | −১ |
| জামালপুর | +২ | +২ | +১ | +১ | +১ |
| নেত্রকোণা | −১ | −১ | −২ | +৩ | −২ |

**খুলনা বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| যশোর | +৫ | +৫ | +৬ | +৬ | +৫ |
| সাতক্ষীরা | +৫ | +৬ | +৬ | +৭ | +৬ |
| মেহেরপুর | +৭ | +৮ | +৭ | +৭ | +৭ |
| নড়াইল | +৩ | +৪ | +৪ | +৪ | +৪ |
| চুয়াডাঙ্গা | +৬ | +৭ | +৭ | +৭ | +৬ |
| কুষ্টিয়া | +৫ | +৬ | +৫ | +৫ | +৫ |
| মাগুরা | +৪ | +৪ | +৪ | +৪ | +৪ |
| খুলনা | +৩ | +৪ | +৪ | +৫ | +৪ |
| বাগেরহাট | +২ | +৩ | +৪ | +৪ | +৩ |
| ঝিনাইদহ | +৫ | +৫ | +৫ | +৫ | +৫ |

**বরিশাল বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| ঝালকাঠি | ০ | +১ | +২ | +২ | +১ |
| পটুয়াখালী | ০ | +১ | +২ | +২ | +১ |
| পিরোজপুর | +১ | +২ | +৩ | +৩ | +২ |
| বরিশাল | ০ | +১ | +১ | +২ | +১ |
| ভোলা | −১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| বরগুনা | ০ | +২ | +২ | +৩ | +২ |

**রাজশাহী বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| সিরাজগঞ্জ | +৩ | +৩ | +৩ | +২ | +৩ |
| পাবনা | +৫ | +৫ | +৫ | +৪ | +৪ |
| বগুড়া | +৫ | +৫ | +৪ | +৩ | +৪ |
| রাজশাহী | +৭ | +৮ | +৭ | +৬ | +৭ |
| নাটোর | +৬ | +৬ | +৫ | +৫ | +৫ |
| জয়পুরহাট | +৬ | +৬ | +৫ | +৪ | +৫ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +৯ | +৯ | +৯ | +৮ | +৯ |
| নওগাঁ | +৬ | +৬ | +৫ | +৫ | +৫ |

**রংপুর বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| পঞ্চগড় | +৯ | +৮ | +৬ | +৫ | +৬ |
| দিনাজপুর | +৮ | +৮ | +৬ | +৫ | +৬ |
| লালমণিরহাট | +৫ | +৪ | +২ | +২ | +৩ |
| নীলফামারী | +৭ | +৭ | +৫ | +৪ | +৫ |
| গাইবান্ধা | +৪ | +৪ | +২ | +২ | +৩ |
| ঠাকুরগাঁও | +৯ | +৮ | +৬ | +৬ | +৭ |
| রংপুর | +৫ | +৫ | +৩ | +৩ | +৪ |
| কুড়িগ্রাম | +৪ | +৩ | +২ | +১ | +২ |

**চট্টগ্রাম বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| কুমিল্লা | −৩ | −৩ | −৩ | −৩ | −৩ |
| ফেনী | −৪ | −৩ | −৩ | −৩ | −৪ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | −৩ | −২ | −৩ | −৩ | −৩ |
| রাঙ্গামাটি | −৮ | −৭ | −৬ | −৬ | −৭ |
| নোয়াখালী | −৩ | −২ | −২ | −২ | −২ |
| চাঁদপুর | −১ | −১ | ০ | −১ | −১ |
| লক্ষ্মীপুর | −২ | −১ | −১ | −১ | −১ |
| চট্টগ্রাম | −৬ | −৫ | −৪ | −৪ | −৫ |
| কক্সবাজার | −৮ | −৬ | −৫ | −৪ | −৫ |
| খাগড়াছড়ি | −৭ | −৬ | −৬ | −৬ | −৬ |
| বান্দরবান | −৮ | −৭ | −৬ | −৬ | −৭ |

**সিলেট বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| সিলেট | −৫ | −৫ | −৬ | −৭ | −৬ |
| মৌলভীবাযার | −৫ | −৫ | −৬ | −৬ | −৬ |
| হবিগঞ্জ | −৩ | −৪ | −৪ | −৪ | −৪ |
| সুনামগঞ্জ | −৩ | −৪ | −৫ | −৫ | −৫ |

**সূত্রঃ** বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 5, February 2021


আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

৩১তম বার্ষিক
# তাবলীগী ইজতেমা ২০২১

ভাষণ দিবেন

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

## আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

## হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাম্প্রতিক কিছু প্রকাশনা

## হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্বর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো,) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।
Email : tahreek@ymail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।